এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

NARSINGHA
ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com
একদিন
EKDIN
এগিয়ে চলার সঙ্গী

SREMON JEWELLERS
সোনার কেনাকাটায় এবার আরও বড় সাশ্রয়!
মাত্র ৮% মেকিং চার্জ
সীমিত সময়ের বিশেষ সুযোগ
7439287442

৩ ফের হ্যাকিংয়ের আশঙ্কায় সব দপ্তরকে সতর্ক করল সাইবার সেল
কালী ভক্তিতে জমজমাট কালীঘাট, ভোর থেকে নিশিপুজো ৩

কলকাতা ৯ নভেম্বর ২০২৬ ২২ কার্তিক ১৪৩৩ সোমবার বিংশ বর্ষ ১৪৭ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 09.11.2026, Vol. 20 Issue No. 147, 8 Pages, Price 3.00

খুন লিভ-ইন পার্টনার, ধৃত মা ও মেয়ে

নিজস্ব প্রতিবেদন: শনিবার গভীর রাতে এক মর্মান্তিক ও চাঞ্চল্যকর হত্যাকাণ্ডের ঘটনা কলকাতার দক্ষিণের উপকণ্ঠ গড়িয়ার ফরতাবাদ এলাকা। লিভ-ইন সম্পর্কে থাকা এক সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার যুবককে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে খুনের অভিযোগ উঠল তাঁর প্রেমিকার বিরুদ্ধে। শুধু তাই নয়, এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডে অভিযুক্ত তরুণীর মায়েরও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যোগ রয়েছে বলে জোরালো সন্দেহ প্রকাশ করেছে পুলিশ। এই ঘটনায় ইতিমধ্যেই মূল অভিযুক্ত তরুণী ও তাঁর মাকে গ্রেপ্তার করেছে বারুইপুর পুলিশ জেলার তদন্তকারীরা।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, নিহত যুবকের নাম সার্থক সরকার (২৫)। তাঁর আসল বাড়ি বারাসতে হলেও কাজের সুবিধার জন্য তিনি গড়িয়ার ফরতাবাদ এলাকার একটি ফ্ল্যাটে ভাড়া থাকতেন। সার্থক পেশায় একজন সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন এবং সল্টলেকের সেক্টর ফাইভের একটি নামী সংস্থায় কর্মরত ছিলেন। অন্যদিকে, যে তরুণীর সঙ্গে তিনি ওই ফ্ল্যাটে একসঙ্গে থাকতেন, সেই সঞ্চালিকা বসু টেকনো ইন্ডিয়ার এক ছাত্রী বলে জানা গিয়েছে।

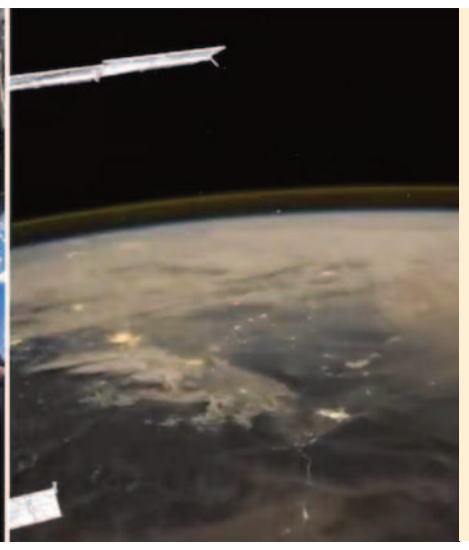
তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পেরেছে, শনিবার রাতে কোনও একটি তুচ্ছ বা গুরুতর বিষয় নিয়ে সার্থক ও সঞ্চালিকার মধ্যে তীব্র বচসা শুরু হয়। কথা কাটাকাটি থেকে পরিস্থিতি এতটাই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে যে চরম সীমা ছাড়িয়ে যায়। অভিযোগ ওঠে, সেই অশান্তির মাঝেই হঠাৎ করে ঘর থেকে ধারালো অস্ত্র এনে সার্থকের কাঁধে এবং শরীরের অন্যান্য অংশে কোপ মারেন সঞ্চালিকা। আঘাতে গুরুতর জখম হয়ে লুটিয়ে পড়েন ওই যুবক। তাঁর চিৎকার-চেঁচামেচি ও আর্তনাদ শুনতে পেয়ে আশপাশের প্রতিবেশীরা দ্রুত ফ্ল্যাটের দিকে ছুটে আসেন। ঘরের দরজা খুলে তাঁরা দেখেন রক্তাক্ত অবস্থায় মেঝেতে পড়ে রয়েছেন সার্থক। এরপর প্রতিবেশীদের সাহায্যেই দ্রুত তাঁকে উদ্ধার করে স্থানীয় একটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু চিকিৎসকদের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করে হাসপাতালে পৌঁছনোর আগেই তাঁর মৃত্যু হয়। চিকিৎসকেরা তাঁকে পরীক্ষা করে মৃত বলে ঘোষণা করেন। খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছয় স্থানীয় থানা ও উচ্চপদস্থ পুলিশ আধিকারিকরা। এই হত্যাকাণ্ডের নেপথ্যে ঠিক কী কারণ ছিল, তা খতিয়ে দেখতে গিয়ে গ্রেপ্তার করা হয় অভিযুক্ত তরুণী সঞ্চালিকা বসুকে। তবে তদন্ত এগোতেই পুলিশ জানতে পারে, ঘটনার সময় বা তার আগে-পরে ওই তরুণীর মা মৌমিতা বসুও সেখানে উপস্থিত ছিলেন বা পুরো ষড়যন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। মা ও মেয়ে মিলে এই অপরাধ ঘটিয়েছেন কিংবা তথ্য প্রমাণ লোপাটের চেষ্টা হয়েছে, এমন নানা সন্দেহ দানা বাঁধতে শুরু করে। এরপরই তদন্তকারী অফিসাররা মৌমিতা বসুকেও গ্রেপ্তার করেন।

দীপাবলিতে প্রদর্শনী ‘প্রকৃতির নিজস্ব আতসবাজি’র

নিজস্ব প্রতিবেদন: দেশজুড়ে দীপাবলির উদ্‌যাপন। রঙিন আলোর মালায় সেজে উঠেছে গ্রাম থেকে শহর। আতসবাজির রোশনাইয়ে ভরে ওঠে চারদিক। কিন্তু পৃথিবীও যে এক ‘অনন্য আতসবাজির প্রদর্শনী’ করে, সে সম্বন্ধে জানা ছিল কি? ভারতীয় মহাকাশচারী শুভাংশু শুক্লা মহাকাশ থেকে তারই একটি বিশেষ ভিডিয়ো শেয়ার করেছেন। প্রতি রাতে ‘পৃথিবীর গায়ে’ এমন ভাবে বিদ্যুতের ঝলকানি খেলে যায়, মহাকাশ থেকে তা দেখে মনে হয়, ঠিক যেন আতসবাজি ফাটিয়ে কেউ দীপাবলি উদ্‌যাপন করছেন!

সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুসারে, মহাকাশ স্টেশনটি যখন মেঘের উপর দিয়ে উড়ে যায়, তখন নীচের মেঘে বিদ্যুতের ঝলকানি দেখে মনে হয়, যেন চারদিকে আতসবাজি ফুটছে! এই কারণেই মহাকাশচারী শুভাংশু শুক্লা স্টেশনে থাকাকালীন এই ভিডিয়োটি তৈরি করতে পেরেছিলেন বলেও জানিয়েছেন। এক্স হ্যান্ডলে (সাবেক টুইটার) ভিডিয়োটি শেয়ার করতেই তা মুহূর্তে ভাইরাল হয়। আমাদের গ্রহের এমন অনন্য দীপাবলি উদ্‌যাপনের দৃশ্য দেখে স্তম্ভিত নেটাগরিকেরা। ভাইরাল ভিডিয়োটিতে ভালবাসার চিহ্ন এঁকে দিয়েছেন বহু সমাজমাধ্যম ব্যবহারকারী।





দীপাবলি বরাবরই আমার হৃদয়ের খুব কাছের এবং যত দূর মনে পড়ে, এটি আমার প্রিয় উৎসব। আলোর জাদু, ঝিকিমিকি আর আতসবাজির মধ্যে এমন কিছু একটা আছে, যা আমাকে অপার আনন্দ আর খুশিতে ভরিয়ে দেয়। মহাকাশে থাকাকালীন আমি এই ভিডিয়োটি রেকর্ড করেছিলাম। নীচের পৃথিবীতে বিদ্যুতের ঝলকানি দেখে আমি মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। মহাকাশ থেকে নীচের দিকে তাকিয়ে মনে হচ্ছিল, এ যেন প্রকৃতির নিজস্ব আতসবাজি।

— শুভাংশু শুক্লা

পোস্টটি শেয়ার করে শুভাংশু লিখেছেন, ‘দীপাবলি বরাবরই আমার হৃদয়ের খুব কাছের এবং যত দূর মনে পড়ে, এটি আমার প্রিয় উৎসব। আলোর জাদু, ঝিকিমিকি আর আতসবাজির মধ্যে এমন কিছু একটা আছে, যা আমাকে অপার আনন্দ আর খুশিতে ভরিয়ে দেয়। মহাকাশে থাকাকালীন আমি এই ভিডিয়োটি রেকর্ড করেছিলাম। নীচের পৃথিবীতে বিদ্যুতের ঝলকানি দেখে আমি মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। মহাকাশ থেকে নীচের দিকে তাকিয়ে মনে হচ্ছিল, এ যেন প্রকৃতির নিজস্ব আতসবাজি।’

ভিডিয়োয় তিনি দীপাবলি উপলক্ষে সকলকে শুভেচ্ছা এবং সকলের জন্য মঙ্গল কামনা করে লিখেছেন, ‘সত্যিই এক সুন্দর এবং অনন্য দৃশ্য। এই দৃশ্য মনে করিয়ে দেয়, মহাবিশ্ব তার নিজস্ব উপায়ে আলোকে উদ্‌যাপন করে। এই দৃশ্যটি শেয়ার করে নেওয়ার জন্য এর চেয়ে ভালো দিন আর হতে পারে না। আমার সকল বন্ধু এবং তাঁদের পরিবারকে শুভেচ্ছা। এই উৎসব আপনাদের ঘর ও হৃদয়কে আলো, সুখ, সুস্বাস্থ্য এবং সমৃদ্ধিতে ভরিয়ে দিক।’

নকশালমুক্ত বস্তারে সাফল্যের উদযাপন

বস্তার, ৮ নভেম্বর: নকশালবাদ দমনে পূর্বতন ইউপিএ সরকারের নীতিহীনতা ও নিষ্ক্রিয়তাকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রবিবার ছত্তিশগড়ের বস্তারে সুরক্ষাবাহিনীর সঙ্গে দীপাবলি উদযাপনের সময় তিনি স্পষ্ট জানান, বিগত সরকারগুলি নকশাল সমস্যাকে ‘দুরারোগ্য ব্যাধি’ হিসেবে দেগে দিয়ে দায় এড়িয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সঠিক নীতি ও সদিচ্ছার জোরে আর্থিক মেরুদণ্ড গুঁড়িয়ে দিয়েই মাওবাদী সন্ত্রাসের সম্পূর্ণ অবসান ঘটানো সম্ভব হয়েছে।

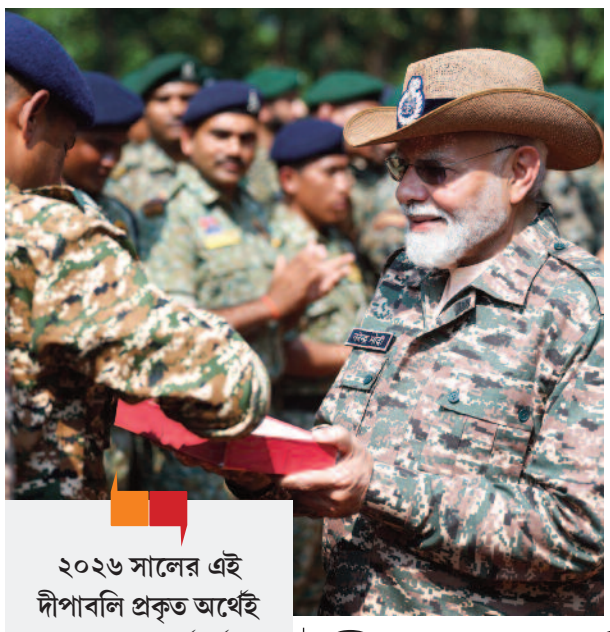
জওয়ানদের আত্মত্যাগের ইতিহাস স্মরণ করিয়ে দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘মাওবাদী সন্ত্রাস ও নকশালবাদের বিরুদ্ধে লড়াইটা একেবারেই সহজ ছিল না। এই নকশালরা সাধারণ মানুষের ভোটাধিকার পর্যন্ত কেড়ে নিয়েছিল। এক-একটি বছরেই প্রায় দু’হাজারটি পর্যন্ত নকশাল হামলার ঘটনা ঘটত। ২০১০ সালে পাশের দান্তেওয়াড়ায় নকশালদের সঙ্গে এনকাউন্টারে আমাদের সিআরপিএফের ৭৬ জন সাহসী জওয়ান শহিদ হয়েছিলেন। ওই একই বছর দান্তেওয়াড়ায় অপর এক নৃশংস হামলায় ৪৪ জন নিরীহ সাধারণ নাগরিক প্রাণ হারিয়েছিলেন। বীর জওয়ানদের রক্তে ভেসে গিয়েছিল এই মাটি।’

পূর্বতন শাসকদের উদাসীনতার দিকে আঙুল তুলে প্রধানমন্ত্রী ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, ‘সেই সময় রাজপ্রাসাদে বসে থাকা প্রভাবশালী নেতাদের মুখ থেকে একটিও যন্ত্রণার শব্দ শোনা যায়নি, তাঁদের চোখ থেকে এক ফোঁটাও জল পড়েনি। বছরের পর বছর প্রায় প্রতিদিনই দেশের কোথাও না কোথাও এ ধরনের রক্তাক্ত হামলা চলত। কয়েক দশকে কেবল ছত্তিশগড়েই এক হাজারের বেশি সুরক্ষাকর্মী শহিদ হয়েছিলেন। ২০০৪ থেকে ২০১৩ সালের সরকারি পরিসংখ্যান দেখলেই বোঝা যাবে, প্রতি বছর যতজন নকশাল খতম হতো, তার চেয়ে অনেক বেশি সংখ্যায় শহিদ হতেন আমাদের বীর জওয়ানেরা। দুর্ভাগ্যজনক ভাবে, তৎকালীন সরকারগুলি নকশালবাদকে এক নিরাময়হীন ব্যাধি বলে ধরে নিয়ে হাত গুটিয়ে বসেছিল। শত্রুর সামনে ‘এভাবেই সব চলবে’ এমন মনোভাব নিয়ে কোনও সার্বভৌম রাষ্ট্র টিকে থাকতে পারে না।’

কড়া সিদ্ধান্ত ও নকশালদের কোমর ভেঙে দেওয়ার কৌশল ব্যাখ্যা করে নরেন্দ্র মোদী বলেন, ‘সাফল্যের জন্য সঠিক উদ্দেশ্য ও সঠিক নীতি অপরিহার্য। জাতীয় সুরক্ষার স্বার্থে আমরা একের পর এক অত্যন্ত কঠোর সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এমন বহু পদক্ষেপও নেওয়া হয়েছে যা সাধারণ মানুষের এখনও অগোচরে রয়ে গেছে। এই সমস্ত সিদ্ধান্তের ফলেই নকশাল ও বিচ্ছিন্নতাবাদীদের যাবতীয় আর্থিক জোগান বা ফান্ডিংয়ের উৎসে সরাসরি আঘাত হানা গেছে। জাল নোটের বিশাল নেটওয়ার্ক সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। এর ফলে শুধু তাদের আর্থিক মেরুদণ্ডই ভাঙেনি, অস্ত্রের জোগান ও সামগ্রিক সরবরাহ ব্যবস্থাও সম্পূর্ণ স্তব্ধ হয়ে গেছে। যার সরাসরি প্রভাবে নকশালদের নতুন নিয়োগ ও অবাধ গতিবিধিতে স্থায়ী তালা ঝুলেছে।’ সঠিক রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও জওয়ানদের পরাক্রমের ফলেই আজ গোটা দেশ মাওবাদী সন্ত্রাস মুক্ত হয়েছে বলে দৃঢ়তার সঙ্গে জানান প্রধানমন্ত্রী।

রবিবার ছত্তিশগড়ের বস্তারের করণপুরে অবস্থিত সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্সের (সিআরপিএফ) বিশেষ কম্যান্ডো বাহিনী ‘কোবরা’র অপারেশনাল ঘাঁটিতে পৌঁছন তিনি। একদা মাওবাদীদের শক্ত ঘাঁটি ও শীর্ষ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত সেই ঐতিহাসিক ভূমিতে দাঁড়িয়ে জওয়ানদের মিষ্টিমুখ করিয়ে বীর সেনানীদের অদম্য ত্যাগকে কুর্নিশ জানান প্রধানমন্ত্রী।

করণপুরের এই বিশেষ কোবরা ঘাঁটিটি বস্তার ও অবুঝমাড়ের গভীর জঙ্গলে নকশালবিরোধী সফল অভিযানের অন্যতম প্রধান লঞ্চ প্যাড এবং রণকৌশল কেন্দ্র হিসেবে কাজ করেছিল। সেখানে মোতায়েন নিরাপত্তা কর্মীদের উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘আপনারা প্রত্যেকে আমার পরিবারের অবিচ্ছেদ্য অংশ। প্রতি বছরের মতো এবারও আমি জওয়ানদের সঙ্গে দীপাবলি উদযাপন করতে সরাসরি বস্তারের গভীর অরণ্যভূমিতে এসেছি। এটি এমন এক ভূমি, যা একসময় নকশাল সন্ত্রাসের ভয়াবহ আতঙ্কে নিমজ্জিত ছিল। কিন্তু আপনাদের নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগ, বীরত্ব এবং অটল নিষ্ঠার ফলেই আজ এই বিস্তীর্ণ অঞ্চল থেকে নকশালবাদের কালো ছায়া চিরতরে দূরীভূত হয়েছে এবং সূচিত হয়েছে উন্নয়নের নতুন জোয়ার।’ নকশালবাদ দমনে ঐতিহাসিক সাফল্যের কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আবেগঘন কণ্ঠে ঘোষণা করেন, ‘২০২৬ সালের এই দীপাবলি প্রকৃত অর্থেই অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও ঐতিহাসিক। বিগত ৪০ থেকে ৫০ বছরের দীর্ঘ লড়াইয়ের পর আজ আপনাদের জীবনে এবং গোটা জাতির জীবনে এমন এক অনন্য দীপাবলি এসেছে। দেশের ইতিহাসে এটিই প্রথম দীপাবলি, যখন ভারত নকশাল ও মাওবাদী সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে দীর্ঘ কয়েক দশকের লড়াইয়ে চূড়ান্ত জয়লাভ করেছে। এটিই প্রথম দীপাবলি, যখন দেশের প্রতিটি জেলা নকশালমুক্ত হিসেবে আলোর উৎসবে মেতে উঠেছে।





২০২৬ সালের এই দীপাবলি প্রকৃত অর্থেই অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও ঐতিহাসিক। বিগত ৪০ থেকে ৫০ বছরের দীর্ঘ লড়াইয়ের পর আজ আপনাদের জীবনে এবং গোটা জাতির জীবনে এমন এক অনন্য দীপাবলি এসেছে। দেশের ইতিহাসে এটিই প্রথম দীপাবলি, যখন ভারত নকশাল ও মাওবাদী সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে দীর্ঘ কয়েক দশকের লড়াইয়ে চূড়ান্ত জয়লাভ করেছে। এটিই প্রথম দীপাবলি, যখন দেশের প্রতিটি জেলা নকশালমুক্ত হিসেবে আলোর উৎসবে মেতে উঠেছে। কোটি কোটি দেশবাসী দীর্ঘ কয়েক দশক পর নকশালবাদের ভয় ও আতঙ্ক থেকে চিরতরে মুক্ত হয়ে আজ নিঃশঙ্কচিত্তে এই মহোৎসব পালন করছেন।

— নরেন্দ্র মোদী

সীমান্তরক্ষী জওয়ানদের সঙ্গে দীপাবলি পালন শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, হিঙ্গলগঞ্জ: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর রীতি অনুসরণ করে সীমান্তরক্ষী জওয়ানদের সঙ্গে দীপাবলির আনন্দ ভাগ করে নিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে প্রথম দীপাবলিতে উত্তর ২৪ পরগনার হিঙ্গলগঞ্জে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে বিএসএফের ৭৪ নম্বর ব্যাটালিয়নের ক্যাম্পে পৌঁছে যান তিনি। কর্তব্যরত জওয়ানদের সঙ্গে প্রদীপ জ্বালিয়ে, ফুল ও মিষ্টি দিয়ে উৎসবের শুভেচ্ছা বিনিময় করেন মুখ্যমন্ত্রী। বাড়ি-পরিবার ছেড়ে দেশের নিরাপত্তায় নিয়োজিত জওয়ানদের পাশে দাঁড়িয়ে তাঁদের মনোবল বাড়ানোর বার্তাও দেন তিনি।

সফরে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন রাজ্য পুলিশের ডিজি সিদ্ধিনাথ গুপ্তা। বিএসএফের জওয়ানদের উদ্দেশে বক্তব্য রাখতে গিয়ে পূর্ববর্তী সরকারের আমলে সীমান্তরক্ষী বাহিনীর সঙ্গে রাজ্য সরকারের সম্পর্ক ও আচরণ নিয়ে দুঃখপ্রকাশ করেন শুভেন্দু। তাঁর স্পষ্ট বার্তা, সীমান্ত সুরক্ষার প্রশ্নে কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে কোনও দূরত্ব রাখা হবে না। বিএসএফের সঙ্গে পূর্ণ সমন্বয় বজায় রেখেই কাজ করবে বর্তমান সরকার।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর রীতি অনুসরণ করে সীমান্তরক্ষী জওয়ানদের সঙ্গে দীপাবলির আনন্দ ভাগ করে নিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে প্রথম দীপাবলিতে উত্তর ২৪ পরগনার হিঙ্গলগঞ্জে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে বিএসএফের ৭৪ নম্বর ব্যাটালিয়নের ক্যাম্পে পৌঁছে যান তিনি। কর্তব্যরত জওয়ানদের সঙ্গে প্রদীপ জ্বালিয়ে, ফুল ও মিষ্টি দিয়ে উৎসবের শুভেচ্ছা বিনিময় করেন মুখ্যমন্ত্রী।

সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণের ক্ষেত্রে জমি অধিগ্রহণের সমস্যা দ্রুত মেটানোর আশ্বাস দেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর বক্তব্য, দেশের সীমান্ত সুরক্ষায় বিএসএফের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই বেড়া নির্মাণের কাজে প্রশাসনিক জটিলতা দূর করতে রাজ্য সরকার সক্রিয় পদক্ষেপ করবে। সীমান্ত নিরাপত্তা জোরদার করতে পুলিশ ও বিএসএফের মধ্যে সমন্বয় বৃদ্ধি এবং জরুরি পরিষেবার ১১২ নম্বর ব্যবস্থাকে আরও কার্যকর করার কথাও জানান তিনি।

মুখ্যমন্ত্রীর এই সফরে সীমান্ত সুরক্ষায় রাজ্য সরকারের নতুন অবস্থানের বার্তা যেমন উঠে এল, তেমনই উৎসবের দিনে জওয়ানদের পাশে দাঁড়িয়ে তাঁদের প্রতি সম্মান ও সংহতির বার্তাও দিলেন শুভেন্দু অধিকারী।

আমেরিকায় আলোর উৎসবে ট্রাম্প-সমর্থকদের হিন্দু-বিদ্বেষ

ওয়াশিংটন, ৮ নভেম্বর: আমেরিকার সিয়াটলে দীপাবলির উদ্‌যাপনে বিঘ্ন ঘটানোর চেষ্টা করল উগ্র দক্ষিণপন্থী গোষ্ঠী তথা ট্রাম্প সমর্থনকারী ‘মাগা’র কর্মীরা। স্থানীয় সময় অনুযায়ী শনিবার ওই অনুষ্ঠানে ধর্মীয় বিদ্বেষের প্ল্যাকার্ড হাতে সদলবলে ঢুকে গোলমাল পাকানোর চেষ্টা করেন কট্টর দক্ষিণপন্থী মার্কিন সমাজকর্মী জেক ল্যাং। তাঁদের হাতের প্ল্যাকার্ডে কপালে টিপ, সিঁদুর বা তিলক পরা ভারতীয় ও হিন্দুদের উদ্দেশে অবমাননাকর শব্দ ব্যবহার করে সবাইকে দেশ থেকে বিতাড়নের দাবি জানানো হয়েছিল। তবে অনুষ্ঠানস্থলে উপস্থিত মানুষজনই তাঁদের রুখে দেন।

ঘটনার পরেই সমাজমাধ্যম ‘এক্স’ সেই বিশৃঙ্খলার ছবি পোস্ট করে হিন্দুদের উদ্দেশে অশ্রাব্য গালিগালাজ করেন ল্যাং। টেক্সাসে ডেমোক্র্যাটদের জয়ের নেপথ্যে হিন্দুরাই দায়ী বলে অভিযোগ তোলেন তিনি। নিজের পোস্টে ল্যাং লেখেন, ‘সিয়াটলের দীপাবলি উৎসবে ডজনখানেক অ্যান্টিফা (বামপন্থী ফ্যাসিবাদ-বিরোধী গোষ্ঠী) এবং হিন্দুরা আমাদের ওপরে চড়াও হয়েছিল! আমার ধারণা, আমাদের প্ল্যাকার্ড ওদের পছন্দ হয়নি! হিন্দুরাই টেক্সাসকে ‘নীল’ (ডেমোক্র্যাটদের রঙ) করেছে।’ উল্লেখ্য, সদ্যসমাপ্ত মার্কিন মিডটার্ম বা মধ্যবর্তী নির্বাচনে টেক্সাসে সেনেট এবং গভর্নর, দুই আসনেই জয় পেয়েছে ডেমোক্র্যাটরা। সেনেট আসনে জিতেছেন জেমস তালারিকো এবং গভর্নর হয়েছেন জিনা হিনোজোসা। কানসাস ও টেক্সাসের মতো প্রদেশে ডেমোক্র্যাটদের এই উত্থানের পরেই ভোটে কারচুপির অভিযোগ তুলেছেন ল্যাং। ২০২১ সালের ৬ জানুয়ারি মার্কিন ক্যাপিটল হামলার বর্ষপূর্তির ঠিক আগে, আগামী ২০২৭ সালের ৩ জানুয়ারি এই নির্বাচনী ফলাফলের শংসাপত্র দেওয়ার প্রতিবাদে ওয়াশিংটন ডিসির ক্যাপিটল ভবন অভিযানের ডাকও দিয়েছেন তিনি।

‘হোয়াইট রিপ্লেসমেন্ট’ নামে একটি সংগঠনের প্রধান এই জেক ল্যাং ২০২১ সালের ৬ জানুয়ারি মার্কিন ক্যাপিটলে হামলার অন্যতম অভিযুক্ত ছিলেন। সেই ঘটনায় চার বছর জেল খাটার পর ২০২৫ সালে ডোনাল্ড ট্রাম্প দ্বিতীয় বার মার্কিন প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নেওয়ার প্রথম দিনেই তাঁকে ক্ষমা (পার্ডন) করে দেন।

তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে, সিয়াটলের এই ঘটনার কিছু দিন আগেই শিকাগোর কাছে একটি হিন্দু মন্দিরে নির্বিচারে গুলি চালিয়ে গণহত্যার ছক কষার অভিযোগে আলেকজান্দ্রোস পাপোরাকিস নামে ১৯ বছরের এক তরুণকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। নাৎসি মতাদর্শে বিশ্বাসী ওই দক্ষিণপন্থী তরুণ মন্দিরে হামলার বিস্তারিত ছক কষেছিল বলে অভিযোগ। পর পর এমন ঘটনায় প্রবাসী ভারতীয়দের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে।

যদিও সিয়াটলের এই অপ্রীতিকর ঘটনার ঠিক আগেই হোয়াইট হাউসের ওভাল অফিসে প্রবাসী ভারতীয় প্রযুক্তি শিল্পোদ্যোগী বিশাল গোন্দল, শেফ বিকাশ খন্না ও অন্যদের সঙ্গে প্রদীপ জ্বালিয়ে দীপাবলি উদ্‌যাপন করেন খোদ মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। অনুষ্ঠানে ট্রাম্পের হাতে ‘হনুমান চালিশা’-র একটি প্রতিলিপিও তুলে দেওয়া হয়। অন্য দিকে, ওয়াশিংটন প্রদেশের গভর্নর বব ফার্গুসনও অলিম্পিয়ার প্রাদেশিক আইনসভা ভবনে ভারতীয় কনসাল জেনারেল এবং সেনেটর মানকা ধিংড়ার সঙ্গে দীপাবলি পালন করেন। ফার্গুসন ‘এক্সে’ জানিয়েছেন, চলতি রবিবারটিকে তিনি ওয়াশিংটন প্রদেশে আনুষ্ঠানিক ভাবে ‘আলোর উৎসব দীপাবলি’ হিসেবে ঘোষণা করেছেন। গত এক দশকে তাঁদের প্রদেশেই ভারতীয় বংশোদ্ভূত মার্কিন নাগরিকের সংখ্যা দেশের মধ্যে সব চেয়ে দ্রুত হারে বেড়েছে এবং প্রদেশের উন্নয়নে তাঁদের বিপুল অবদান রয়েছে বলেও গর্ব প্রকাশ করেন গভর্নর।

মামলায় নাম অভিষেকের, কালীঘাটের অশান্তিতে পুলিশকে মেরে গ্রেপ্তার দুই

নিজস্ব প্রতিবেদন: শুক্রবার রাত থেকে শুরু করে শনিবার দিনভর তৃণমূল সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মদিনের জমায়েতকে কেন্দ্র করে রণক্ষেত্রের চেহারা নিয়েছিল কালীঘাট। পরিস্থিতি সামাল দিতে স্বয়ং ময়দানে নামতে হয় তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। এদিকে শুক্রবার রাতের এই চাঞ্চল্যকর ঘটনায় ইতিমধ্যেই স্বতঃপ্রণোদিত জোড়া মামলা দায়ের করেছে কালীঘাট থানার পুলিশ, যার একটিতে নাম রয়েছে ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেকেরও। পাশাপাশি পুলিশকর্মীকে চড় মারার অভিযোগে ঘটনাস্থল থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে দু’জনকে।

পুলিশ সূত্রে খবর, ৭ নভেম্বর ছিল অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মদিন। সেই উপলক্ষেই শুক্রবার রাত থেকে তাঁর কালীঘাটের বাসভবনের সামনে জমায়েত হতে শুরু করেন অনুগামীরা। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, ঠিক সেই সময়েই ওই পথ দিয়ে কালী প্রতিমা নিয়ে যাচ্ছিলেন স্থানীয় কিছু বিজেপি কর্মী-সমর্থক। তখনই দুই শিবিরের মুখোমুখি সংঘর্ষ বেধে যায়। শুরু হয় তপ্ত বাকবিতণ্ডা। অভিষেকের কাটআউট ও ব্যানার ছেঁড়ার পাশাপাশি তোলা হয় ‘চোর’ স্লোগান। বাধা দিতে গেলে পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে যায় এবং প্রবল হাতাহাতি শুরু হয়।

খবর পেয়ে কালীঘাট থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা চালায়। উত্তেজনা চলাকালীনই বাড়ি থেকে বের হয়ে আসেন স্বয়ং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁকে সামনে পেয়ে ফের একপ্রস্থ স্লোগান-পাল্টা স্লোগানে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এলাকা। নিরাপত্তাজনিত কারণে পুলিশ অভিষেককে ভেতরে চলে যেতে অনুরোধ জানালেও তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন এবং কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে রাস্তার ওপরেই ধর্নায় বসে পড়েন। অভিষেকের অভিযোগ, ‘পুলিশের সামনেই দুষ্কৃতীরা তণ্ডবলীলা চালিয়েছে।’ রাতভর এই নাটকীয় পরিস্থিতির পর অবশেষে সকাল ৬টা নাগাদ তিনি ঘরে ফেরেন। ঘটনায় কালীঘাট থানায় তিনটি পৃথক মামলা রুজু হয়। পুলিশকে চড় মারার অভিযোগে সিসিটিভি ফুটেজ দেখে দু’জনকে শনাক্ত করে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। বাকি অভিযুক্তদের চিহ্নিত করার কাজ চলছে। পাশাপাশি, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় স্বয়ং অজ্ঞাতপরিচয় বিজেপি কর্মীদের বিরুদ্ধে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। পালটা কয়েকজন বিজেপি কর্মীও অভিষেকের বিরুদ্ধে এফআইআর করেছেন।

অভিষেককে চড় মারা সেই দেবাশিসের রহস্যমৃত্যু, ফাইল খুলতে চলেছে পুলিশ

দেবাশিস দে ● কলকাতা



২০১৫ সালের ৪ জানুয়ারি। পূর্ব মেদিনীপুরের চণ্ডীপুরে তৃণমূলের এক প্রকাশ্য সভায় তৎকালীন যুব তৃণমূল সভাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে মঞ্চে উঠে সপাটে চড় মেরে রাতারাতি রাজ্য রাজনীতিতে চর্চার কেন্দ্রে চলে এসেছিলেন পঁচিশ বছরের যুবক দেবাশিস আচার্য। সেই ঘটনার পর প্রায় এক দশক পেরিয়ে গেলেও দেবাশিসকে ঘিরে রাজনৈতিক বিতর্ক ও রহস্য আজও থামেনি। বরং ২০২১ সালে তাঁর আকস্মিক ও অস্বাভাবিক মৃত্যু নিয়ে ফের তোলপাড় শুরু হয়েছে রাজ্য প্রশাসনে। অভিযোগ উঠেছে, নিছক সড়ক দুর্ঘটনা নয়, পুরনো আক্রোশের জেরেই পরিকল্পিতভাবে খুন করা হয়েছিল তাঁকে। এবার সেই বিতর্কিত মৃত্যুর ফাইল পুনর্তদন্তের দাবি নিয়ে তৎপরতা শুরু করল রাজ্য পুলিশ।

চণ্ডীপুরের ঘটনার পর মঞ্চেই তৃণমূল কর্মীদের হাতে বেধড়ক মার খেয়েছিলেন দেবাশিস। পরবর্তীতে পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করলেও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আবেদনে জামিন পান তিনি। রাজনৈতিক টানাপোড়েনের ইতি সেখানেই হয়নি। ২০২০ সালে তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে বিজেপিতে যোগ দেন। এর ঠিক পরের বছর, ২০২১ সালের ১৬ জুন রাতে বন্ধুদের সঙ্গে তমলুকের সোনাপেটা টোল প্লাজার কাছে আড্ডা দেওয়ার সময় একটি রহস্যময় ফোন পেয়ে বেরিয়ে যান দেবাশিস। পরদিন ভোররাতে কোলাঘাট-হলদিচাক জাতীয় সড়কের পাশ থেকে রক্তাক্ত ও অচৈতন্য অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করেন জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের কর্মীরা। তমলুক জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। মাথা ও গলায় গুরুতর আঘাতের চিহ্ন দেখে পরিবারের পক্ষ থেকে সরাসরি খুনের অভিযোগ তোলা হয়েছিল। তৎকালীন সময়ে তদন্তভার সিআইডির হাতে গেলেও রহস্যের কিনারা হয়নি বলেই অভিযোগ বিরোধীদের।

সম্প্রতি মানবাধিকার সংগঠন 'হিউম্যান রাইটস বিয়ন্ড ফ্রন্টিয়ার্স ফাউন্ডেশন'-এর পক্ষ থেকে এই অস্বাভাবিক মৃত্যুর নিরপেক্ষ তদন্তের আবেদন জানানো হয়। হিন্দু সংহতির রাজ্য সভাপতি শান্তনু সিংহ এদিন কলকাতায় জানান, তাঁদের জমা দেওয়া আবেদনের ভিত্তিতে রাজ্য পুলিশ ও রাজ্য গোয়েন্দা দপ্তরের পক্ষ থেকে সম্প্রতি তাঁদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করা হয়েছে। প্রশাসনের এই ইতিবাচক পদক্ষেপে তাঁরা নতুন করে আশার আলো দেখতে শুরু করেছেন। শান্তনুবাবুর দাবি, দীর্ঘদিন ধরে ধামাচাপা পড়ে থাকা এই রহস্যজনক সড়ক দুর্ঘটনার পেছনে কোনো গভীর রাজনৈতিক চক্রান্ত ছিল কি না, তা এবার বিশদে খতিয়ে দেখার প্রক্রিয়া শুরু হতে চলেছে। কলকাতার রাজনৈতিক অলিন্দে এই পুনর্তদন্তের সম্ভাবনা নতুন করে উত্তাপ বাড়িয়েছে। চণ্ডীপুরের সেই বহুচর্চিত চড় এবং পরবর্তী সময়ে পথদুর্ঘটনায় মৃত্যু; দুটো ঘটনার মধ্যে কোনো যোগসূত্র ছিল কি না, তা নিয়ে এখনও প্রশ্ন তুলছেন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা। এখন দেখার, পুলিশ ও গোয়েন্দা দপ্তরের যৌথ তৎপরতায় বন্ধ ফাইল খুলে শেষ পর্যন্ত এই রহস্যমৃত্যুর আসল সত্য প্রকাশ্যে আসে কি না।



নব যুবক সংঘের মণ্ডপে (ফাটাকেষ্ট) দর্শনার্থীদের ভিড়।

বামেদের বুকস্টলে আক্রমণ প্রসঙ্গে বামপন্থাকে নিশানা পঞ্চায়েতমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বামেদের বুকস্টল সংস্কৃতি এবং তার প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে তীব্র কটাক্ষ ও সমালোচনা করলেন রাজ্যের পঞ্চায়েত মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ। সম্প্রতি রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় বামপন্থী বুকস্টল ভাঙচুর হওয়ার যে অভিযোগ সিপিএম তথা বাম নেতৃত্ব তুলছিল, তাকে কার্যত উড়িয়ে দিয়ে রবিবার কালীপুজোর দিন তীব্র কটাক্ষ করেন তিনি। এই প্রসঙ্গে মন্ত্রী দিলীপ ঘোষের দাবি, বামপন্থীদের বুকস্টলে আজকাল আর কেউ বই পড়তে যান না, এমনকী বামেরা নিজেরাও এখন আর পড়াশোনা করেন না। এই মন্তব্যের পাশাপাশি বামপন্থীদের এদেশ ছেড়ে বাংলাদেশে চলে যাওয়ারও পরামর্শ দেন তিনি। এদিন কালীপুজোর একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে দিলীপ ঘোষ বামেদের কড়া ভাষায় আক্রমণ করেন। বুকস্টল ভাঙচুরের অভিযোগকে প্রচার পাওয়ার সস্তা কৌশল হিসেবে উল্লেখ করে তিনি বলেন, কেউ বাধা দেয়নি। নিজেরা

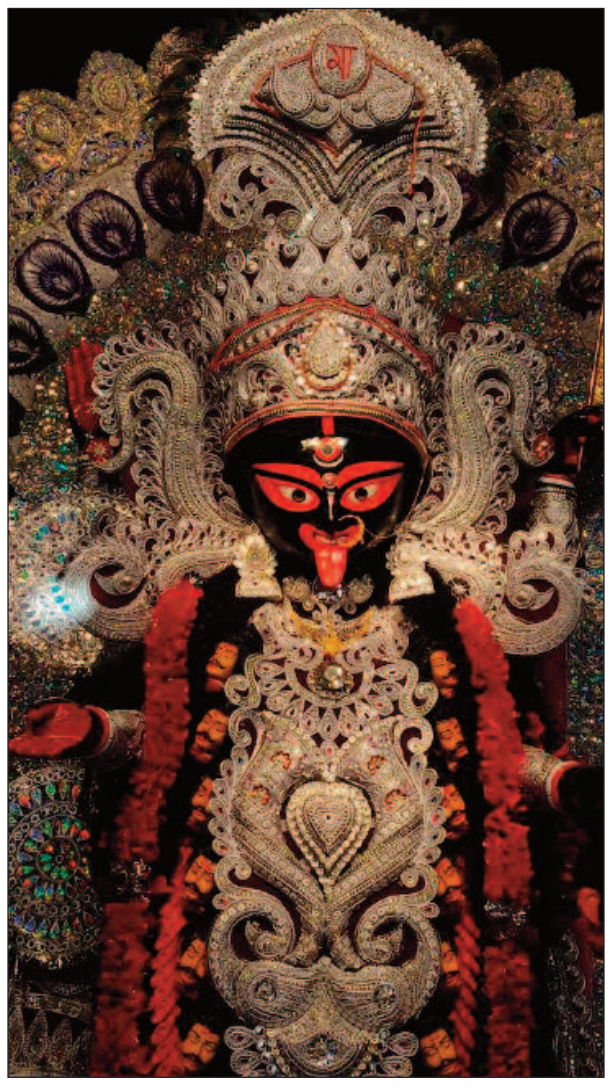


গন্ডগোল করে খবরে আসার চেষ্টা করছেন। এরপরই বামেদের পাঠকসংখ্যা ও বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন তুলে তিনি বলেন, এই যে বামপন্থীরা, তাঁদের বুক স্টলে কে বই পড়ে? তাঁরা নিজেরাও পড়ে না। সাধারণ মানুষও পড়ে না। ওরকম মিউজিয়াম করে রেখে কী লাভ। নিজের দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনের অভিজ্ঞতা টেনে মন্ত্রী অভিযোগ করেন যে, অতীতে তাঁদের রাষ্ট্রবাদী ভাবধারার বুকস্টল তৈরি করতে দেওয়া হত না। বাম আমলের সেই দিনগুলির কথা মনে করিয়ে দিয়ে তিনি বলেন, আমার তো মনে আছে আমি ৪০ থেকে ৪৫ বছর রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম। জাতীয়তাবাদী বুক স্টল করতে গেলে একটা বাঁশ পর্যন্ত পুঁততে দিত না। কোনদিন একটা স্টল করতে দেয়নি। আজ এসব কথা বলছে।

রবিবার বামেদের সমর্থন করা কিছু বুদ্ধিজীবী ও প্রগতিশীলদেরও নিশানা করেন দিলীপ ঘোষ। তাঁর মতে, বিশ্ব রাজনীতি থেকে যেখানে বামপন্থা মুছে গিয়েছে, সেখানে এ রাজ্যে তাদের আঁকড়ে ধরে রাখার কোনও মানে হয় না। বামেদের তীব্র খোঁচা দিয়ে তিনি বলেন, ওদের প্রতি কোনও মায়া-মমতা নেই। সারা দুনিয়ার লোক তাঁদের উপড়ে ফেলে দিয়েছে। আমরা কেন ওদের মিউজিয়ামে রাখব? পরিশেষে এ রাজ্যে বামেদের আর কোনও জায়গা নেই দাবি করে তিনি বলেন, যেখানে জায়গা আছে, বাংলাদেশে চলে যাক।

শিশির মঞ্চে অনুষ্ঠিত হৃদয়পুর নান্দনিক ক্লাসিক্যাল ডান্স অ্যান্ড মিউজিক ফেস্টিভ্যাল

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভারতীয় শাস্ত্রীয় নৃত্যের ঐতিহ্য উদ যাপন করে কলকাতার শিশির মঞ্চে অনুষ্ঠিত হল হৃদয়পুর নান্দনিক ক্লাসিক্যাল ডান্স অ্যান্ড মিউজিক ফেস্টিভ্যালের তৃতীয় সংস্করণ। হৃদয়পুর নান্দনিকের উদ্যোগে আয়োজিত এই উৎসবে একশোরও বেশি শিল্পী অংশগ্রহণ করেন। এবারের উৎসব কিংবদন্তি ওডিশি গুরু কেলুচরণ মহাপাত্রের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। বিকেলের অনুষ্ঠানে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত নৃত্যপ্রতিষ্ঠানের নবীন ও উদীয়মান শিল্পীরা ভরতনাট্যম, কথক ও ওডিশি-সহ বিভিন্ন শাস্ত্রীয় নৃত্যধারার পরিবেশনা উপস্থাপন করেন। হৃদয়পুর নান্দনিকের নবীন শিক্ষার্থীরাও এই পর্বে অংশ নেয়। বিভিন্ন নৃত্যধারার বৈচিত্র্যময় পরিবেশনায় প্রেক্ষাগৃহ দর্শকে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। তরুণ শিল্পীদের জন্য এই মঞ্চ ছিল নিজেদের প্রতিভা ও শিল্পসাধনা তুলে ধরার এক মূল্যবান সুযোগ। সন্ধ্যায় উপস্থিত ছিলেন ড. সুব্রত গুপ্ত, প্রাক্তন আইএএস আধিকারিক ও পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর বর্তমান উপদেষ্টা, এবং ড. সৌমিত্র মোহন, আইএএস, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সচিব। সরোদশিল্পী পণ্ডিত দেবজ্যোতি বসু, গুরু মোনালিসা ঘোষ ও গুরু রীনা জানাকে ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীত, নৃত্য ও সংস্কৃতিতে তাঁদের অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ সম্মানিত করা হয়। সন্ধ্যার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সূচনা হয় হৃদয়পুর নান্দনিকের পরিবেশিত ওডিশি 'শান্তাকরণম মঙ্গলাচরণ' এবং 'নবদুর্গা' দিয়ে। হৃদয়পুর নান্দনিকের কর্ণধার গুরু জয়তী বসু ও গুরু প্রশান্ত কুমার সাহু হৃদয়পুর নান্দনিকের সিনিয়র শিক্ষার্থীদের সঙ্গে একই মঞ্চে এই নৃত্যরচনা পরিবেশন করেন।



কালীঘাট তরুণ সংঘের প্রতিমা। *ছবি: অদিতি সাহা*

পারিবারিক বিবাদের জেরে ভাইকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে খুনের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কোচবিহার: পারিবারিক বিবাদের জেরে নিজের ভাইকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে খুনের অভিযোগ উঠল দাদার বিরুদ্ধে। এই মর্মান্তিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে কোচবিহারের দেওয়ানহাট এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ঘটনায় এলাকাজুড়ে শোক ও আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে।

রবিবার স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, পারিবারিক বিষয়কে কেন্দ্র করে দুই ভাইয়ের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরেই বিবাদ চলছিল। সেই বিবাদের জেরেই এদিন পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। অভিযোগ, বচসার সময় ধারালো অস্ত্র নিয়ে ভাইয়ের উপর হামলা চালায় দাদা। অস্ত্রের আঘাতে গুরুতর জখম হন ওই ব্যক্তি। পরে তাঁর মৃত্যু হয়। ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। ইতিমধ্যেই এই ঘটনায় তিনজনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে পুলিশ বলে জানা গিয়েছে। অন্যদিকে, মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কোচবিহার মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। দুই ভাইয়ের মধ্যে বিবাদের প্রকৃত কারণ কী, এই হামলা পূর্বপরিকল্পিত ছিল কি না এবং ঘটনার পিছনে অন্য কারওর ভূমিকা রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। পারিবারিক বিবাদের এমন মর্মান্তিক পরিণতিতে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত চালাচ্ছে পুলিশ।

বিসর্জনের জন্য আজ থেকে বুধবার কলকাতায় নিয়ন্ত্রিত হবে চক্ররেল পরিষেবা

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: আজ থেকে বুধবার পর্যন্ত কলকাতার বিভিন্ন গঙ্গার ঘাটে কালী প্রতিমা নিরঞ্জনকে কেন্দ্র করে তিন দিন কলকাতার চক্ররেল পরিষেবায় বড়সড় রদবদল করার কথা জানাল পূর্ব রেল। আজ সোমবার, মঙ্গলবার এবং বুধবার, এই তিন দিন বিকেল ৪টে থেকে শুরু করে পরদিন ভোর ৫টা পর্যন্ত চক্ররেল চলাচল সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হবে বলেই একটি নির্দেশিকায় জানাল পূর্ব রেল কর্তৃপক্ষ। বাগবাজার থেকে বাবুঘাট পর্যন্ত চক্র রেলের মূল লাইনের সুরক্ষা এবং সাধারণ মানুষের যাতায়াতের সুবিধার্থে বেশ কিছু ট্রেনের যাত্রাপথ ছোট করা হল, আবার কোনো কোনো ট্রেন চালানো হবে সম্পূর্ণ ঘুরপথে। এইক্ষেত্রে পূর্ব রেল সূত্রের খবর, উৎসবের মরশুমে গঙ্গাবক্ষে প্রতিমা বিসর্জনের জন্য বাবুঘাট এবং তার আশেপাশের ঘাটগুলিতে লক্ষাধিক মানুষের ঢল নামে। এই ঘাটগুলিতে পৌঁছনোর জন্য পুণ্যার্থীদের অনিচ্ছাকৃতভাবেই রেললাইন পারাপার করতে হয়, যা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ ঘটনা হয়ে দাঁড়ায়। এই বিষয়ে পূর্ব রেলের এক উচ্চপদস্থ আধিকারিক বলেন, রাজ্য সরকারের বিশেষ অনুরোধ ও সাধারণ মানুষের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখেই ট্রেন পরিষেবা সাময়িকভাবে নিয়ন্ত্রণের এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পূর্ব রেলের এই সিদ্ধান্তের ফলে বারাসত, নৈহাটি এবং দত্তপুকুর থেকে মাঝেরহাট ও বালিগঞ্জগামী ডাউন লাইনের তিনটি লোকাল ট্রেন তাদের নিয়মিত গন্তব্যের বদলে শুধুমাত্র টালা স্টেশন পর্যন্ত যাতায়াত করবে। একইভাবে হাবড়া, ব্যারাকপুর ও বারাসাতগামী আপ লাইনের তিনটি লোকাল ট্রেন মাঝেরহাট বা বালিগঞ্জের পরিবর্তে টালা স্টেশন থেকেই রওনা দেবে।

কালীপুজোর পরই দক্ষিণবঙ্গ জুড়ে বৃষ্টির পূর্বাভাস, ভাইফোঁটাতেও দুর্যোগের সম্ভাবনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কালীপুজোর আবহে মন খারাপের বার্তা আলিপুর আবহাওয়া অফিসের। কালীপুজোর মেজাজে গা ভাসিয়ে রাজ্যজুড়ে যে মনোরম শীতের শিরশিরানি অনুভূত হচ্ছিল, তা স্থায়ী হবে না। আবহাওয়াবিদরা স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন শীত আসতে এখনও বেশ খানিকটা দেরি রয়েছে। সম্প্রতি পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলি থেকে শুরু করে মহানগরে যে পারদ পতন ঘটেছে, তা নেহাতই সাময়িক। আগামী সপ্তাহ থেকেই পাল্টাতে চলেছে আবহাওয়ার রূপরেখা। কালীপুজোর পরই আজ থেকে বুধবার পর্যন্ত কলকাতা সহ গোটা রাজ্যজুড়ে বৃষ্টি ও বজ্রপাতের জোর সম্ভাবনা রয়েছে। ভেস্তে যেতে পারে ভাইফোঁটার আনন্দও।



রবিবার অবশ্য সকাল থেকেই মহানগরে রোদের আমেজ ছিল। ভোরের দিকে ঠান্ডা হাওয়া ও কম তাপমাত্রার কারণে বাঁকুড়া, পুরুলিয়া কিংবা বীরভূমের মতো জেলাগুলিতে ইতিমধ্যেই গায়ে সোয়েটার বা চাদর চাপাতে দেখা গিয়েছে বাসিন্দাদের। চলতি মরশুমে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা নেমে দাঁড়ায় ২১.২ ডিগ্রি সেলসিয়াসে, যা স্বাভাবিক। শহরের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছিল ৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াস। বাঁকুড়া-পুরুলিয়ার মতো পশ্চিমাঞ্চলের পারদ একধাক্কায় নেমে গিয়েছিল ১৭-১৮ ডিগ্রির ঘরে। তবে এই সাময়িক স্বস্তি দীর্ঘস্থায়ী হচ্ছে না। ২৪ ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই আজ সোম ও মঙ্গলবার থেকে ফের তাপমাত্রা দুই থেকে তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত বৃদ্ধি পাবে বলে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে খবর।

কালীপুজোর দিনে আকাশ পরিষ্কার ও শুষ্ক থাকলেও সোমবার থেকেই পাল্টে যাবে দৃশ্যপট। আকাশে দেখা মিলবে কালচে মেঘের। সপ্তাহের শুরুতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির আশঙ্কার কথা জানিয়েছে হাওয়া অফিস। আজ সোমবার থেকেই কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, নদিয়া ও মুর্শিদাবাদে বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি শুরু হতে পারে। একই সঙ্গে উপকূলবর্তী জেলাগুলিতে প্রায় ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বা দমকা বাতাস বইতে পারে।

মঙ্গলবার দুর্যোগের মাত্রা আরও খানিকটা বাড়ার আশঙ্কা রয়েছে। ওই দিন কলকাতা ও আশেপাশের জেলাগুলির পাশাপাশি দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সমস্ত জেলাতেই কম-বেশি জলঝড় হতে পারে। তবে বৃহস্পতিবারের পর থেকে বৃষ্টি কমে ফের আকাশ পরিষ্কার হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

হাওড়া স্টেশন থেকে উদ্ধার আড়াই কোটিরও বেশি মূল্যের সোনা, ধৃত পাচারকারী

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: রেলের পথ ব্যবহার করে সোনা পাচারের ছক বানচাল করল পূর্ব রেলওয়ের রেলওয়ে প্রোটেকশন ফোর্স (আরপিএফ)। গত ৬ নভেম্বর হাওড়া স্টেশনের ১৮ নম্বর প্ল্যাটফর্মে কামাখ্যা-পুরী এক্সপ্রেস থেকে এক সন্দেহভাজন যাত্রীকে আটক করে আরপিএফের ক্রাইম ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চ (সিআইবি)। ওই ব্যক্তির তল্লাশি চালিয়ে তাঁর কাছ থেকে প্রায় ১.৭৪২ কেজি সোনা উদ্ধার করা হয়েছে, যার আনুমানিক বাজার মূল্য ২ কোটি ৫৪ লক্ষ ৬৪ হাজার ৫৫৮ টাকা। ওই ধৃত ব্যক্তির নাম কে চন্দ্র শেখর দাস (৩৬), তিনি ওড়িশার গঞ্জামের বাসিন্দা। পূর্ব রেল সূত্রের খবর, অপারেশন সতর্ক-এর অধীনে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে আরপিএফ আধিকারিকেরা ডাউন কামাখ্যা-পুরী এক্সপ্রেসে (১৫৬৪৪) এই অভিযান চালান। সন্দেহভাজন ওই যাত্রীর কাছে বিপুল পরিমাণ সোনা থাকলেও তিনি তার সপক্ষে কোনো বৈধ কাগজপত্র, ক্রয়ের রশিদ বা ট্রানজিট নথি দেখাতে পারেননি। এরপরই স্বাধীন সাক্ষীদের উপস্থিতিতে এবং সম্পূর্ণ ভিডিওগ্রাফির মাধ্যমে সেই মূল্যবান সোনা ও একটি মোবাইল ফোন বাজেয়াপ্ত করা হয়। এরপরে ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ ও বিশদ তদন্তের জন্য ধৃত ব্যক্তি ও উদ্ধার হওয়া সোনা কলকাতার কাস্টমস হাউসের শুল্ক বিভাগের



আধিকারিকদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। পূর্ব রেলের এই বড় সাফল্য এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রসঙ্গে পূর্ব রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক শিবরাম মাঝি আরপিএফের তৎপরতার প্রশংসা করে জানান, পূর্ব রেল অবৈধ চোরাচালানের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতিতে অটল রয়েছে এবং আমাদের নিরাপত্তা বাহিনী যাত্রী নেটওয়ার্ক যাতে কখনোই অবৈধ কার্যকলাপে ব্যবহৃত না হয়, তা নিশ্চিত করতে চব্বিশ ঘণ্টা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। পূর্ব রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার গীতিকা পান্ডে, আরপিএফের আইজি অমিয় নন্দন সিনহা এবং হাওড়ার ডিআরএম বিশাল কাপুরের যৌথ নজরদারি ও সক্রিয় নির্দেশনায় এই গোটা অপারেশনটি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে সম্পন্ন করা হয় বলেই পূর্ব রেল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে।

কালীপুজোর রাতেই বেলেঘাটায় ভয়াবহ আগুন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: উৎসবের আনন্দ ও আলোর রোশনাইয়ের মাঝেই কালীপুজোর রাতে অগ্নিকাণ্ডর ঘটনা কলকাতায়। বেলেঘাটা মেন রোডের মতো অত্যন্ত জনবহুল ও ব্যস্ত এলাকায় ঘটল এক বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড। বেলেঘাটার ঐতিহ্যবাহী আলোছায়া সিনেমা হলের ঠিক সামনের অংশে দাউদাউ করে জ্বলে ওঠে আগুন। ব্যস্ত রাস্তায় আগুনের লেলিহান শিখা দেখতে পেয়েই এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ও হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের একাধিক ইঞ্জিন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সন্ধেয় আচমকাই আলোছায়া সিনেমা হলের সামনের অংশে কালো ধোঁয়া ও আগুনের শিখা দেখা যায়। মুহূর্তের মধ্যে সেই আগুন ভয়াবহ রূপ ধারণ করে। কীভাবে এই অগ্নিকাণ্ড ঘটল, তা নিয়ে এখনও ধোঁয়াশা রয়েছে। বাজি নাকি অন্য কোনও উৎসের শর্ট সার্কিট থেকে এই বিপত্তি, তা খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু করেছেন দমকলের আধিকারিকেরা।

তবে ঘটনার আকস্মিকতার চেয়েও বেশি আতঙ্ক ছড়ায়। কারণ, যে স্থানে এই আগুন লেগেছে, তার ঠিক উল্টো দিকেই রয়েছে একটি চালু পেট্রোল পাম্প। ঘন জনবসতিপূর্ণ এলাকায় আগুনের দাপট এতটাই বেশি ছিল যে উত্তপ্ত ফুলকি বা বাতাসের দাপটের জেরে পেট্রল পাম্পে আগুন ছড়িয়ে পড়ার চরম আশঙ্কা তৈরি হয়। আর সামান্যতম অসাবধানতায় ঘটতে পারে কোনও বড়সড় বিপর্যয়।

ঘটনার খবর পাওয়া মাত্রই পুলিশি তৎপরতায় পুরো এলাকা ঘিরে ফেলা হয়। যান চলাচল সাময়িকভাবে নিয়ন্ত্রণে আনে কলকাতা পুলিশ, যাতে দমকলের গাড়ি চলাচলে কোনও সমস্যা না হয়। পেট্রোল পাম্প ও ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চল হওয়ায় বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করে আগুন আয়ত্তে আনার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যান দমকলকর্মীরা।

দাঙ্গার ক্ষত, ইতিহাসের স্মৃতি! 'দহনকাল ১৯৪৬'-এ উঠে এল কলকাতার রক্তাক্ত অতীত

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাগুইআটি: ইতিহাসের কিছু অধ্যায় সময়ের সঙ্গে ফিকে হয়ে যায়, কিন্তু মুছে যায় না তার ক্ষতচিহ্ন। সেই বিস্মৃত, রক্তাক্ত অতীতকেই মণ্ডপের শিল্পভাবনায় ফিরিয়ে আনল বাগুইআটির জর্দাবাগানের বিদ্যাসাগর স্পোর্টিং ক্লাব। ক্লাবের ৪৪তম বর্ষের শ্যামাপুজোর এবারের ভাবনা 'দহনকাল ১৯৪৬'। ধর্মীয় উৎসবের আবহে ইতিহাসের এক অন্ধকার অধ্যায়কে নতুন প্রজন্মের সামনে তুলে ধরার অভিনব উদ্যোগ নিয়েছে পুজো উদ্যোক্তারা। ১৯৪৬ সালের ১৬ অগস্ট। কলকাতার বুকে নেমে এসেছিল ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। রক্তপাত, হিংসা আর আতঙ্কে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল শহরের জনজীবন। সেই সময়ের উত্তাল পরিস্থিতি, দাঙ্গার অভিঘাত এবং গোপাল মুখার্জি ওরফে 'গোপাল পাঠা'র ভূমিকা এবারের থিমের অন্যতম বিষয়। মণ্ডপসজ্জা, আলোক পরিকল্পনা, আবহসংগীত ও শিল্পের নানা প্রকাশের মধ্য দিয়ে সেই সময়ের ঘটনাপ্রবাহকে দর্শকদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন শিল্পীরা। শুধু সাজসজ্জার চমক নয়, ইতিহাসের সঙ্গে দর্শকের পরিচয় ঘটানোই এই ভাবনার মূল উদ্দেশ্য।



গত ৭ নভেম্বর প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে পুজোর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন রাজারহাট-গোপালপুরের বিধায়ক তরুণজ্যোতি তিওয়ারি। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট শিল্পোদ্যোগী ড. জিপি সরকার, ক্লাবের সদস্য তথা সমাজসেবী অরিন্দম ঘোষ, সম্পাদক সঞ্জিত কুমার সাহা-সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। ঐতিহ্যের সঙ্গে ইতিহাস, উৎসবের সঙ্গে সামাজিক বার্তা; এই দুইয়ের মেলবন্ধন ঘটিয়ে বিদ্যাসাগর স্পোর্টিং ক্লাবের এবারের নিবেদন। 'দহনকাল ১৯৪৬' মনে করিয়ে দিচ্ছে, অতীতকে ভুলে গেলে চলে না। ইতিহাসের কঠিন অধ্যায়গুলিও নতুন প্রজন্মের জানা জরুরি।

একদিন আমার শহর

কলকাতা, ৯ নভেম্বর ২০২৬, ২২ কার্তিক ১৪৩৩, সোমবার

শ্যামার আরাধনা...



পাথুরিয়াঘাটা ব্যায়াম সমিতির প্রতিমা।



উত্তর কলকাতার গিরিশ পার্ক ফাইভ স্টার স্পোর্টিং ক্লাবের প্রতিমা।



মধ্য হাওড়া চৌধুরী বাগানের ধারাবাড়ির প্রতিমা।



দমদম লোকসভার অন্তর্গত গৌরাঙ্গ নগরের কালী মন্দিরের পুজোয় বিজেপি রাজ্য সভাপতি।



হাওড়ার মণ্ডল স্ট্রিট ইয়ং গ্রুপের ৪১তম বর্ষের শ্যামা পুজো।

আলোর রোশনাইয়ে সাজল দক্ষিণেশ্বর, বেনারসি ও সোনায় সাজলেন মা ভবতারিণী

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কার্তিক অমাবস্যার পুণ্যতিথিতে আলোর উৎসব দীপাবলির পাশাপাশি রবিবার সারা রাজ্য মেতে উঠেছে শক্তির আরাধনায়। রাজ্যজুড়ে রবিবার উদযাপিত হল মহানিশির শ্যামাপুজো। এই বিশেষ তিথিতে বর্ণিল আলোর মালায় সেজে উঠেছে রানি রাসমণির স্মৃতিবিজড়িত ঐতিহাসিক দক্ষিণেশ্বর মন্দির। মা ভবতারিণীর এই অপরূপ রূপ ও আলোকোজ্জ্বল মন্দির প্রাঙ্গণ দেখার জন্য কালীপুজোর আগের রাত অর্থাৎ শনিবার থেকেই মন্দির চত্বরে তিল ধারণের জায়গা নেই। মায়ের দর্শন ও পুজো দেওয়ার জন্য রবিবার ভোর থেকেই ভক্তদের দীর্ঘ লাইন চোখে পড়ছে। কালীপুজোর বিশেষ রীতিনীতি প্রসঙ্গে মন্দির কর্তৃপক্ষ জানান, প্রতি বছরের ঐতিহ্য মেনে মা ভবতারিণীকে রাজকীয় বেনারসি শাড়ি ও সোনায় মুড়ে বিশেষ অলঙ্কারে সাজানো হয়েছে। রাতভর শাস্ত্রীয় নিয়ম মেনে মায়ের নিশিপুজো ও আরাধনা চলবে। দক্ষিণেশ্বরের পাশাপাশি এদিন সকাল থেকেই সেজে উঠেছে কালীঘাট, তারাপীঠ, কঙ্কালীতলা ও ঠনঠনিয়া-সহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী শক্তিপীঠ ও সতীপীঠগুলি। প্রদীপ, মোমবাতি ও আধুনিক হরেক রকম আলোয় সেজে উঠেছে পুরো রাজ্য। এই উৎসবে লক্ষ লক্ষ ভক্তের সমাগম সামলাতে প্রশাসনও কোমর বেঁধে নেমেছে। শনিবার সন্ধ্যা থেকেই দক্ষিণেশ্বর মন্দির চত্বর ও সংলগ্ন এলাকায় কড়া পুলিশি প্রহরার ব্যবস্থা করা হয়। বিশৃঙ্খলা এড়াতে বড় পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বলেই জানায় ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের এক পদস্থ কর্তা।



কালী ভক্তিতে জমজমাট কালীঘাট, ভোর থেকে নিশিপুজো, দিনভর ভোগ ও আচারের বিশেষ সূচি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কার্তিক অমাবস্যার পুণ্যলগ্নে আদিশক্তি মা কালীর আরাধনায় সেজে উঠেছে তিলোত্তমা। আদিপরাশক্তি সতীর একান্ন পীঠের অন্যতম পবিত্র ক্ষেত্র কালীঘাট মন্দিরে রবিবার সকাল থেকেই শুরু হয়ে গেছে দেবী দক্ষিণাকালীর বিশেষ পুজো। এই পবিত্র স্থানেই সতীর ডান পায়ের আঙুল পড়েছিল বলেই লোকবিশ্বাস। দীপাবলির এই বিশেষ দিনে মা কালীর দর্শন করতে ভোর থেকেই ভক্তদের ঢল নেমেছে মন্দির প্রাঙ্গণে। উৎসবের দিন দর্শনার্থীদের সুবিধার্থে মন্দির কর্তৃপক্ষ ভোর থেকেই বিশেষ প্রস্তুতি নেন। এদিন ভোর ৩টে নাগাদ মন্দির খোলার তোড়জোড় শুরু হয়ে যায়। এরপর শাস্ত্রীয় নিয়ম নীতি মেনে নিত্যপুজো ও মঙ্গল আরতির কাজ সম্পন্ন করা হয়। এই বছর মন্দির কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, ভোর ৪টে বাজতেই সাধারণ পুণ্যার্থীদের জন্য মন্দিরের গর্ভগৃহের দরজা খুলে দেওয়া হয়। প্রতি বছরের মতো এবারও দুপুরের ভোগের আচার পালনের জন্য নির্দিষ্ট সময়ে মন্দিরের দরজা সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা হয়। দুপুরের এই বিশেষ রাজভোগে ছিল মায়ের জন্য তৈরি করা বিশেষ পঞ্চব্যঞ্জনের আয়োজন। এদিন মায়ের নিত্যভোগে নিবেদন করা হয় পোলাও, সাদা ভাত, পাঁচ রকমের মাছের পদ, পাঁচ রকমের ভাজা, পেঁয়াজ ও রসুন ছাড়া বলির মাংস, চাটনি, পায়েস এবং রকমারি মিষ্টি। রবিবার কালীপুজোর অমাবস্যায় কালীঘাটের দীর্ঘদিনের রীতি মেনে সন্ধ্যায় মহালদী পুজোর আয়োজন করা হয়। এদিন সন্ধ্যা ৬টা নাগাদ এই পুজো শুরু হয়। কালীঘাট মন্দিরের প্রাচীন প্রথানুযায়ী, সেবায়েতরা প্রত্যেকে নিজ নিজ বাড়ি থেকে মায়ের জন্য বিশেষ নৈবেদ্য নিয়ে আসেন। পুজো শুরুর আগে একটি আকর্ষণীয় আচার পালিত হয়; সেবায়েতরা হাতে কুলপ্যাকাটি নিয়ে মূল মন্দির তিন বার প্রদক্ষিণ করেন। এই রীতির মূল উদ্দেশ্য হল মন্দির প্রাঙ্গণ থেকে অলদীকে বিদায় জানিয়ে ধনদেবী মহালদীকে সসম্মানে আহ্বান করা। এদিন মহালদী পুজোয় দেবীকে সাজানো হয় নতুন শাড়ি, সুগন্ধি, নানা ফুল ও মালার সাজে। এই সময়ে নিবেদন করা হয় বিশেষ খিচুড়ি ভোগ। রবিবার দুপুরের মতো সন্ধ্যার এই ভোগেও ছিল পাঁচ রকমের ভাজা, পাঁচ রকমের মাছ, পেঁয়াজ-রসুন ছাড়া বলির মাংস, পাঁচমিশেলি সবজি, চাটনি, পায়েস ও মিষ্টি। নির্দিষ্ট সময় শুরু হয় নিশিপুজো। এই পুজোতে থাকে বিশেষভাবে তৈরি রসগোল্লা। মহালদী পুজো শেষ হতেই শুরু হয় কালীপুজোর মূল আকর্ষণ, কালীঘাটের বিশেষ পদ্ধতি মেনে নিশিপুজো। তবে এবার পুণ্যার্থীদের ভিড় সামলাতে এবং দর্শনের সুবিধার্থে নিশিপুজোর ভোগ নিবেদনের সময় কিছুটা এগিয়ে আনা হয়। সন্ধ্যা ও রাতের পুজোর মাঝের পর্বে আনুমানিক সাড়ে ৭টার মধ্যে সাধারণ মানুষের জন্য আবারও মন্দিরের দরজা খুলে দেওয়া হয়। রাতের পুজোর শেষে মায়ের শয়নের আগে থাকে আরও একটি প্রাচীন মিষ্টি ঐতিহ্য। বছরের পর বছর চলে আসা রীতি মেনে গভীর রাতে মা-কে নিবেদন করা হয় হরেন ময়রার বিখ্যাত চ্যাপ্টা রসগোল্লা। সবশেষে রাত ২১৫ থেকে আড়াইটের মধ্যে সাধারণ দর্শনার্থীদের মন্দির থেকে বের করে আনার প্রক্রিয়া শুরু হয়। এদিন রাত ৩টের মধ্যে মায়ের শয়ন দেওয়ার সমস্ত শাস্ত্রীয় আচার সম্পন্ন করে উৎসবের দিনের পুজো সমাপ্ত করা হয়।



চিঠির উত্তর নেই, পুরভোটের প্রস্তুতি নিয়ে ধোঁয়াশায় কমিশন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: একের পর এক চিঠি পাঠানো হলেও মিলছে না জবাব। পুর ও নগর উন্নয়ন দপ্তরের লাগাতার 'নীরবতা'য় কার্যত ঘোর ধোঁয়াশার মধ্যে দিন কাটাচ্ছে রাজ্য নির্বাচন কমিশন। আসন্ন কলকাতা ও হাওড়া পুরসভার ভোটপ্রস্তুতি কোন পথে এগোবে, পুলিশের বন্দোবস্তই বা কী হবে আর কত সংখ্যক ভোটকর্মী পাওয়া যাবে, এসবের কোনও স্পষ্ট ধারণা নেই কমিশনের শীর্ষকর্তাদের কাছে। মূলতঃ প্রশাসনের এই দুই দপ্তরের মধ্যে ন্যূনতম সমন্বয়ের অভাবকেই এই অচলাবস্থার জন্য দায়ী করছেন কমিশনের একাংশ। পাশাপাশি, ওয়ার্ড পিছু কো-অর্ডিনেটর নিয়োগ সংক্রান্ত মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণাতেও তৈরি হয়েছে প্রবল সংশয়। কমিশন মনে করছে, এই বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে পুর ও নগর উন্নয়ন দপ্তরের এক্তিয়ারভুক্ত। ফলে তাদের লিখিত মতামত ছাড়া সিদ্ধান্ত নেওয়া অসম্ভব।

পুর ও নগর উন্নয়ন দপ্তরের এমন নীরব ভূমিকা ঘিরে ইতিমধ্যেই কমিশনের অন্দরে চরম ক্ষোভ ও অসন্তোষ সৃষ্টি হয়েছে। কেন একাধিক চিঠি পাঠানোর পরেও প্রয়োজনীয় তথ্য আড়াল করা হচ্ছে, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছেন আধিকারিকরা। প্রশাসনিক বিশেষজ্ঞদের একাংশের মতে, প্রশাসনের উচ্চস্তরে এমন সমন্বয়হীনতা বজায় থাকলে তার সরাসরি নেতিবাচক প্রভাব পড়বে ভোটের প্রস্তুতিতে। সব মিলিয়ে, নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণার আগেই প্রশাসনিক পরিকাঠামো নিয়ে দেখা দিয়েছে নতুন অনিশ্চয়তা।

রাজ্য নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর, পুরভোটের প্রস্তুতি জোরকদমে শুরু করতে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নবান্নের কাছ থেকে স্পষ্ট নির্দেশের অপেক্ষায় রয়েছে তারা। সেই কারণেই পুর ও নগর উন্নয়ন দপ্তরকে চিঠি দিয়ে একাধিক প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত ও তথ্যের রূপরেখা জানতে চাওয়া হয়েছিল। কিন্তু দপ্তরের তরফে কোনও ইতিবাচক সাড়া মেলেনি। যার ফলে ভোটের মতো সংবেদনশীল বিষয়ের একাধিক নীতিগত সিদ্ধান্ত বিশ বাঁও জলে আটকে রয়েছে। একদিকে কলকাতা হাইকোর্টে ঝুলছে পুরভোট সংক্রান্ত মামলার ভবিষ্যৎ, অন্যদিকে প্রশাসনিক স্তরে এমন অসহযোগিতা, দুই মিলে নির্বাচন কবে এবং ঠিক কীভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হবে, তা নিয়ে সংশয়ের মেঘ কাটছে না।

একই সঙ্গে জটিলতা বাড়িয়েছে মুখ্যমন্ত্রী ঘোষিত ওয়ার্ডভিত্তিক কো-অর্ডিনেটর নিয়োগের সিদ্ধান্ত। প্রতিটি ওয়ার্ডে একজন করে কো-অর্ডিনেটর নিয়োগ করা হলেও তাঁদের প্রকৃত আইনি ক্ষমতা কী হবে, নির্বাচন চলাকালীন তাঁদের অবস্থান এবং নিয়োগের প্রক্রিয়াই বা কী, তা নিয়ে ধন্দে কমিশন। জল কোন দিকে গড়ায় দেখতে কমিশনকর্তারা এখন পুরনো নথি ঘেঁটে দেখছেন। ইতিপূর্বে পুরভোটের সময় কিংবা প্রশাসক মণ্ডলীর মেয়াদকালে এই কো-অর্ডিনেটরদের বিষয়ে কী কী পদক্ষেপ করা হয়েছিল, সেই সংক্রান্ত অতীত নথিপত্রই এখন খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

এদিকে কমিশনের শীর্ষ আধিকারিকরা চাইছেন, রাজ্য সরকার ও সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলি দ্রুত এই বিষয়টিতে নজর দিক এবং প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করে সহযোগিতা করুক। তা না হলে শেষ মুহূর্তে ভোট পরিচালনা করতে গিয়ে বড়সড় প্রশাসনিক বিপত্তি এবং জটিলতার সম্মুখীন হতে হবে। তবে সমস্ত জল্পনার মধ্যে রাজ্য নির্বাচন কমিশনের এক শীর্ষকর্তার বার্তা, 'আদালত থেকে স্পষ্ট এবং চূড়ান্ত রায় চলে এলেই সমন্বয়ের সমস্যা মিটে যাবে। সমস্ত জটিলতা কেটে যাবে বলেই আমরা আশাবাদী।'

মা কালী বাঙালির দেহ ও মনের সঙ্গে সম্পৃক্ত: শমীক



নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কালীপুজোর দিন রবিবার বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য রাজ্যের বর্তমান পরিস্থিতি ও কালীপুজোকে কেন্দ্র করে সাধারণ মানুষের আবেগ নিয়ে নিজের বক্তব্য তুলে ধরেন। কালীপুজোতে ভক্তদের ঢল নেমেছে রাজ্যের বিভিন্ন মন্দিরে ও পুজো মণ্ডপে। এই উৎসবের আবহে সকলের সুরক্ষা ও নিরাপত্তার বিষয়ে রাজ্যের পুলিশ প্রশাসনের সক্রিয়তা নিয়ে তিনি বলেন, আমি আশা করব, মা কালীকে আর কোনোদিন যেন পুলিশের 'প্রিজন ভ্যানে' উঠতে না হয়। মাতৃ প্রতিমা বিসর্জন করাতে গিয়ে যেন পুলিশের গাড়ির উপর যেন বোমা না পড়ে। এই বছরের মতো মালদা, মুর্শিদাবাদ, দিনাজপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনাতে বন্ধ হয়ে যাওয়া সব কালীপুজো যেন আবার চালু হয়ে যায়। কালীপুজোর দিনে রাজ্যে মা কালীর পুজোকে কেন্দ্র করে যে উৎসাহ ও ভক্তদের জনসমাগম হচ্ছে তাকে শ্রদ্ধা জানিয়ে শমীক বলেন, আমি বার্তা দেওয়ার মালিক নই, বার্তা কী দেব। রাজনৈতিক নেতারা বার্তা দিলেই মানুষ সেটা পালন করবে, এমন কোনও বাধ্যবাধকতা নেই। মানুষ যথেষ্ট সহনশীল, তাঁদের শ্রদ্ধা আছে, তাঁদের নিজস্ব বিবেক-বুদ্ধি আছে, বিবেচনা আছে, মানুষই সর্বশক্তিমান। বিশ্বজুড়ে মা কালীর পুজো ও উৎসবের আবহ নিয়ে তিনি আরও বলেন, আর মা কালী তো বাঙালিদের দেহ ও মনে সম্পৃক্ত হয়ে আছেন। মা কালী সমগ্র পৃথিবী জুড়ে অধিষ্ঠিত হয়ে আছেন। শুধু এখানে নয়, সারা পৃথিবী জুড়ে কালীপুজো হচ্ছে। সবাই ভালো থাকবেন, আনন্দে থাকবেন।

যারা বড়মাকে নিয়ে ব্যবসা করতেন, নৈহাটিতে তাঁরা সাফ হয়ে গেছেন: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: যারা বড়মাকে সামনে রেখে ব্যবসা করতেন, নৈহাটিতে তাঁরা সাফ হয়ে গেছেন। রবিবার কাঁচরাপাড়া কলেজ মোড়ের বড়মার পুজোর উদ্বোধন করে এমনটাই বললেন রাজ্যের পরিবহণ ও শ্রম দপ্তরের মন্ত্রী অর্জুন সিং। প্রসঙ্গত, এই পুজো দু'বছর বন্ধ ছিল। এপ্রসঙ্গে মন্ত্রী বলেন, যারা পুজো বন্ধ করেছিলেন, তাঁরা হারিয়ে গেছেন। তাঁর দাবি, যারা বড়মাকে অপমান করবেন, তাঁদের এই ধরনের দুরাবস্থা হবে। অভিষেকের বাড়াবাড়ি নিয়েও এদিন সুর চড়ালেন রাজ্যের দাপুটে মন্ত্রী। তাঁর মন্তব্য, ওকে জেলে যেতে হবেই। জেলে যাওয়ার আশঙ্কায় অভিষেক এসব করছে। মন্ত্রীর কথায়, পিসি-ভাইপোর অত্যাচার বাংলার মানুষ ভোলেনি। কালীঘাটে পাড়ার লোকজন প্রতিবাদ করছেন। ওখানে বাইরের লোক কেউ যায়নি। তাঁর দাবি, কালীঘাট তৃণমূলে পিসি ভাইপো ছাড়া আর কেউ নেই। শুধু কিছু জেহাদি আছে। অভিষেকের বাড়াবাড়ির জবাব হিসেবে মন্ত্রীর সাফ বক্তব্য, ব্যারাকপুরের মানুষ ১৮৫৭ সালে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল। সুতরাং ব্যারাকপুরের মানুষ সঠিক জবাব দিতে জানে। এদিন তিনি কাঁচরাপাড়ায় সূর্য গ্রুপের পুজোর-ও উদ্বোধন করেন। একাধিক পুজোর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এদিন মন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন বীজপুরের জনপ্রিয় বিধায়ক সুদীপ্ত দাস। সূর্য গ্রুপের পুজোর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন হালিশহরের প্রাক্তন পুরপ্রধান রাজু সাহানি, প্রেম কুমার বাসফোর, প্রদীপ লাহিড়ি প্রমুখ।



মমতাকে ওপেন চ্যালেঞ্জ, বাংলার যেকোনও জায়গায় কাউন্সিলর পদে জিতে দেখান: অগ্নিমিত্রা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ডায়মন্ড হারবারের তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লাগাতার রাজনৈতিক আক্রমণ ও পুলিশকে হুঁশিয়ারি বিরুদ্ধে পাল্টা এবার সরাসরি সরব হলেন পুরমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। রাজ্যের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি-সহ নিজের জন্মদিনের রাতে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে যেসব চ্যালেঞ্জ ছোড়েন, তাকে তীব্র ভাষায় কটাক্ষ করে অভিষেক-সহ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সরাসরি নির্বাচনী ময়দানে নামার খোলা চ্যালেঞ্জ দেন অগ্নিমিত্রা। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিভিন্ন রাজনৈতিক বক্তব্যকে গুরুত্বহীন বলে উড়িয়ে দিয়ে রবিবার মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল বলেন, আমাদের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী আপনার মতো রাজনীতিতে প্যারাসুটে নামেননি, তিনি রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে দু'বার নির্বাচনে হারিয়েছেন। সুতরাং অভিষেকবাবু রাস্তায় দাঁড়িয়ে যেসব সিনেমার মতো ডায়লগ দেন, সেগুলি সিনেমাতেই দেখতে ভালো লাগে, বাস্তবে নয়।দএদিন সাংসদকে কড়া খোঁচা দিয়ে তিনি আরও বলেন, অমুখ্যমন্ত্রীকে ওপেন চ্যালেঞ্জ না করে আগে আপনার পিছনে কতজন মানুষের সমর্থন রয়েছে, সেটা পুরভোটে একটা কাউন্সিলরের টিকিট নিয়ে জিতে প্রমাণ করুন। এর পরেই আরও সুর চড়িয়ে সরাসরি কালীঘাট তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেন অগ্নিমিত্রা পাল। তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেন, আমি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ওপেন চ্যালেঞ্জ করছি। মমতাদি, আপনি পশ্চিমবঙ্গের যেকোনও জায়গা থেকে কাউন্সিলরের টিকিট নিয়ে একবার জিতে দেখান। নিজের জয় নিশ্চিত করার পর আপনার ভাইপোকে বলবেন রাস্তায় দাঁড়িয়ে সিনেমার মতো এমন সংলাপ দিতে। ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনে ৪ মে ফল ঘোষণার পর তৃণমূলের অভ্যন্তরীণ ফাটল ও জোড়া ফুল প্রতীক সংক্রান্ত আইনি সঙ্কটকে ইঙ্গিত করে মন্ত্রী আরও দাবি করেন, রাজ্যের মানুষ আর এই ধরনের দম্ভ ও সিনেমার মতো রাজনৈতিক হুমকি পছন্দ করছেন না।

ফের হ্যাকিংয়ের আশঙ্কায় সব দপ্তরকে সতর্ক করল সাইবার সেল

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পুজোর আগেই বড়সড় সাইবার হানার মুখে পড়েছিল রাজ্য সরকারের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর। তথ্য হাতিয়ে নেওয়ার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে হ্যাক করা হয়েছিল সরকারি ওয়েবসাইটগুলি। সেই তিক্ত অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি রোধ করতে এবং আগাম সতর্কতা হিসাবে এবার নড়েচড়ে বসল প্রশাসন। রাজ্যের সমস্ত সরকারি দপ্তরকে চিঠি পাঠিয়ে কড়া সতর্কতা জারি করল রাজ্য সরকারের অন্তর্গত 'নেক্সট জেনারেশন সাইবার সিকিওরিটি অপারেশন সেন্টার' বা ডব্লুবিএনজিসিএসওসি।

প্রশাসন সূত্রে খবর, গত সেপ্টেম্বর মাসের সেই সাইবার হানার নেপথ্যে থাকা ত্রুটি এবং বর্তমান ঝুঁকি খতিয়ে দেখেই এই নির্দেশিকা পাঠানো হয়েছে। চিঠিতে স্পষ্ট ভাষায় জানানো হয়েছে, এখনই প্রয়োজনীয় সুরক্ষা ব্যবস্থা না নিলে সরকারি ওয়েবসাইটগুলি ফের হ্যাকারদের কবলে পড়তে পারে। এর জেরে সরকারের সংবেদনশীল এবং গোপনীয় তথ্য বেহাত হয়ে যাওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। গত সেপ্টেম্বর মাসের ঘটনা এখনও টাটকা। সেবার আচমকাই রাজ্যের একাধিক সরকারি ওয়েবসাইট সম্পূর্ণ অচল হয়ে পড়েছিল। যার জেরে একদিকে যেমন জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধীকরণের মতো অত্যন্ত জরুরি কাজ থমকে গিয়েছিল, তেমনই ব্যাহত হয়েছিল সরকারের একাধিক জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের পরিষেবা। যদিও সরকারিভাবে প্রথমদিকে সরাসরি 'সাইবার হানা'র কথা স্বীকার না করলেও সাইবার বিশেষজ্ঞদের একাংশের মতে, সেই অচলাবস্থার পেছনে ছিল সংঘবদ্ধ হ্যাকারদের কারসাজি। সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঠেকাতেই এবার কোমর বেঁধে নেমেছে সিকিউরিটি অপারেশন সেন্টার (এসডিসি)।



সূত্রের খবর, সরকারি ওয়েবসাইটগুলির 'পিএইচপি কোড (সিভিই-২০২৬-১০৯৬১৮/১০৯৬১৯) -এর ব্যবহারেই মূলত নিরাপত্তার ফাঁকফোকর তৈরি হয়েছে। পিএইচপি- যার পুরো কথা 'হাইপারটেক্সট প্রিপ্রসেসর' যা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রোগ্রামিং কোড, যা দিয়ে মূলত ওয়েবসাইট পরিচালনা করা হয়। এই কোডের দুর্বলতাকেই হাতিয়ার করছে সাইবার অপরাধীরা।

এই পরিস্থিতিতে তথ্য সুরক্ষিত রাখতে প্রতিটি সরকারি দপ্তরের উদ্দেশে ৫ দফা সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ করার পরামর্শ দিয়েছে এসডিসি। যেখানে বলা হয়েছে, প্রথমেই কোন কোন কম্পিউটার, সার্ভার বা অনলাইন পরিষেবায় পিএইচপি কোড ব্যবহার করা হচ্ছে, তা দ্রুত চিহ্নিত করতে হবে। পাশাপাশি ব্যবহৃত পিএইচপি-র সংস্করণ (ভার্সন) কী রয়েছে, তা খতিয়ে দেখে অবিলম্বে নিরাপত্তা সংক্রান্ত রক্ষাকবচ বা প্রয়োজনীয় 'আপডেট' ইনস্টল করতে হবে। একইসঙ্গে সংশ্লিষ্ট ওয়েবসাইটগুলি সরাসরি ইন্টারনেটের মাধ্যমে পরিচালিত হলে নিরাপত্তার মানদণ্ড ও সতর্কের মাত্রা দ্বিগুণ করতে হবে। এছাড়াও অনেক সরকারি দপ্তরেই এমন পোর্টাল রয়েছে যেখানে বাইরে থেকে সাধারণ মানুষ বা অন্য দপ্তর থেকে তথ্য পাঠানো কিংবা ফাইল আপলোডের সুযোগ থাকে। এক্ষেত্রে সাইবার হানার ঝুঁকি সবচেয়ে বেশি থাকায় বাড়তি নজরদারি প্রয়োজন।

সম্পাদকীয়

বিশ্ব ব্যাঙ্কের রিপোর্টই মোদী সরকারের সাফল্যের প্রমাণ

কয়েক দশক আগে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধি প্রথম গরিবি হঠাও শ্লোগান তুলেছিলেন। সেই শ্লোগানে ভর করে রাজনৈতিক ডিভিডেন্ট পেয়েছিল কংগ্রেস। কিন্তু দেশের গরিব মানুষ যেখানে ছিল সেই তিমিরেই রয়ে গিয়েছিল। কিন্তু কয়েক দশক বাদে সেই কাজটাই করে দেখালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। আর সেটা যে কতটা সত্যি, কতটা বাস্তব, তার প্রমাণ দিল খোদ বিশ্বব্যাঙ্ক। শুধু মুখে গরিবি হঠাও স্লোগান দেওয়া যথেষ্ট নয়। এই সরকার দারিদ্র দূরীকরণে বাস্তবিকই কাজ করেছে। যার সুফল পেয়েছে দেশ। মাত্র ১২ বছরে দেশে ৫০ কোটি মানুষের দারিদ্র দূর হয়েছে। প্রকাশিত রিপোর্টে এমনই বলেছে বিশ্বব্যাঙ্ক। সেই রিপোর্ট আসতেই চুপসে গিয়েছে কংগ্রেস-সহ বিরোধীদের মুখ। দেখে নেওয়া যাক কী আছে বিশ্বব্যাঙ্কের রিপোর্টে? তারা বলছে, গত ১২ বছরে ৫০ কোটি মানুষ অতি গরিবি থেকে মুক্তি পেয়েছেন। গত ১২ বছরে এই সরকার গরিব ও জন কল্যাণমুখী সমস্ত প্রকল্পে উন্নয়নের গতি অনেকগুণ বাড়িয়েছে। এখ ন তারই ফল মিলছে। বিশ্বব্যাঙ্কের সমীক্ষা বলছে ২০১১-১২ অর্থবর্ষ থেকে ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষ পর্যন্ত এই ১২ বছরে ভারতে দারিদ্রসীমার ঊর্ধ্বে উঠেছে প্রায় ৪৯.৬ কোটি মানুষ। বিশ্বব্যাঙ্ক ২০২১ সালের রোজগার ও ক্রয়ক্ষমতার উপর ভিত্তি করে এই সমীক্ষা করেছে। সমীক্ষা অনুযায়ী ২০১১ সালে যেখানে ৫৭.৭ শতাংশ ভারতের মানুষ দারিদ্রসীমার নিচে ছিল সেখানে ২০২৩ সালে সেটা নেমে দাঁড়িয়েছে ১৬.১ শতাংশ। যাঁদের দৈনিক রোজগার প্রায় ৪০০ টাকা তাঁদের আর দরিদ্র হিসাবে ধরা হবে না। অতি দারিদ্রের ক্ষেত্রে বিষয়টি আরও আশাপ্রদ। এই ১২ বছরে অতি দরিদ্রের সংখ্যা ২৭.১ শতাংশ থেকে কমে দাঁড়িয়েছে মাত্র ২.৬ শতাংশ। যাঁদের দৈনিক রোজগার ২৮৫ টাকার বেশি তাঁরা আর অতি দরিদ্রের শ্রেণিতে পড়ছেন না। দারিদ্রের সংখ্যা সার্বিকভাবে আশাপ্রদ হলেও গ্রামাঞ্চলে গরিবের সংখ্যাটা কিন্তু এখনও উদ্বেগজনক। গ্রামের দিকে এখনও গরিব মানুষের সংখ্যা প্রায় ১৯,৩ শতাংশ। যা শহরাঞ্চলের থেকে প্রায় ৮,৫ শতাংশ বেশি।

শব্দছক ৩০৬ রবি দাস

১		২	■	৩			৪
	■	৫			■	■	
■	৬		■	৭		৮	
	৯			■	■		■
■		■	■	১০	১১		■
১২			১৩	■	১৪		■
	■	■	১৫			■	১৬
১৭				■	১৮		

পাশাপাশি: ১. সাধনা-এর কাব্যার্থ ৩. ক্যারানী ৫. বড় কাচের জার ৬. পত্র ৭. প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়েছে এমন ৯. কপালে চন্দন ইত্যাদির লম্বা ফোঁটা ১০. জলে নিমজ্জন ১২. পায়রা ১৪. প্রহার ১৫. আটা জাতীয় খাদ্যবস্তু ১৭. সমাপ্ত ১৮. এক গূঢ় তত্ত্ব বিশেষ

ওপর-নিচ: ১. বাসনা ২. নয়মাত্রাযুক্ত সঙ্গীতের তাল ৩. পদ্ম ৪. ছেদন বা কাটা ৬. টক ছোট লেবু ৮. জন্তু ১১. পরিষ্কার-কর্মী ১২. কলসী ১৩. মনোহর ১৬. হাসি

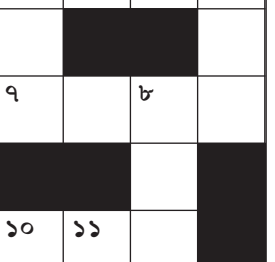
সমাধান ৩০৫ — পাশাপাশি: ১. করবি ৩. অপকার ৬. জীবাণু ৭. লক্ষ ৮. মাহুত ১০. শোক ১২. নম ১৩. আচরণ ১৫. দোনামোনা ১৭. বাক্ ২০. বাজ ২১. অন্নদা ২২. নেপা ২৪. নবিস ২৫. কপটতা ২৬. মহৎ

ওপর-নিচ: ১. কম্পমান ২. বিজীত ৩. অনুশোচনা ৪. কাল ৫. রক্ষক ৯. হুমদো ১১. কর ১৩. আমজনতা ১৪. নবান্ন ১৬. নারা ১৮. কদাচিৎ ১৯. অনেক ২১. অসম ২৩. পাপ

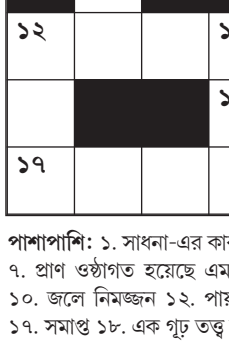
আজকের দিন

■ **১৯৬৫** — যুক্তরাজ্যে হত্যার দায়ে অপরাধীদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার আইনটি আনুষ্ঠানিকভাবে রহিত বা বাতিল করা হয়।

■ **১৯৮৯** — এই দিনে দীর্ঘ ২৮ বছর পর পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানিকে বিভক্তকারী বার্লিন প্রাচীর ভেঙে ফেলার কাজ শুরু হয়।



জন্মদিন



১৯৪৪ *বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পী চিত্রেশ দাসের জন্মদিন।*

১৯৫১ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় কল্যাণ চৌধুরীর জন্মদিন।*

১৯৮৮ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ তেজস্বী যাদবের জন্মদিন।*

চিত্রেশ দাস

‘ব্রহ্মস’ মিসাইলের জনপ্রিয়তা বাড়ছে কেন?

অসীম সুর চৌধুরী



ব্রহ্মস মিসাইল তৈরি হয়েছে ভারত ও রাশিয়ার যৌথ উদ্যোগে। ভারতের ‘প্রতিরক্ষা ও উন্নয়ন গবেষণা সংস্থা’ (ডিআরডিও) ও রাশিয়ার ‘এনপিও ম্যাশিনোস্টোয়েনিয়া’-র মধ্যে ১৯৯৮ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি এক চুক্তি সাক্ষরিত হয়েছিল। তখন ২৫০ মিলিয়ন ডলার পুঁজি নিয়ে এক কোম্পানি গঠিত হয় যার নাম ‘ব্রহ্মস এরোস্পেস’। ব্রহ্মস নামটা এসেছে মিলিতভাবে ভারতের ‘ব্রহ্মপুত্র’ ও রাশিয়ার ‘মস্কভা’ নদী দুটোর নাম থেকে। এই কোম্পানিতে ভারতের হাতে রয়েছে ৫০.৫ শতাংশ অংশীদারি, আর বাকিটা রাশিয়ার। এর সদর দফতর বানানো হয়েছে নতুন দিল্লিতে। এছাড়া হায়দ্রাবাদ, তিরুবনন্তপুরম, পিলানি ও লখনউ তে এদের ইউনিট আছে। আগামী দশ বছরে দু’হাজারের বেশি ব্রহ্মস তৈরি করাই এদের লক্ষ্য। প্রথম দিকে রাশিয়া থেকে ৬৫ শতাংশ যন্ত্রাংশ আমদানি করে ব্রহ্মস তৈরি করা হত। আর এখন ভারতই ৭৫ শতাংশ যন্ত্রপাতি সরবরাহ করে যা কিছুদিন পরে বেড়ে ৮৫ শতাংশ হয়ে যাবে বলে জানা যাচ্ছে।

অপারেশন সিঁদুরের সময় পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীর এবং পাকিস্তানের মূল ভূখণ্ডে মোট ৯টি জঙ্গি শিবির গুঁড়িয়ে দিয়েছে ভারত। এছাড়া চার দিনের সংঘর্ষে পাকিস্তানের ১১টি বায়ুসেনা ঘাঁটি ভারতের আক্রমনে ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে, ভারত সরকার ও সেনার সুত্রে এমনই খবর। এই ঘটনার জন্য যার নাম সবচেয়ে বেশী আলোচিত, সে হচ্ছে একটা যুদ্ধাস্ত্র, ‘ব্রহ্মস ক্রুজ মিসাইল’। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে আঘাত করে শত্রুর ঠিকানা কিভাবে ধংস করতে হয় তা হাতে কলমে দেখিয়ে দিয়েছে এই মিসাইল। তারপর থেকে ব্রহ্মসের চাহিদা তুঙ্গে। অনেক এশিয় ও আফ্রিকান দেশ এটা কেনার জন্য মুখিয়ে রয়েছে।

তবে অপারেশন সিঁদুরের তিন বছর আগেই ব্রহ্মস রপ্তানীর প্রথম চুক্তি হয়ে গিয়েছিল। শুরুটা হয়েছে ফিলিপিন্স কে দিয়ে। ফিলিপিন্স ৩৭৫ মিলিয়ন ডলার খরচ করে ভারতের কাছ থেকে পৃথিবীর সর্বোচ্চ গতিসম্পন্ন ক্রুজ মিসাইল ‘ব্রহ্মস’ কিনেছিল। এই ব্যাপারে দুই দেশের মধ্যে একটা চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়েছে ২৮ জানুয়ারি, ২০২২ এ। আর বর্তমানে আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থা রয়টারের সর্বশেষ রিপোর্ট অনুসারে ফিলিপিন্স আবারও ভারতের থেকে ৭০০ থেকে ৮০০ মিলিয়ন ডলার মুল্যের প্রায় ৬০ টা ‘ব্রহ্মস মিসাইল’ কিনতে চায়। ফিলিপিন্স এর পরে ব্রহ্মস কেনার অপেক্ষারতদের মধ্যে সর্বপ্রথমে ছিল ভিয়েতনাম ও ইন্দোনেশিয়া। ২০২৬ এর মে-জুন মাসে ভিয়েতনামের সঙ্গে ভারতের ড্রিল চুড়ান্ত। জানা গেছে ৬২৯ মিলিয়ন ডলারের (৬০০০ কোটি টাকা) ব্রহ্মস কেনার চুক্তি হয়েছে। ২০২৬ এর ৭ই জুলাই ইন্দোনেশিয়ার সাথেও ৬৩০ মিলিয়ন ডলারের ব্রহ্মস চুক্তি সম্পন্ন। আর শোনা যাচ্ছে , এই দৌড়ে আর এক আশিয়ান দেশ ‘থাইল্যান্ড’ ও রয়েছে প্রবল ভাবে। কিন্তু এখানেই শেষ নয়, ব্রাজিল, দক্ষিণ আফ্রিকা,সংযুক্ত আরব আমিরশাহী, প্রভৃতি দেশও সমান আগ্রহী। কিন্তু কী আছে এই ব্রহ্মসে? যা এতগুলো দেশকে মোহিত করেছে জ্জ তবে তার আগে দেখা যাক ব্রহ্মস মিসাইল তৈরীর ইতিহাসটা। তারপর তাঁর গুনাগুন।

ব্রহ্মস মিসাইল তৈরি হয়েছে ভারত ও রাশিয়ার যৌথ উদ্যোগে। ভারতের ‘প্রতিরক্ষা ও উন্নয়ন গবেষণা সংস্থা’ (ডিআরডিও) ও রাশিয়ার ‘এনপিও ম্যাশিনোস্টোয়েনিয়া’-র মধ্যে ১৯৯৮ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি এক চুক্তি সাক্ষরিত হয়েছিল। তখন ২৫০ মিলিয়ন ডলার পুঁজি নিয়ে এক কোম্পানি গঠিত হয় যার নাম ‘ব্রহ্মস এরোস্পেস’। ব্রহ্মস নামটা এসেছে মিলিতভাবে ভারতের ‘ব্রহ্মপুত্র’ ও রাশিয়ার ‘মস্কভা’ নদী দুটোর নাম থেকে। এই কোম্পানিতে ভারতের হাতে রয়েছে ৫০.৫ শতাংশ অংশীদারি, আর বাকিটা রাশিয়ার। এর সদর দফতর বানানো হয়েছে নতুন দিল্লিতে। এছাড়া হায়দ্রাবাদ, তিরুবনন্তপুরম, পিলানি ও লখনউ তে এদের ইউনিট আছে। আগামী দশ বছরে দু’হাজারের বেশি ব্রহ্মস তৈরি করাই এদের লক্ষ্য। প্রথম দিকে রাশিয়া থেকে ৬৫ শতাংশ যন্ত্রাংশ আমদানি করে ব্রহ্মস তৈরি করা হত। আর এখন ভারতই ৭৫ শতাংশ যন্ত্রপাতি সরবরাহ করে যা কিছুদিন পরে বেড়ে ৮৫ শতাংশ হয়ে যাবে বলে জানা যাচ্ছে।

বৈশিষ্ট্য অনুসারে কোনও মিসাইলকে নানা শ্রেণিতে ভাগ করা হয়। সেই বিচারে ব্রহ্মস হচ্ছে সুপারসনিক ক্রুজ মিসাইল। ক্রুজের বৈশিষ্ট্য হল, এর গতিপথ সবসময় বায়ুমণ্ডলের মধ্যে থাকে, কখনও বাইরে যায় না আর এর দূরত্বের পাল্লা কম-বেশি ৫০০ কিমির ভেতরে রাখা হয়। আর সুপারসনিক ব্যাপারটা শব্দের গতির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। যেসব মিসাইলের গতিবেগ শব্দের (৩৪৩ মিটার প্রতি সেকেন্ড) থেকে বেশি তারাই সুপারসনিক। ব্রহ্মস অনায়াসেই এই বৈশিষ্ট্যগুলোর অধিকারী। ব্রহ্মসের গতি শব্দের গতিবেগের ২.৮ গুণ বেশি অর্থাৎ ৯৬০ মিটার প্রতি সেকেন্ড।

ব্রহ্মসের আরও একটা বৈশিষ্ট্য, যার জন্য এটা সর্বজনের বাহবা কুড়িয়েছে তা হল; জল, স্থল ও বায়ু সর্বত্রই এর কাজ করার দক্ষতা। মাটি, জাহাজ, বিমান ও সাবমেরিন; সব জায়গা থেকেই একে সফলভাবে উৎক্ষেপণ করা হয়েছে।

ব্রহ্মস আকাশেই পথ পাল্টে চলমান লক্ষ্যবস্তুকে ধ্বংস করতে পারে। মাটি থেকে মাত্র ৫ মিটার উচ্চতায় উড়তে পারে, আবার ১৫০০০ মিটার উপরেও উঠে যেতে পারে। একেবারে নীচ দিয়ে যাওয়ার সময় শত্রুর রাডারে ধরা পড়া প্রায় অসম্ভব।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলো যারা ‘আসিয়ান’ নামে পরিচিত, ব্রহ্মসের গুণাবলী ও কার্যক্ষমতা এদের আকর্ষিত করেছে। এই দেশগুলো দক্ষিণ চিন সাগরের কাছে অবস্থিত। আর ভারতের বৃহৎ প্রতিবেশী দেশ এই এলাকাটা নিজেদের দাবি করে নানারকম অবাঞ্ছিত কার্যকলাপ করে চলেছে। এই কারণে আসিয়ান দেশগুলো ব্রহ্মস মোতায়েন করে নিজেদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা মজবুত করতে চায়।

আসিয়ান বন্ধু দেশগুলোর কাছে ব্রহ্মস বিক্রি করা ভারতের কাছে অর্থনৈতিকের পাশাপাশি কূটনৈতিক সুযোগ এনে দিতে পারে। কিন্তু কী সেই সুযোগ ?

■ এটা বিক্রি করে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে পারবে ভারত।

■ ভবিষ্যতে ওই বন্ধুদেশগুলোকে নিয়ে একটা জোট তৈরি হলে ভারতের বৃহৎ প্রতিবেশী দেশের ওপর চাপ বাড়বে।

■ ভারতের বৃহৎ প্রতিবেশীর বেশিরভাগ জ্বালানি তেল ও অন্যান্য সামগ্রী আসে দক্ষিণ চিন সাগরের উপর দিয়ে। হিমালয়ের দিকে তাদের উৎপাত ক্রমাগত বাড়তে থাকলে ভারতও বন্ধুদের সাহায্যে ওই দক্ষিণ-চিন সাগরের রাস্তা অবরুদ্ধ করে দিতে পারবে।

এইসব নানা কারণে ব্রহ্মস মিসাইলকে ভারতের প্রতিরক্ষার পাশাপাশি বাণিজ্য ও কূটনৈতিক হাতিয়ার বলা যেতে পারে।

রাজ্যের বিজেপি সরকার ষান্মাসিক পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ

সুবল সরদার

সুস্থ, সুষ্ঠু, সুন্দর ও রক্তপাতহীন নির্বাচন উপহার পেয়ে ২০২৬-এর নির্বাচনে বঙ্গে বসন্ত উৎসব পালিত হয়েছে। হকারমুক্ত ফুটপাত ও হকারমুক্ত রেলওয়ে স্টেশন হয়েছে। গ্রাম-শহর-কলকাতা জুড়ছে মেট্রো দিয়ে। মাদ্রাসা শিক্ষার আধুনিকীকরণ হয়ে তা মূল শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে। সিলেবাস আধুনিক ও বিজ্ঞানমনস্ক হচ্ছে। শিক্ষা ব্যবস্থা তার প্রাচীন গৌরবময় ইতিহাস ফিরে পাচ্ছে। ভয় মুক্ত পরিবেশ তৈরি হয়েছে ; চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির রাবীন্দ্রিক ভাবনার অনুরণন।



রাজ্যে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা হয়েছে। শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরেছে। এক মানবিক ও সংবেদনশীল সরকারের রূপরেখা ফুটে উঠেছে, যার ফলে মানুষের মনে আস্থা ও ভরসা ফিরে এসেছে।

সুস্থ, সুষ্ঠু, সুন্দর ও রক্তপাতহীন নির্বাচন উপহার পেয়ে ২০২৬-এর নির্বাচনে বঙ্গে বসন্ত উৎসব পালিত হয়েছে।

হকারমুক্ত ফুটপাত ও হকারমুক্ত রেলওয়ে স্টেশন হয়েছে। গ্রাম-শহর-কলকাতা জুড়ছে মেট্রো দিয়ে। মাদ্রাসা শিক্ষার আধুনিকীকরণ হয়ে তা মূল শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে। সিলেবাস আধুনিক ও বিজ্ঞানমনস্ক হচ্ছে। শিক্ষা ব্যবস্থা তার প্রাচীন গৌরবময় ইতিহাস ফিরে পাচ্ছে। ভয় মুক্ত পরিবেশ তৈরি হয়েছে ; চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির রাবীন্দ্রিক ভাবনার অনুরণন ।

সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ‘বন্দে মাতরম’-এর ১৫০ বছর পূর্তি দেশজুড়ে পালিত হচ্ছে । স্বদেশীকতার ভাবনায় দেশ বিভোর। বিজেপির আঁতুড়ঘর, শ্যামাপ্রসাদের জন্মভিটা এই বঙ্গে নানা আঙ্গিকে স্মরণ করা হচ্ছে বন্দে মাতরমের গৌরবময় ইতিহাস।

১. সুশাসন ও আইন-শৃঙ্খলা

■ রাজ্যে আইনের শাসন ১০০ শতাংশ প্রতিষ্ঠা হয়েছে। পুলিশকে রাজনীতিমুক্ত করে নিরপেক্ষ করা হয়েছে। তোলাবাজি ও সিন্ডিকেট রাজ সম্পূর্ণ বন্ধ। প্রতিটি থানায় মহিলা হেল্প ডেস্ক চালু।

২. কর্মসংস্থান ও যুব সমাজ

■ SSC, PSC, প্রাইমারি ও পুলিশ নিয়োগে স্বচ্ছতার সঙ্গে নিয়োগ শুরু হয়েছে।

■ গরিব প্রার্থীদের জন্য চাকরির ফর্মে কোনো স্ট্যাম্প ডিউটি বা আবেদন ফি নেই। OMR শিটে কারচুপি বন্ধ, লাখ লাখ বেকার যুবক পরীক্ষায় বসছেন। প্রতি জেলায় স্কিল ডেভেলপমেন্ট সেন্টার চালু। স্টার্টআপ বাংলার জন্য ৫০০ কোটি টাকার তহবিল।

৩. শিল্প ও অর্থনীতি

■ বন্ধ চটকল ও চা বাগান খুলেছে, শ্রমিকরা কাজে ফিরেছেন। পদ্মফুলের সুবাসে বিনিয়োগ আসছে, টাটা ও ইনফোসিস নতুন লগ্নি করছে।- সিঙ্গুরে নতুন শিল্প পার্ক এবং নদিয়ায় মাদার ডেয়ারি ও দই শিল্প তৈরির ঘোষণা।

৪. পরিবহন ও যোগাযোগে বিপ্লব

■ শতাব্দীপ্রাচীন ঐতিহ্যবাহী ট্রামকে হেরিটেজ রেখে আধুনিকভাবে চালু করা হয়েছে। কলকাতা ও জেলায় নতুন ই-বাস সহ বাস পরিষেবার সংস্কার। মহিলা ও ছাত্রীদের জন্য বাস ভাড়া সম্পূর্ণ ফ্রি।

■ মহিলাদের জন্য মাসে ৩০০০ টাকা করে অন্নপূর্ণা স্কিম চালু হয়েছে।

■ জলপথে ওয়াটার মেট্রো চালুর কাজ শুরু। বাগডোগরা, মালদা, বালুরঘাটে নতুন বিমানবন্দর এবং উত্তরবঙ্গ থেকে দক্ষিণবঙ্গ পর্যন্ত ৪ লেন হাইওয়ে সম্পূর্ণ।

৫. সরকারি কর্মচারী ও অস্থায়ী কর্মীদের সম্মান

■ আশাকর্মী ও অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের ভাতা দ্বিগুণ বৃদ্ধি।

■ সিভিক ভলান্টিয়ার ও ভিলেজ পুলিশদের স্থায়ীকরণের প্রক্রিয়া ও বেতন বৃদ্ধি।

■ সরকারি কর্মচারীদের সমস্ত বকেয়া ডিএ মিটিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ৮ থেকে ১৫ বছরের বকেয়া ইনক্রিমেন্ট ও প্রমোশনের জিও প্রকাশ, যা কর্মচারীরা শীঘ্রই হাতে পাবেন। সপ্তম পে কমিশন খুব শীঘ্রই প্রকাশিত হবে, কেন্দ্রীয় হারে বেতন কার্যকর হবে।

৬. স্বাস্থ্য ও শিক্ষা

■ সরকারি হাসপাতালে রোগীর খাদ্যের বরাদ্দ ১০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ২৫০ টাকা করা হয়েছে। হাসপাতালে দালাল রাজ বন্ধ, বিনামূল্যে উন্নত ওষুধের ব্যবস্থা।- উত্তরবঙ্গে ২টি AIIMS ও ৩টি ক্যান্সার হাসপাতাল তৈরির কলকাতায় মহিলারা আজ নির্ভয় উদ্যোগ। প্রতি জেলায় মেডিকেল কলেজের আসন বৃদ্ধি ও স্কুলে প্রধান শিক্ষক নিয়োগ।

৭. কৃষক ও মহিলা কল্যাণ

■ কৃষকদের PM কিষান ও রাজ্যের ভাতা একসাথে প্রদান। অন্নপূর্ণা ভান্ডার ১৫০০ থেকে বেড়ে ৩০০০ টাকা এবং মহিলাদের জন্য চাকরিতে ৩৩ সংরক্ষণ।

সর্বোপরি, সদ্য প্রস্ফুটিত পদ্মফুলের মতো রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর হাসির কিরণে বঙ্গের অন্ধকার দূর হয়েছে। বঙ্গ ফিরে পাচ্ছে তার ঐতিহ্য। অভয়া থেকে নির্ভয়া; দিল্লি থেকে ক্যান্সার হাসপাতাল তৈরির কলকাতায় মহিলারা আজ নির্ভয় উদ্যোগ। প্রতি জেলায় মেডিকেল কলেজের আসন বৃদ্ধি ও স্কুলে প্রধান শিক্ষক নিয়োগ।

৭. কৃষক ও মহিলা কল্যাণ

■ কৃষকদের PM কিষান ও রাজ্যের ভাতা একসাথে প্রদান। অন্নপূর্ণা ভান্ডার ১৫০০ থেকে বেড়ে ৩০০০ টাকা এবং মহিলাদের জন্য চাকরিতে ৩৩ সংরক্ষণ।

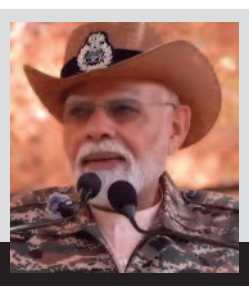
সর্বোপরি, সদ্য প্রস্ফুটিত পদ্মফুলের মতো রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর হাসির কিরণে বঙ্গের অন্ধকার দূর হয়েছে। বঙ্গ ফিরে পাচ্ছে তার ঐতিহ্য। অভয়া থেকে নির্ভয়া; দিল্লি থেকে দিকে ঘোষিত হচ্ছে গেরুয়া যুগ ।

মননের আলো

অধ্যাপক স্বপন কুমার মণ্ডল

আনুগত্য আর দাসত্ব এক নয়। একে শ্রদ্ধাবোধে জাগে, অন্য অসহায়তাবোধে জন্মে। অনুগতকে দাসে পরিণত করলে শ্রদ্ধা চলে যায়, সম্পর্ক তিক্ত হয়।

কোট-স্পিকোট



এই দেওয়ালি সত্যিই বিশেষ। দীর্ঘ দিন ধরে মাওবাদী এবং নকশালবাদের বিরুদ্ধে যে লড়াই দেশ চালিয়েছে, তাতে জয়ী হওয়ার পরে এই প্রথম দেওয়ালি। সারা দেশের প্রতিটা জেলা মাওবাদীমুক্ত হওয়ার পরে এই প্রথম দেওয়ালি। আমাদের দেশের কোটি কোটি নাগরিক মাওবাদীদের আতঙ্ক কাটিয়ে ওঠার পরে এই প্রথম দেওয়ালি।

নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী, ভারতবর্ষ

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

উত্তরাখন্ডে উদ্ধার ৪ যুবকের দেহ ফিরল বাঁকুড়া গ্রামে

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: কালী পূজার দিন সকালে বাঁকুড়ার গ্রামে ফিরল চার বন্ধুর কফিনবন্দি দেহ। তাদের শেষ চোখের দেখা দেখতে এবং শেষ বিদায় জানাতে সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন অসংখ্য মানুষ।

মৃতদেহগুলিকে একজায়গায় নামিয়ে শেষ বিদায় জানানো হয়। বাঁকুড়ার নিলাদ্রী শেখর দানা ও জেলাশাসক অনীশ দাশগুপ্ত নেতৃত্বে এই পুরো বিষয়টি পরিচালিত হয়। এসময় উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, বাঁকুড়া থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক এবং স্থানীয় বিডিও সহ বিভিন্ন সরকারি আধিকারিকেরা। আগামী ১২ নভেম্বর ২৬ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী শালবনী গ্রামে আসবেন পরিবারে সদস্যদের সঙ্গে দেখা করে সমবেদনা জানাতে ও পাশে থাকার কথা জানাতে। জেলা শাসক অনীশ দাশগুপ্ত জানান যে গত ২৭ অক্টোবর ২০২৬ থেকে এই ৫ বন্ধুর খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না। জেলা এবং রাজ্য



প্রশাসন উত্তরাখন্ড সরকারের সাহায্যে উদ্ধার কার্য চালিয়েছে। বাঁকুড়ার গ্রামে ৪ জনের দেহ আনা হয়েছে। এখনও রতন ঘোষ নিখোঁজ। উত্তরাখন্ড সরকার ১-৬ নভেম্বর উদ্ধার কার্য চালিয়েছে। আবহাওয়া খারাপ হওয়ায় সাময়িক তা বন্ধ রয়েছে। পরবর্তিতে রতনের খোঁজ চালানো হবে। জেলা ও রাজ্য প্রশাসন প্রথম দিন থেকে এবিষয়ে পাশে রয়েছে আর আগামীতেও থাকবে। বিধায়ক নিলাদ্রী শেখর দানা জানান যে তাঁরা ৬ দিন ধরে উৎকণ্ঠায় ছিলেন পরিবারে সদস্যরা।আজ তারা বাড়ির ছেলেকে চোখের দেখাদেখতে পেলেন।আমাদের মুখ্যমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী ও উত্তরাখন্ড সরকারের সঙ্গে সমন্বয় রেখে উদ্ধতার কাজ চালিয়েছে। এদিন কলকাতা থেকে সরাসরি চারজনের দেহ শালবনী গ্রামে নিয়ে আসা হয়। পরে জেলা শাসকের কাছ থেকে মনোজ খাওয়াসের দেহকেশরা গ্রামে নিয়ে যান পরিবারের সদস্যরা। জেলাশাসক অনীশ দাশগুপ্ত বলেন, 'উদ্ধার হওয়া দেহগুলি বাঁকুড়ায় ফেরানো হয়েছে। উত্তরকাশী প্রশাসন জানিয়েছে, খারাপ আবহাওয়ার জন্য আপাতত তল্লাশি অভিযান স্থগিত রয়েছে। পরবর্তী সময়ে অভিযান শুরু হলে জানাবে। নিখোঁজ রতন ঘোষের সন্ধান পেতে উত্তরকাশী প্রশাসনের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ থাকবে বলেও জেলাশাসক জানান। এপ্রেক্ষিতে উল্লেখ্য, বাঁকুড়া-২ ব্লকের শালবনি গ্রামের রিন্টু মণ্ডল, তাপস বাউড়ি, রতন ঘোষ, উদয় ঘোষ এবং পার্শ্ববর্তী কেশরা গ্রামের মনোজ খাওয়াস গত ২৪ অক্টোবর ২৬ উত্তরাখণ্ডে যান। গঙ্গোত্রী থেকে কেদারতাল রুটে ট্রেকিং করার পথে তুষারধসে নিখোঁজ হয়ে যান তারা। পরে উদ্ধার হয় রিন্টু, উদয়, তাপস ও মনোজের দেহ। তাদের দেহ শনাক্ত করণ ও ময়না-তদন্ত হয় উত্তরকাশী জেলা হাসপাতালে। তারপর দেহ নিয়ে শুক্রবার রাতে উত্তরকাশী থেকে সড়ক পথে দেরাদুন হয়ে দিল্লি আসেন শনিবার সকালে।সেই রাতেই দিল্লি থেকে দু'টি বিমানে তাদের দেহ কলকাতায় আনা হয়। সেখান থেকে সড়ক পথে আনা হয় বাঁকুড়ার শালবনী গ্রামে। স্থানীয় বাসিন্দা অপূর্ব ঘোষ সারাক্ষণ মৃতদেহগুলির সঙ্গে ছিলেন। এদিকে গ্রামের পথে মৃতদেহ আসতেই ছুটে যান এলাকার প্রায় সকলে। শেষবারের মতো গ্রামের প্রিয় ছেলেদের মুখ দেখতে ভিড় জমে গিয়েছিল। কিন্তু সেই ভিড়ে দেখা মেলেনি রতন ঘোষের পরিবারের কারও। তাদের ছেলের যে চার বন্ধুর দেহ ফিরেছে,তাদের দেখতে যাওয়ার মত মানসিক শক্তিটুকুও হারিয়েছেন তারা। রতনের বাবা ভোলানাথ ঘোষের চোখে ছেলেকে ফিরে পাওয়ার করুন আকুতি। তাঁর কথায়, 'গ্রামের সবাই এলো, আমার ছেলেটা এখনও এল না। প্রশাসন আমার ছেলেকে খুঁজে বার করে দিক।'



সিউড়ি ডাঙ্গালপাড়ায় রেডরোজ ক্লাবের কালী পুজোর উদ্বোধনে রাজ্যের উচ্চ শিক্ষামন্ত্রী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়।



রবিবার সন্ধ্যায় সিউড়ি ত্রাণ সমিতির কালীপুজো উদ্বোধন করছেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উচ্চ শিক্ষা মন্ত্রী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়।



কোঙরপুর যুব সম্প্রদায়ের শ্যামা পুজোর উদ্বোধন করলেন ঘাটালের বিধায়ক শীতল কপাট।



শয়লা পল্লীবাসীর উদ্যোগে আয়োজিত মা ভবতারিণীর পুজোর শুভ সূচনা করলেন দাসপুরের বিধায়ক তপন দত্ত ও দাসপুর থানার পুলিশ আধিকারিক শুভঙ্কর রায়।



সিউড়ি বাসস্ট্যান্ডে ক্লাসিক এন্ড ম্যাগনেট ক্লাবের কালীপুজো এবার ৩৬ তম বর্ষে পদার্পণ করল। রবিবার সন্ধ্যায় পুজো মন্ডপে ক্লাবের পক্ষ থেকে মা কালীর প্রতিকৃতি উচ্চ শিক্ষামন্ত্রী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়ের হাতে তুলে দেন সদস্যরা।

ক্ষীরপাইয়ে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু স্বামীর, আহত স্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঘাটাল: পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ক্ষীরপাই-রামজীবনপুর রাজ্য সড়কের মহাবালার কাছে প্রাইভেট কার ও বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল বাইক আরোহী সমীর কারকের। গুরুতর আহত হয়েছেন তাঁর স্ত্রী নীলিমা কারক। জানা গিয়েছে, ঘাটালের জলসরা এলাকার বাসিন্দা সমীর কারক তাঁর স্ত্রী নীলিমা কারককে সঙ্গে নিয়ে বাইকে করে রামজীবনপুরে মেয়ের বাড়ির উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন। সেই সময় মহাবালার কাছে একটি প্রাইভেট কারের সঙ্গে তাঁদের বাইকের সংঘর্ষ হয়। দুর্ঘটনার পর স্থানীয়দের সহযোগিতায় দু'জনকে উদ্ধার করে ক্ষীরপাই গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয় সমীর কারকের। অন্যদিকে, গুরুতর আহত নীলিমা কারককে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঘাটাল হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

রামকৃষ্ণের জন্মভূমি কামারপুকুর মঠ ও মিশনে নিষ্ঠাভরে শ্যামাপুজো

মহেশ্বর চক্রবর্তী



আরামবাগ: ঠাকুর রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ইষ্ট দেবতা ছিলেন মা কালী। দীপান্বিতা অমাবস্যায় তাঁর জন্মস্থান কামারপুকুরে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনে নিষ্ঠা ভরে কালীপুজো হয়ে গেল। এখানকার পুজো বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা মতে হয়েছে। বেলুড় মঠের সন্ন্যাসী মঠের পুজো করেন। এ বছর বেলুড় মঠের সহকারী সেক্রেটারি শ্রীমদ্ভ স্বামী দত্তরানন্দজি মহারাজ ও তন্ত্রসাধক পূজা পাঠ করেন। গদাধর আর মা কালীকে ঘিরে কত লৌকিক কাহিনী জড়িয়ে রয়েছে কামারপুকুর জুড়ে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মস্থান কামারপুকুর মঠ ও মিশনে কালীপুজোকে ঘিরে ভক্তদের ভক্তি অগাধ। এদিন গোটা মঠ আলোকসজ্জায় সাজিয়ে তোলা হয়। বহু দর্শনার্থীদের সমাগম হয়।অন্যান্য দিনগুলিতে মঠ রাত ৯টায় বন্ধ হয়ে গেলেও উৎসব উপলক্ষে সারা রাত মঠ খোলা ছিল। ভক্তরা সারা রাতই মঠে মা কালীর দর্শন করেন। রাত বাড়তেই ভক্তি ও আধ্যাত্মিকতার আবহে মুখর হয়ে উঠবে মঠ প্রাঙ্গণ। রাত ৯টা নাগাদ শুরু হয় পুজো। এরপর সারা রাত ধরে চলে মায়ের আরাধনা। পুজোয় অংশগ্রহণ করেন দেশ-বিদেশ থেকে আসা অসংখ্য ভক্ত। মঠ সূত্রে জানা গিয়েছে, ভোরবেলা থেকে ভক্তদের মধ্যে মা কালীর প্রসাদ বিতরণ শুরু হয়, যা চলে সকাল সাড়ে সাতটা পর্যন্ত।কামারপুকুরের এই শ্যামাপুজোর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে গভীর আধ্যাত্মিক ইতিহাস। কারণ, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে মা কালী ছিলেন পরম আরাধ্য দেবী। ১৮৫৫ সালে রানি রাসমণি প্রতিষ্ঠিত দক্ষিণেশ্বরের কালীমন্দিরে পুরোহিতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন তিনি। সেখানেই মায়ের প্রতি তাঁর অসীম ভক্তি, সাধনা ও আধ্যাত্মিক উপলব্ধি এক অনন্য উচ্চতায় পৌঁছয়। মা কালীর প্রতি ঠাকুরের সেই গভীর প্রেম ও ভক্তি আজও দেশ-বিদেশের অগণিত মানুষকে অনুপ্রাণিত করে। আর সেই মহাপুরুষেরই জন্মভূমি কামারপুকুরের রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনে শ্যামাপুজো দেখতে প্রতি বছর দূরদূরান্ত থেকে ছুটে আসেন ভক্তরা। অনেকের কাছেই এই পুজো শুধুমাত্র ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়, বরং ঠাকুরের স্মৃতি ও আধ্যাত্মিক চেতনার সঙ্গে একাত্ম হওয়ার বিশেষ মুহূর্ত। এই বিষয়ে কামারপুকুর মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী লোকোত্তরানন্দজী মহারাজ বলেন, 'প্রতি বছরই কামারপুকুর মঠ ও মিশনে মা কালীর পূজো পাঠ হয়। এই বছরও পূজো হচ্ছে। কুমোরটুলি থেকে মিস্ত্রি এসেছিলেন। কালী পূজার আগের দিন থেকে মঠে প্রদীপ জ্বালানো হয়েছে। বেলুড় মঠের অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারী মহারাজ ও তন্ত্র সাধক পুজোপাঠ করেন। বিদেশ থেকে ভক্তরা এসেছেন। গেস্টহাউসে লন্ডনের একজন ভক্ত আছেন। মোটের গেট সারারাত খোলা থাকবে। ভক্তরা মায়ের দর্শন করতে পারবেন।' সব মিলিয়ে এদিন কামারপুকুর মঠ ও মিশনে কালী পুজোকে কেন্দ্র করে বিশেষ পুজো পাঠের পাশাপাশি অসংখ্য ভক্ত সমাগম হয়।



হিন্দ মোটরে একটি কালীপুজোর উদ্বোধনে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার ও এলাকার বিধায়ক দীপাঞ্জন চক্রবর্তী।

সিঙ্গুরের ঐতিহাসিক 'ডাকাতকালী মন্দির' ও কিছু অজানা অধ্যায়

বনস্পতি দে



হুগলি: কালীপুজো মানেই আলোর রোশনাই আর ভক্তির জোয়ার। কিন্তু এই উৎসবের আবহেও হুগলি জেলার সিঙ্গুরের একটি প্রাচীন কালীমন্দির প্রতি বছর আলাদা করে মানুষের নজর কাড়ে। সিঙ্গুরের পুরুষোত্তমপুর এলাকায় অবস্থিত এই মন্দিরটি স্থানীয়দের কাছে 'ডাকাতকালী মন্দির' নামেই সমধিক পরিচিত। শতাব্দীর পর শতাব্দী পেরিয়ে গেলেও এই মন্দিরকে কেন্দ্র করে আজও বেঁচে রয়েছে গা ছমছমে ইতিহাস, দুর্ধষ ডাকাতদের নানা রোমহর্ষক কাহিনী এবং শ্রীশ্রী সারদাদেবীর সঙ্গে জড়িত এক অদ্ভুত অলৌকিক স্মৃতি।

প্রবীণদের মুখে শোনা জনশ্রুতি অনুযায়ী, বহু বছর আগে বর্তমান সিঙ্গুর অঞ্চলটি ছিল ঘেরা ছমছমে গভীর জঙ্গল ও জনমানবহীন এক এলাকা। সেই যুগে রঘু ডাকাত কিংবা গগন সর্দারের মতো কুখ্যাত ডাকাত সর্দারের দল এই অঞ্চলে সক্রিয় ছিল। কথিত আছে, কোনো বড় ডাকাতি অভিযানে যাওয়ার আগে এই বনের ভেতরেই দেবীর আরাধনা করত তারা। এমনকি সেই অন্ধকার যুগে এখানে নরবলির মতো নৃশংস প্রথার প্রচলন ছিল বলেও লোকমুখে প্রচলিত রয়েছে। পরবর্তীতে বর্ধমানের মহারাজার সদিচ্ছা এবং এক ঐশ্বরিক স্বপ্নাদেশের ভিত্তিতে বর্তমানের এই আটচালা মন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত হয়। মন্দিরের গর্ভগৃহে প্রায় নয় ফুট উচ্চতার এক বিশালাকার কালিকা মূর্তি নিত্যদিন পূজিতা হয়ে আসছেন।

তবে এই মন্দিরের ইতিহাসের পাতায় সবচেয়ে উজ্জ্বল এবং রোমহর্ষক অধ্যায়টি জুড়ে রয়েছে শ্রীশ্রী সারদাদেবীর জীবনের সঙ্গে। লোককথা অনুসারে, দক্ষিণেশ্বরে অসুস্থ শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে দেখতে কামারপুকুর থেকে পায়ে হেঁটে অথবা পালকিতে করে রওনা দিয়েছিলেন সারদাদেবী। সেই যাত্রাপথে কোনোভাবে পথভুল করে তিনি এসে পড়েন খোদ ডাকাতদের ডেরায়। মুহূর্তের মধ্যে গগন সর্দার ও তার সশস্ত্র দলবল পালকি ঘিরে ধরে। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তেই এক অভাবনীয় অলৌকিক ঘটনা ঘটে; সারদাদেবীর মুখমণ্ডলে সাক্ষাৎ মা কালীর রূপ ও প্রতিচ্ছবি দেখতে পায় ডাকাতরা। পলকে তাদের মনের ভুল ভেঙে যায় এবং তারা পায়ে লুটিয়ে পড়ে মায়ের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে।

রাত হয়ে যাওয়ায় সেই ডাকাতরাই সারদাদেবীর নিরাপত্তার পুরো দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে নেয় এবং সেই রাতে তাদের ডেরায় তাঁকে অন্নভোগ হিসেবে সাধারণ চাল ও কড়াই ভাজা পরিবেশন করে। সেই প্রাচীন স্মারক ঐতিহ্যকে টিকিয়ে রেখেই আজও সিঙ্গুরের এই ডাকাতকালী মন্দিরে কালীপুজোর বিশেষ ভোগে অন্যান্য উপাদানের পাশাপাশি চাল ও কড়াই ভাজা নিবেদন করার দীর্ঘদিনের প্রথা পরম নিষ্ঠায় পালন করা হয়।

এই মন্দির ঘিরে প্রচলিত রয়েছে আরও বহু লোককথা ও রহস্যময় কাহিনী। প্রবীণদের অনেকের মতেই, এই মন্দির প্রাঙ্গণের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে রহস্যময় 'বর-কনে খাওয়া কালী'র মতো রোমাঞ্চকর উপকথাও। যদিও এই ধরণের লোককথার কোনো পোক্ত ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই, তবুও ভক্তকুলের মনে এই মন্দিরের প্রতি ভীতি, বিস্ময় ও ভক্তির অদ্ভুত এক সংমিশ্রণ আজও অমলিন।

কালের নিয়মে সিঙ্গুরের সেই দুর্গম ভয়ের জঙ্গল আজ আর নেই, চারপাশ জুড়ে গড়ে উঠেছে জনবসতি। তবুও প্রাচীন রীতিনীতি মেনে অমাবস্যা কিংবা দীপাবলির রাতে এই মন্দিরে ভক্তদের উপচে পড়া ভিড় লক্ষ্য করা যায়। স্থানীয় সেবায়েত ও উন্নয়ন কমিটির সার্বিক তত্ত্বাবধানে আজও অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পূজিতা হন এই জাগ্রত দেবী। ইতিহাস, ঐতিহ্য আর অলৌকিকতার এমন দুর্লভ মেলবন্ধন চাক্ষুষ করতে আজও দূরদূরান্ত থেকে মানুষ ছুটে আসেন সিঙ্গুরের এই ঐতিহাসিক ডাকাতকালী মন্দিরে।

তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্যের গোয়াল ঘর থেকে বোমা ও কার্তুজ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: গোপন সূত্রে খবর পেয়ে পুলিশের আচমকা অভিযানে তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্যের গোয়ালঘর থেকে উদ্ধার হল পলিথিন ড্রামে রাখা ৪টি বোমা-সহ ঝুড়িতে রাখা ৩টি কার্তুজ। ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে পূর্ব বর্ধমানের মন্তেশ্বরের বামুনপাড়া পঞ্চায়েতের শাহাজাদপুর গ্রামে। পুলিশ ঘিরে রাখে গোটা এলাকা। জানা গিয়েছে, বামুনপাড়া পঞ্চায়েতের তৃণমূলের সদস্য আব্দুল কাশেম শেখ-এর গোয়ালঘর থেকে উদ্ধার হয় বোমা-সহ কার্তুজ। তবে ঘটনার পর থেকেই বাড়ির সদস্যরা পলাতক। বৃদ্ধা মা শুধুমাত্র রয়েছেন বাড়িতে। কোথা থেকে বোমা এল, কেন গোয়ালঘরে বোমা মজুত, তার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। দুর্গাপুর থেকে বোম স্কোয়াড, ভাতাড় থেকে দমকলের ইঞ্জিন, মন্তেশ্বর হাসপাতাল থেকে চিকিৎসক-সহ পুলিশ প্রশাসনের আধিকারিকদের উপস্থিতিতে নিষ্ক্রিয় করা হয় ৪টি দেশী বোমা। শাহাজাদপুর পশ্চিম মাঠে খড়ি নদীর ধারে ফাঁকা জায়গায় নিষ্ক্রিয় করা হয় বোমাগুলি। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। পলাতকদের খোঁজ শুরু করেছে মন্তেশ্বর থানার পুলিশ।

স্বাধীনতার ৭৯ বছর পর দীপাবলিতে জ্বলল বিদ্যুতের আলো



নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: স্বাধীনতার দীর্ঘ ৭৯ বছর পর হুগলির তারকেশ্বরের চাকদা গ্রামের আদিবাসী পাড়ায় অবশেষে জ্বলে উঠল বিদ্যুতের আলোর ঝলক। দীর্ঘদিনের অন্ধকার আর বঞ্চনার দিন পেরিয়ে দীপাবলির ঠিক আগে এই গ্রামের প্রায় একশোটি পরিবারে হাসির হাওয়া বইয়ে দিয়েছে রাজ্য সরকারের 'হাসির আলো' প্রকল্প।

মাটির বাড়ি, সবুজ আলপথ আর পুকুরে ঘেরা চাকদা গ্রামের ছবিটা আর পাঁচটা সাধারণ গ্রামের মতোই ছিল। কিন্তু সূর্যাস্ত হলেই সেখানে নেমে আসত গাঢ় অন্ধকার। কুপি বা লণ্ঠন জ্বালিয়েই এতদিন কাটত গ্রামবাসীদের রাত। এক স্থানীয় বাসিন্দা আবেগপ্রবণ হয়ে জানান, 'লণ্ঠন জ্বালিয়ে রান্না করতাম, ছেলেকে পড়াতাম। কী যে কষ্ট হতো!' স্বাধীনতার এত বছর পরেও বিদ্যুৎ না পাওয়ায় এই জনপদের মানুষের কষ্টের অন্ত ছিল না।

গ্রামবাসীদের অভিযোগ, এতদিন মূলত রাজনৈতিক টানাপোড়েন এবং বিরোধীদের ভোট দেওয়ার জন্যই বঞ্চনার শিকার হতে হয়েছে তাঁদের। তবে সমস্ত অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে অবশেষে 'হাসির আলো' প্রকল্পের মাধ্যমে আলোর মুখ দেখল চাকদার আদিবাসী পাড়া। সম্প্রতি এলাকায় পানীয় জলের ব্যবস্থাও করা হয়েছিল।

গ্রামের এই সাফল্যে সন্তোষ প্রকাশ করে স্থানীয় বিধায়ক সন্তু পান জানান, চাকদায় বিদ্যুৎ সংযোগের ব্যবস্থা করতে তিনি স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছিলেন। তাঁর দাবি, চিঠি পাঠানোর মাত্র দু'সপ্তাহের মধ্যেই বিদ্যুৎ পৌঁছে গেছে গ্রামে। সামনেই দীপাবলি। উৎসবের ঠিক আগে আদিবাসী পাড়ার প্রতিটি ঘর এই আলোর ছোঁয়ায় আলোকিত হওয়ায় খুশির জোয়ার বইছে চারদিকে। দীর্ঘদিনের অন্ধকার কাটিয়ে গ্রামবাসীরা এখন নতুন ছন্দে একসঙ্গে আলোর উৎসব উদযাপনের প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

সমস্ত রেকর্ড ছাপিয়ে ভিড় মৌতড়ের বিখ্যাত কালীপুজোতে

আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়

পুরুলিয়া: প্রতি বছরের মতো এবারও মহাধুমধাম ও ভক্তি নিষ্ঠার সঙ্গে পূজিত হল পুরুলিয়ার সেরা তথা রাজ্যের মধ্যে অন্যতম মৌতড়ের জাগ্রত মা বড়কালী। পুজোর দিন রবিবার সকাল থেকেই মন্দির চত্বরে ভক্তদের উপচে পড়া ভিড় লক্ষ্য করা গিয়েছে।

কথিত আছে, মৌতড়ের এই মা বড়কালী অত্যন্ত জাগ্রত। বহু বছর ধরে এখানে নিষ্ঠা সহকারে মায়ের পূজো হয়ে আসছে। এবারেও তার অন্যথা হয়নি।

পুজো উপলক্ষে মন্দির সংলগ্ন এলাকায় বসেছে বড় মেলা। মেলায় রয়েছে মিষ্টির দোকান, খেলনার দোকান, মনোহারি দোকান, নাগরদোলা-সহ নানা পসরা। মেলাকে ঘিরে ছোট থেকে বড় সকলের মধ্যে উৎসবের আমেজ।

পুরুলিয়া তথা জেলার সব থেকে বড় জনপ্রিয় জাগ্রত মৌতড়ের মা বড় কালীর কাছে মনস্কামনা পূরণের আশায় হাজির হয়েছিলেন রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের পাশাপাশি ভিন রাজ্য ঝাড়খণ্ড, বিহার, ওড়িশা-সহ বিভিন্ন রাজ্য থেকে হাজার হাজার দর্শনার্থীরা।

কলকাতার চোরবাগানের ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়ে এবারে এই পুজোয় পুলিশি নিরাপত্তা ব্যবস্থা অনেক বেশি জোরদার করা হয়েছিল। তবে মায়ের পুজোর কোন খামতি ছিল না। অন্যান্য বারের থেকে এবার



মৌতড়ের মা বড় কালীর পুজোয় মানুষের জমায়েত হয়েছিল অনেকটাই বেশি। এবার লক্ষাধিকেরও থেকেও বেশি মানুষের সমাগম হয়েছিল। যা অতীতের সমস্ত রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে। এসেছিল আসানসোল, কলকাতা, দুর্গাপুর, বর্ধমান থেকে প্রচুর দর্শনার্থী।বর্ধমানের মেমারি থেকে আগত দর্শনার্থী রোহিত চ্যাটার্জি, বিবেক চ্যাটার্জি-সহ অনেকেই জানায় তারা এত বড় পুজো এই প্রথমবার দেখলো। এছাড়া তারা হতবাক হয়েছেন এত সংখ্যায় পশু বলি দেওয়ার ঘটনা স্বচক্ষে দেখে। মন্দির প্রাঙ্গণে ব্যাপক সংখ্যায় ভিড় সামলাতে গ্রামবাসীদের সাথে স্থানীয় ক্লাব ও প্রশাসনের সঙ্গে ছিল বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সদস্য কর্মীরাও।

পুজোর সময় ভিড় সামলাতে তেমন সমস্যা না দেখা দিলেও, পুজোর রাত বারোটা থেকে পরের দিন পর্যন্ত চলা পশু বলি দেখতে মানুষের আবেগের বাঁধ ভাঙে বলির সময়। ভিড় সামলাতে হাঁড়ি কাঠের চারদিকে দেওয়া হয় লোহার শক্ত মজবুত বেড়া। মৌতড়ের কালীপূজার দিনই যে কেবলমাত্র পশু বলি হয় এমনটা নয়। এই কালি পুজোতে বারো মাসে একদিন বাদে বছরের সব দিনই এখানে দেবীর উদ্দেশ্যে ছাগ, কাড়া (মহিষ) ভেড়া উৎসর্গ করা হয়। শুধু দুর্গাপুজার অষ্টমীর দিন বলি হয় না এখানে। পুজো উপলক্ষে মন্দির সংলগ্ন এলাকায় বসেছে বড় মেলা। মেলায় রয়েছে মিষ্টির দোকান, খেলনার দোকান, মনোহারি দোকান, নাগরদোলা-সহ নানা পসরা। মেলাকে ঘিরে ছোট থেকে বড় সকলের মধ্যে উৎসবের আমেজ।

সন্ধ্যায় মায়ের বিশেষ সন্ধ্যা আরতি ও ভোগ বিতরণের আয়োজন করা হয়েছে। পূজো কমিটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, হাজার হাজার ভক্তের জন্য ভোগের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ভিড় সামলাতে ও শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে পুলিশের পক্ষ থেকে বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে। খোদ রঘুনাথপুরের এসডিপিও রোহেদ শেখ ও রঘুনাথপুর থানার আই সি অতনু সাঁতরাকে ভিড়ের মাঝে দাঁড়িয়ে ভিড় সামাল দিতে দেখা যায়। সব মিলিয়ে মা বড়কালীর পূজোকে কেন্দ্র করে গোটা মৌতড় এলাকা উৎসবমুখর হয়ে উঠেছে।

অনুপ্রবেশ রুখতে কড়া শুভেন্দু ৭১ কিমি সীমান্তে বেড়ার আশ্বাস

নিজস্ব প্রতিবেদন, হিঙ্গলগঞ্জ: দীপাবলিতে বিএসএফ জওয়ানদের পাশে দাঁড়িয়ে সীমান্ত সুরক্ষা ও অনুপ্রবেশ রোধে কড়া অবস্থানের কথা জানালেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার হিঙ্গলগঞ্জ ব্লকের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে বিএসএফের জওয়ানদের সঙ্গে উৎসবের শুভেচ্ছা বিনিময় করেন তিনি। তাঁর সঙ্গে ছিলেন সন্দেশখালির বিজেপি বিধায়ক রেখা পাত্র।

সীমান্তে দাঁড়িয়ে অনুপ্রবেশ রোধে কঠোর পদক্ষেপের বার্তা দেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর দাবি, ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের প্রায় ১৫ কিলোমিটার এলাকায় বর্তমানে চিরুনি তল্লাশি চলছে। ইতিমধ্যেই কয়েক লক্ষ বাংলাদেশিকে সীমান্ত এলাকা থেকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। দেশের নিরাপত্তার প্রশ্নে কোনও আপস করা হবে না এবং একজন অনুপ্রবেশকারীকেও এ



দেশে থাকতে দেওয়া হবে না বলে হুঁশিয়ারি দেন বিরোধী দলনেতা। সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণ নিয়েও বড় ঘোষণা করেন শুভেন্দু। তাঁর বক্তব্য, বিএসএফের হাতে জমি তুলে দেওয়ার প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। প্রায় ৭১ কিলোমিটার সীমান্ত এলাকায় বেড়া নির্মাণের জন্য জমি চিহ্নিত করা হয়েছে। শীঘ্রই সেখানে কাজ শুরু হবে। নিরাপত্তার স্বার্থে সীমান্তের কোনও অংশই অরক্ষিত রাখা চলবে না বলে স্পষ্ট জানান তিনি। দীপাবলিতে জওয়ানদের সঙ্গে সময় কাটানোর প্রসঙ্গে শুভেন্দু বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী ও প্রতিরক্ষামন্ত্রী যেভাবে দেশের সেনা ও সীমান্তরক্ষীদের সঙ্গে উৎসবের আনন্দ ভাগ করে নিচ্ছেন, সেই ভাবনাকে সামনে রেখেই আমার এই সীমান্ত সফর। যাঁরা পরিবার-পরিজনের কাছ থেকে দূরে থেকে দিনরাত দেশের সীমান্ত পাহারা দিচ্ছেন, তাঁদের পাশে দাঁড়ানো এবং সম্মান জানানোই এই উদ্যোগের মূল উদ্দেশ্য।'

সীমান্ত সুরক্ষা, অনুপ্রবেশ রোধ এবং কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণ;এই তিন প্রশ্নে কেন্দ্র ও রাজ্যের সমন্বয়ের পাশাপাশি কঠোর পদক্ষেপের বার্তাই উঠে এল মুখ্যমন্ত্রীর হিঙ্গলগঞ্জ সফরে।



সিউড়ি-ডাঙ্গালপাড়ায় চক্রবর্তী বাড়ি কালীপুজোতে পূজিতা হন দেবী দুর্গাও।

মুখ্যমন্ত্রীর সফর ঘিরে গোঘাটে প্রশাসনিক তৎপরতা, পরিদর্শনে বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: মুখ্যমন্ত্রীর আগমন ঘিরে গোঘাটের সেলামপুরে প্রস্তুতি তুঙ্গে। রবিবার সভাস্থল ও যাতায়াতের রুট পরিদর্শন করলেন প্রশাসনিক আধিকারিকরা।

আগামী ১৭ নভেম্বর গোঘাট বিধানসভার সেলামপুর গ্রামে জগদ্ধাত্রী পুজোর শুভ উদ্বোধন উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর আগমনকে কেন্দ্র করে জোরকদমে শুরু হয়েছে প্রস্তুতি। মুখ্যমন্ত্রীর এই সফরকে ঘিরে ইতিমধ্যেই প্রশাসনিক স্তরে তৎপরতা শুরু হয়েছে। অনুষ্ঠানস্থলের পরিকাঠামো, নিরাপত্তা ব্যবস্থা, যানবাহন চলাচল এবং যাতায়াতের রুট খতিয়ে দেখতে সরেজমিনে পরিদর্শনে নামেন প্রশাসনিক আধিকারিকরা। মুখ্যমন্ত্রীর আগমন উপলক্ষে যাতে কোনওরকম অপ্রীতিকর পরিস্থিতি তৈরি না হয় এবং গোটা অনুষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা যায়, সেই লক্ষ্যেই বিভিন্ন দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে। বিশেষ করে মুখ্যমন্ত্রীর যাতায়াতের রাস্তা, যানজট নিয়ন্ত্রণ, নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং অনুষ্ঠানস্থলের প্রস্তুতি নিয়ে প্রশাসনের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। পাশাপাশি পুজো উদ্যোক্তা ও স্থানীয়দের সঙ্গেও সমন্বয় রেখে প্রস্তুতির



কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে গোঘাটের বিজেপি বিধায়ক প্রশান্ত দিগার বলেন, 'সেলামপুরের জগদ্ধাত্রী পুজোকে কেন্দ্র করে মুখ্যমন্ত্রীর আগমন গোঘাটবাসীর কাছে অত্যন্ত আনন্দ ও গর্বের বিষয়। মুখ্যমন্ত্রীর এই সফর যাতে সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়, তার জন্য সমস্ত রকম প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। প্রশাসনিক আধিকারিকরা ইতিমধ্যেই অনুষ্ঠানস্থল এবং যাতায়াতের রাস্তা পরিদর্শন করেছেন। নিরাপত্তা থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষের যাতায়াত, সব দিকেই বিশেষ নজর দেওয়া হচ্ছে। আমরা চাই, এই অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে গোঘাটের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও সম্প্রীতির সুন্দর ছবি সবার সামনে তুলে ধরা হোক।'

৬০ বছরে পদার্পণ পর্বতপুরের ঐতিহ্যবাহী 'পাহাড়ে কালী' পুজো

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: আলোর রোশনাই, ঢাকের কাঁসর-ঘণ্টার শব্দ আর শ্রদ্ধার আবহে পর্বতপুরে উদযাপিত হচ্ছে ঐতিহ্যবাহী 'পাহাড়ে কালী' পুজো। একসময় পর্বতপুর দক্ষিণপাড়ায় অত্যন্ত ছোট পরিসরে যে আরাধনার সূচনা হয়েছিল, তা আজ রূপ নিয়েছে এক বিরাট উৎসবে। ৬০ বছরের ঐতিহ্য ও আবেগকে পাথেয় করে এ বছরও জাঁকজমকপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হচ্ছে শক্তির এই পুজো।

ইতিহাস ও উত্তরসূরিদের প্রচেষ্টা

আজ থেকে প্রায় ছয় দশক আগে পর্বতপুর দক্ষিণপাড়ার বুকে এই পুজোর সূচনা করেছিলেন উদয়শংকর লাহা, সত্যনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, পাঁচুগোপাল ঘোষ, প্রদ্যুৎ চট্টোপাধ্যায়, ভদ্দেরশ্বর দত্ত এবং দেবীদাস চট্টোপাধ্যায়। কালের নিয়মে আজ প্রতিষ্ঠাতা উদ্যোক্তারা কেউ বেঁচে নেই, তবে থেকে গিয়েছে তাঁদের রেখে যাওয়া স্মৃতি ও সংস্কৃতি। প্রতিষ্ঠাতাদের প্রয়াণের পর গ্রামেরই একদল উদ্যমী যুবক এই পুজোর সমস্ত দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে তুলে নেন। তাঁদের হাত ধরেই পঁচিশ অতিক্রম করে আজ ৬০ বছরে পা দিয়েছে এই পাহাড়ের কোলের



পুজো।

আলোর রোশনাই ও মেগা ভোজের আয়োজন

এবারেও আলোকসজ্জা ও আয়োজনে কোনো খামতি রাখেনি পুজো কমিটি। বর্ণাঢ্য এলইডি লাইটের রোশনাইয়ে চকমক করছে গোটা পুজো প্রাঙ্গণ। দর্শনার্থীদের আকর্ষণ বাড়াতে আয়োজন করা হয়েছে নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের। পুজো উপলক্ষে বয়ে আনা হয়েছে এক বিশেষ সামাজিক মেলবন্ধনের বার্তা। প্রতি বছরের মতো এ বছরও পুজোর পরদিন সমগ্র গ্রামবাসীদের জন্য আয়োজন করা হয়েছে মেগা খিচুড়ি মহাপ্রসাদ ভোজের। গৃহবধূদের জন্য বিশেষ বিসর্জন উৎসব

তবে এই পুজোর অন্যতম প্রধান আকর্ষণ বিজয়া বা বিসর্জনের দিনটি। সারা বছর সংসারের নানা ব্যস্ততা ও কাজের মধ্যে কাটান গ্রামের গৃহবধূরা। তাঁদের বিনোদন ও বাড়তি আনন্দের কথা মাথায় রেখে বিসর্জনের দিন বিশেষ সাংস্কৃতিক ও সঙ্গীতানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়ে থাকে। বিসর্জনের দিন নাচ-গান ও আনন্দে মেতে ওঠেন গ্রামের মহিলারা।

স্মৃতিকে পাথেয় করে আগামী দিনের পরিকল্পনা

উদ্যোক্তাদের কথায়, 'প্রতিষ্ঠাতাদের স্মৃতি আজও আমাদের কাছে পরম বেদনার ও শ্রদ্ধার। তাঁদের হাতে শুরু হওয়া এই পুজোকে বছরের পর বছর ধরে আমরা ভালোবেসে এগিয়ে নিয়ে চলেছি।' সেই স্মৃতিকে পাথেয় করেই এই পুজোকে আগামী দিনে আরও বড় ও মহতী রূপ দেওয়া হবে বলে জানান বর্তমান কমিটির সদস্যরা। পর্বতপুরবাসীসহ আশপাশের এলাকার সবাইকে এই আনন্দ উৎসবে শামিল হওয়ার আহ্বান

সদ্যোজাতের করুণ মৃত্যু, কাঠগড়ায় উত্তরপাড়ার নার্সিংহোম

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: উত্তরপাড়া পৌরসভার ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের একটি বেসরকারি নার্সিং হোম চত্বর থেকে সদ্যোজাতকে শনিবার ফেলে দেওয়ার ঘটনায় তীব্র আলোড়ন ছড়িয়েছে সমগ্র অঞ্চলে। খবর পেয়েই দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটের তদন্তকারী দল। চিকিৎসাধীন অবস্থায় রবিবার শিশুটির মৃত্যু হওয়ায় উত্তরপাড়া থানা এই ঘটনার তদন্ত আরও জোরদার করেছে।

পুলিশের তরফ থেকে জানানো হয়েছে যে, সংশ্লিষ্ট নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে ইতিমধ্যেই একটি লিখিত অভিযোগ জমা নেওয়া হয়েছে। আইনি প্রক্রিয়া মেনে মৃত শিশুটির ময়নাতদন্ত সম্পন্ন করা হচ্ছে। এই ঘটনার পেছনে অন্য কারোর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ মদত কিংবা গাফিলতি রয়েছে কিনা, তা গভীরভাবে খতিয়ে দেখছে থানা এবং দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর প্রশাসনিক পদক্ষেপ নেওয়া হবে। এই ঘটনাকে ঘিরে স্থানীয় বাসিন্দাদের ক্ষোভ তুঙ্গে পৌঁছেছে। ভর্তি প্রক্রিয়া থেকে শুরু করে নিরাপত্তার অভাব;প্রতিটি ধাপে নার্সিং হোমের গাফিলতি স্পষ্ট বলে মনে করছেন তাঁরা। প্রথমত, ভর্তির সময়ে কর্তব্যরত চিকিৎসক কীভাবে একজন গর্ভবতী নাবালিকাকে চিহ্নিত করতে ব্যর্থ হলেন, তা নিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন এলাকার মানুষ। দ্বিতীয়ত, সাধারণ পেট ব্যথার চিকিৎসার জন্য হাওড়া জেলা পেরিয়ে হুগলি জেলার এই নির্দিষ্ট নার্সিংহোমে আসার কারণ নিয়েও রহস্য দানা বাঁধছে। তৃতীয়ত, নার্সিংহোমের অভ্যন্তরে রোগী নিজে প্রসব করে সন্তান ফেলে দেওয়ার সময় স্বাস্থ্যকর্মীদের নজরদারি কোথায় ছিল, সেই প্রশ্নও উঠেছে।

ঘটনার স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ তদন্তের জন্য রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর এবং রাজ্য পুলিশের উচ্চপর্যায়ের হস্তক্ষেপ দাবি করেছেন সাধারণ মানুষ। রাজনৈতিক প্রভাব বা শাসকদলের নেতাদের আশ্রয়ে ঘটনাটি ধামাচাপা দেওয়ার যেকোনো চক্রান্তের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থার দাবি জানিয়েছেন ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী।



বারাসাত বিদ্রোহী সংঘ কালী পূজা।



বারাসাত শক্তি মন্দির পুজো প্যান্ডেল।



হাওড়ার বাগনানের বাইনান বিবেকানন্দ স্পোর্টিং ক্লাবের প্রতিমা।

মেমারীতে ভস্মীভূত কুম্ভকারের মাটির জিনিস তৈরির আটচালা

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: ভূত চতুর্দশীর পবিত্র ও উৎসবমুখর রাতে এক ভয়াবহ অগ্নিকান্ডের ঘটনায় তুমুল চাঞ্চল্য ছড়াল পূর্ব বর্ধমান জেলার মেমারী ২নম্বর ব্লকের মালম্বা মেলাতলা এলাকায়। আকস্মিক এই অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে এক কুম্ভকার পরিবারের মাটির জিনিস তৈরির ঘর ও সংলগ্ন এলাকা। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মেমারী ২ নম্বর ব্লকের বড়পলাশন ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত মালম্বা গ্রামের বাসিন্দা শ্মশান পাল পেশায় একজন কুম্ভকার। তাঁর বাড়িতে মাটির নানা সামগ্রী তৈরি করা হয়। প্রাথমিক অনুমান, মাটির জিনিস পোড়ানোর জন্যই যে গনগনে আগুনের আঁচে কাজ করা হচ্ছিল, সেখান থেকেই কোনোভাবে এই ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত হয়। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই আগুন ভয়াবহ রূপ ধারণ করে। কাজের জন্য বাড়ির ভিতরে তৈরি একটি বড় আটচালা সম্পূর্ণভাবে পুড়ে ভস্মীভূত হয়ে যায়। পাশাপাশি, আগুনের লেলিহান শিখার তীব্রতায় আশেপাশের কয়েকটি গাছও পুড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। হঠাৎ এই বিপদে মুহূর্তের মধ্যে এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। ভয়াবহ এই আগুন দেখে স্থানীয় মানুষজন দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন এবং নিজেদের উদ্যোগেই প্রথম আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগান। তবে আগুনের তীব্রতা বেশি থাকায় তা হু হু করে চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়ায় দ্রুত খবর দেওয়া হয় সাতগাছিয়া ফাঁড়ির পুলিশকে এবং দমকল বাহিনীতে। খবর পাওয়া মাত্রই মেমারী থেকে দমকলের একটি ইঞ্জিন দ্রুত ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছায়। দমকলকর্মী ও স্থানীয় বাসিন্দাদের যৌথ তৎপরতায় দীর্ঘক্ষণের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।

সাধক কমলাকান্ত ও কোটালহাটের সিদ্ধপীঠ বর্ধমানের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য

সুজিত ভট্টাচার্য

পূর্ব বর্ধমান: রাঢ় বাংলার প্রাচীন ঐতিহ্য ও আধ্যাত্মিক চেতনার কেন্দ্রস্থল বর্ধমানের কোটালহাট। এই ঐতিহাসিক ভূমির সঙ্গে অতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছেন অষ্টাদশ শতকের প্রখ্যাত শাক্ত পদকর্তা তথা পরম সাধক কমলাকান্ত ভট্টাচার্য এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত কোটালহাটের শ্রীশ্রী শ্মশানকালী বা কমলাকান্ত কালীবাড়ি।

১৭৭২ সাল নাগাদ বর্ধমান জেলার অম্বিকা কালনায় জন্মগ্রহণ করেন কমলাকান্ত। বাল্যকাল থেকেই তাঁর মধ্যে গভীর ঈশ্বরভক্তি ও শাক্ত সাধনার অনুরাগ দেখা যায়। পরবর্তীতে বর্ধমানরাজ তেজশ্চন্দ্র তাঁর অলৌকিক সাধনা ও কাব্যপ্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে তাঁকে রাজসভার গুরু পদে বরণ করেন এবং কোটালহাটে শ্মশানঘেঁষা নির্জন স্থানে সাধনার জন্য জমি প্রদান করেন।

কোটালহাটের এই পঞ্চমুণ্ডীর আসনে বসেই সাধক কমলাকান্ত গড়ে তোলেন তাঁর আরাধ্যা দেবী কালীর মণ্ডপ। জনশ্রুতি অনুযায়ী,



তাঁর সাধনার গভীরে সাক্ষাৎ দেন মা কালী। একবার মহারাজ তেজশ্চন্দ্র কমলাকান্তের সাধনার সত্যতা পরীক্ষা করতে অমাবস্যার রাতে মায়ের রূপ সম্পর্কে জানতে চান। সাধক নিবিড় ভক্তিতে উত্তর দেন, আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ হাসছে। পরদিন রাজাকে অমাবস্যার অন্ধকার আকাশেই পূর্ণিমার জলজ্যান্ত চাঁদ প্রত্যক্ষ করিয়ে অলৌকিক মহিমা প্রদর্শন করেছিলেন তিনি।

বর্তমানে কোটালহাটের এই পঞ্চমুণ্ডীর আসন ও কালী মন্দির বর্ধমানের অন্যতম প্রধান তীর্থক্ষেত্র। দেবীর বিগ্রহ এখানে এক বিশেষ মাতৃরূপে পূজিতা হন। কমলাকান্ত রচিত 'জানি জানি গো মা তারা', 'যাসনে মা ফিরে আয়' কিংবা 'আয় রে মন আনন্দে বিচরণ করি'-র মতো ভক্তিগীতি আজও মন্দিরের আঙিনায় প্রতিফলিত হয়।

প্রতিবছর শ্যামাপূজা ও কার্তিকী অমাবস্যায় মন্দিরে বিশেষ পূজা ও ভক্তিসংগীতের উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। দেশ-বিদেশের হাজার হাজার ভক্ত ও দর্শনার্থী কোটালহাটের এই পবিত্র ধামে সমবেত হয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। বর্ধমান শহরের সংস্কৃতি, ইতিহাস ও আধ্যাত্মিক সাধনার মেলবন্ধনে কোটালহাটের কালী মন্দির আজও অমলিন আলো ছড়াচ্ছে।

এখানে আজও মা কালীর ভোগে নিবেদন করা হয় মাগুর মাছের পদ। সাধকের অলৌকিক ক্ষমতার প্রমাণ দিতে মাটির প্রতিমার পায়ে বেলকাঁটা ফুটিয়ে রক্ত বের করার লোককথাও প্রচলিত রয়েছে।

মাটির টানেই শিল্পী সোনাই

১২ বছরেই নিজের হাতে গড়ছে দেবদেবীর মূর্তি

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: বয়স সবেমাত্র বারো বছর। এই বয়সে যখন সমবয়সীরা মাঠেঘাটে খেলাধুলা বা মোবাইল নিয়ে ব্যস্ত থাকে, ঠিক তখনই মাটির সঙ্গে এক নিবিড় সখ্য গড়ে তুলেছে এক খুদে প্রতিভা। কোনো ধরনের প্রথাগত প্রশিক্ষণ কিংবা ছাঁচের সাহায্য ছাড়াই নিজের কল্পনা ও হাতের জাদুতে নরম মাটিকে অবলীলায় জীবন্ত রূপ দিয়ে চলেছে সে। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট ব্লকের অযোধ্যা গ্রামের এই উদীয়মান শিল্পীর নাম সোনাই দাস।

সোনাইয়ের পারিবারিক পরিচয় অত্যন্ত সাধারণ। তার বাবা শংকর দাস সামান্য জমিতে চাষবাস করার পাশাপাশি টোটো চালান। বসতবাড়ির পাশেই রয়েছে একটি ছোট্ট চায়ের দোকান, যা বাবা-মা মিলে পরিচালনা করেন। অযোধ্যা কালীদাসী বিদ্যাপীঠের সপ্তম শ্রেণির ছাত্র সোনাই পড়াশোনার পাশাপাশি প্রকৃতির সান্নিধ্যেই সময় কাটাতে ভালোবাসে। ধানের ক্ষেতে ঘুরে বেড়ানো, পুকুরে নেমে মাছ ধরা কিংবা মাটির সঙ্গে খেলা করাই তার দৈনন্দিন জীবনের অঙ্গ।

মাটির প্রতি এই অকৃত্রিম টানেই তার ভেতরের শিল্পীসত্তা ধীরে ধীরে বিকশিত হয়েছে। কোনো পেশাদার শিল্পীর কাছ থেকে শিক্ষা না নিলেও, সে নিজের দক্ষ হাতে ইতিমধ্যেই সরস্বতী, বিশ্বকর্মা ও লক্ষ্মীর মতো দেবদেবীর মূর্তি তৈরি করেছে। এমনকি দেবীর মুখমণ্ডল থেকে শুরু করে পুরো মূর্তিটি সে নিখুঁতভাবে গড়ে তোলে। শুধু মাটি দিয়ে মূর্তি তৈরি করাই নয়, নিজেই রং তুলির ছোঁয়ায় ফুটিয়ে তোলে প্রতিমার রূপ।



আসন্ন কালীপুজোকে কেন্দ্র করে সোনাইয়ের উৎসাহ এখন তুঙ্গে। নিজের উদ্যোগে বাঁশের বাতা ও খুঁটি জোগাড় করে বাড়ির কাপড় দিয়ে একটি ছোট্ট প্যান্ডেল তৈরি করেছে সে। সেই নিজহাতে গড়া মণ্ডপেই নিজের হাতে গড়া কালীপ্রতিমা প্রতিষ্ঠা করে পুজো করার প্রস্তুতি নিয়েছে এই কিশোর। তার সরল স্বীকারোক্তি, এই পুজোয় কোনো প্রথাগত পুরোহিতের প্রয়োজন নেই, সে নিজেই সমস্ত নিয়ম মেনে পুজো সম্পন্ন করবে।

লাজুক স্বভাবের সোনাই খুব একটা বেশি কথা বলতে পছন্দ করে না। তবে তার মায়ের ভাষ্য অনুযায়ী, মাটি দিয়ে নানা জিনিস তৈরি করাই ছেলের একমাত্র ধ্যানজ্ঞান। বাজারের খেলনার প্রতি তার কোনো আকর্ষণ নেই; মাটি পেলেই সে আপন মনে ডুবে থাকে সৃজনশীলতার জগতে। তার আগামী দিনের স্বপ্ন আরও বড় করে দুর্গাপ্রতিমা গড়ে নিজে পুজো করা। আর্থিক অস্বচ্ছলতা ও প্রতিকূলতাকে পেছনে ফেলে এই খুদে শিল্পীর প্রতিভায় এখন মুগ্ধ গোটা গ্রামের মানুষ।

'কালীক্ষেত্র' সোনামুখী মেতে উঠেছে মা-ই-ত ও হটনগর কালী পূজায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: প্রাচীনকাল থেকেই সোনামুখী 'কালী-কার্তিকের শহর' বলে জনপ্রিয়। এই শহর ঐতিহ্যবাহী ও বৈচিত্র্যময় কালীপুজোর জন্য বিখ্যাত। এখানে রয়েছে প্রায় ৫৫০ বছরের পুরনো ও মারাঠা সেনাপতি ভাস্কর পন্ডিতের স্মৃতি বিজড়িত 'মা-ই-ত কালী', প্রায় ৪৫০ বছরের হটনগর কালী, নবাসনের ৩৯০ বছরের ক্ষাপাকালী পূজা। এখানে টানা ৫ দিন ধরে পুজো হয় এবং শোভাযাত্রা (কার্নিভাল) করে বিসর্জন হয়। কালীক্ষেত্র' সোনামুখী শহরে ছোট ও বড় মিলিয়ে প্রায় আড়াইশো কালীপুজো হয়।

'মা-ই-ত কালী'

এই কালীপূজাগুলির মধ্যে অন্যতম হল 'মা-ই-ত কালী'-র পুজো। দূর-দূরান্ত থেকে অসংখ্য ভক্ত মনের ইচ্ছে পূরণের আশায় এখানে আসেন। এই মা মা-ই-ত কালীর নামকরণের পিছনে রয়েছে অতি জনপ্রিয় ও বহু প্রচলিত এক জনশ্রুতি। গত ১৭৪২ খ্রীষ্টাব্দে (বাংলা ১১৪৯ সাল) বাংলায় বর্গীর অত্যাচার চলছে। মারাঠা সেনাপতি ভাস্কর পণ্ডিত সেই সময় সদলবলে বিষ্ণুপুর থেকে সোনামুখী আসেন। বর্গীর ভয়ে সোনামুখীর মানুষ তখন গৃহবন্দি হয়ে পড়েন। এক জনশ্রুতি অনুসারে, সেই সময় এক সন্ধ্যায় মারাঠা সেনাপতি এক বৃদ্ধকে মন দিয়ে পুজো করতে দেখেন। সেই বৃদ্ধকে মারতে খড়্গ তুলে ধরতেই দৃষ্টিশক্তি হারান মারাঠা সেনাপতি। তিনি



অনুভব করেন যে তার খড়্গ পিছন থেকে কেউ টেনে ধরেছে। মারাঠা সেনাপতি জানতে চান, কে তার খড়্গ টেনে ধরেছে। তখন বর্গীরা জানায়, পিছনে কেউ নেই। তখন ওই বৃদ্ধ মন্দিরে থাকা ঘটের জল ছিটিয়ে মারাঠা সেনাপতির দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দেন।

মারাঠা সেনাপতি বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করেন, সেখানে কোনও দেবতা আছেন কি না। বৃদ্ধ উত্তর দেন, 'হ্যাঁ, মা কালী।' উত্তর শুনে ভাস্কর পণ্ডিত চিৎকার করে ওঠেন, 'মা-ই-তো কালী হ্যায়!' সেই থেকেই সোনামুখীর কালী প্রতিমার নাম হয়ে যায় 'মা-ই-তো কালী'। এই ঘটনার পরে ভাস্কর পণ্ডিত কাটোয়ার দিকে রওনা দেন। তবে যাওয়ার আগে ২টি খড়্গ ওই বৃদ্ধের হাতে দিয়ে যান তিনি। সেই থেকেই সোনামুখীর মানুষের কাছে মা কালী ভরসা, বিশ্বাস আর ভক্তির অন্যতম প্রতীক হয়ে ওঠেন। মা-ই-ত কালীর পুজোর পাশাপাশি প্রতিমা বিসর্জনেও প্রাচীন ঐতিহ্য আর পরম্পরা মেনে চলা হয়। আজও কোচডিহি গ্রাম থেকে ৪২ জন বেয়ারা আসেন। তাঁদের কাঁধে চড়েই সোনামুখী পরিক্রমা করেন দেবী। তার পরে হয় বিসর্জন।

হটনগর কালী

এই মাকালীকে নিয়েও এক জনপ্রিয় জনশ্রুতি আছে। লোকবিশ্বাস অনুসারে, তারিণী সূত্রধর নামে এক চিঁড়ে বিক্রেতা মাথায় ঝুড়ি নিয়ে রোজ জঙ্গল পথে হেঁটে আসা যাওয়া করতেন। একদিন বনে খালের পাড়ে এক শিশুকন্যাকে দেখতে পান তিনি। শিশুকন্যার বায়না, সেও যাবে বৃদ্ধার সঙ্গে। কিন্তু বৃদ্ধা তাকে নিয়ে যেতে রাজি হননি। তাই সেই ছোট্ট মেয়েটি উঠে বসে বৃদ্ধার মাথায় থাকা খালি ঝুড়িতে। এতে ভারী হওয়া পরিবর্তে হালকা হয়ে যায় সেই ঝুড়ি। বাড়িতে ফিরে ঝুড়ি নামাতেই বৃদ্ধা অবাক হয়ে যান। তার ঝুড়ি থেকে মেয়েটি উধাও আর পড়ে রয়েছে কেবল দু'টি পাথর।

বৃদ্ধাকে স্বপ্নে দেখাও দেন আদ্যাশক্তি কালী। সাধক হট যোগী এই পাথরের পুজো শুরু করেন। সেই সাধকের নাম অনুসারেই দেবীর নাম হয় হটনগর কালী। সাড়ে চারশো বছর আগের এই অলৌকিক ঘটনা এই কালীকে চরম জনপ্রিয় করে তুলেছে।

মন্দিরের প্রবেশদ্বারে অপূর্ব ভাস্কর্যে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে বৃদ্ধা তারিণী সূত্রধরের মাথায় ঝুড়িতে চেপে স্বয়ং মায়ের আগমনের মুহূর্ত। ঠিক পাশেই ধ্যানমগ্ন সাধক হট যোগীর প্রতিমূর্তি, আর সবার শীর্ষে বিরাজ করছেন দেবাদী দেব মহাদেব। মন্দিরের চূড়ায় রয়েছে বিশালাকার এক পদ্মফুল। প্রাচীন সেই রীতি মেনে আজও দেবীর পুজোর ঘট নিয়ে আসার একমাত্র অধিকার রয়েছে সূত্রধর পরিবারের হাতেই। স্থানীয়দের বক্তব্য হটনগরের আসল রহস্য লুকিয়ে রয়েছে গর্ভগৃহের বাইরে। মায়ের নির্দেশে যে আঁকড় গাছের নীচে সেই দু'টি পাথর রাখা হয়ে ছিল, সেই গাছটি আজও অক্ষত। সাধারণ আঁকড় গাছে অজস্র কাঁটা থাকলেও এই গাছটিতে কোনও কাঁটা নেই। এমনকী শত চেষ্টা করেও এই প্রাচীন গাছের আদি মূল বা শেকড়ের সন্ধান মেলেনি আজও। সেই গাছের নীচেই আজও পুজো পান সাড়ে চারশো বছরের সেই শিলাখণ্ড দু'টি। ভক্তদের দাবি, বিভিন্ন ঋতুর সঙ্গে তাল মিলিয়ে আজও বদলে যায় এই অলৌকিক পাথর দু'টির রং।

জওয়ানদের ত্যাগেই ঘরে ঘরে জ্বলছে দীপাবলির আলো: রাজনাথ



গ্যাংটক, ৮ নভেম্বর: আলোর মহোৎসব দীপাবলিতে সিকিমে ভারত-চীন সীমান্তে সেনা জওয়ানদের সঙ্গে দীপাবলি উদযাপন করলেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। রবিবার সিকিমের ভারত-চীন সীমান্ত সংলগ্ন উচ্চ পার্বত্য অঞ্চলের সেরাথাং ওয়ার মেমোরিয়ালে ভারতীয় সেনাবাহিনীর বীর জওয়ান ও আধিকারিকদের মুখোমুখি হয়ে তাঁদের সঙ্গে দীপাবলির আনন্দ ভাগ করে নেন তিনি। প্রতিকূল আবহাওয়ায় সীমান্ত প্রহরারত জওয়ানদের অদম্য সাহস ও আত্মত্যাগকে বিনম্র শ্রদ্ধায় স্মরণ করেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী।

সেনাকর্মীদের উদ্দেশে আবেগঘন বার্তা দিয়ে রাজনাথ সিং বলেন, 'এখন আমরা প্রত্যেকে যে নিশ্চিন্তে নিজেদের ঘরে দীপাবলির প্রদীপ জ্বালাতে পারছি, তা সম্ভব হয়েছে শুধুমাত্র আমাদের বীর সেনার চরম আত্মত্যাগের বিনিময়ে। দেশের সার্বিক নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্ব অটুট রাখতে তাঁরা নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন। আমি দেশের সেই সমস্ত বীর শহিদদের পরিবার-পরিজনকেও দীপাবলির আন্তরিক শুভেচ্ছা ও সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জানাচ্ছি।'

সেরাথাংয়ের হাড়কাঁপানো ঠান্ডার মধ্যেও জওয়ানদের মনোবল প্রত্যক্ষ করে প্রতিরক্ষামন্ত্রী উল্লেখ করেন, 'উচ্চ পার্বত্য এই বরফশীতল সেরাথাংয়ে দাঁড়িয়ে আপনাদের কাছ থেকে যে আন্তরিক উষ্ণতা ও ইতিবাচক শক্তি আমি পাচ্ছি, তা ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন। আপনাদের মুখের এই অটুট হাসি, উদ্দীপনা ও দেশপ্রেমের জ্বলন্ত মানসিকতাই আমার কাছে দীপাবলির সবচেয়ে উজ্জ্বল আলো।'

সীমান্ত সুরক্ষায় সেনাদের ওপর আস্থা পুনর্ব্যক্ত করে তিনি আরও বলেন, 'আমার দৃঢ় বিশ্বাস, অতীতে আপনারা যেভাবে দেশের অখণ্ডতা রক্ষা করেছেন, আগামী দিনেও ঠিক একই উৎসাহ ও আত্মোৎসর্গের সঙ্গে ভারতের সীমান্ত পাহারা দেবেন। আমি ঈশ্বরের কাছে আপনাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ এবং সুস্বাস্থ্যের জন্য প্রার্থনা করছি। ঈশ্বর আপনাদের এবং আপনাদের পরিবারকে সুখ ও সমৃদ্ধিতে ভরিয়ে দিন।'

ধোঁয়াশায় ঢাকল রাজধানী দিল্লি, ইন্ডিয়া গেটে ৩৯৮ ছুঁল একিউআই



নয়াদিল্লি, ৮ নভেম্বর: রাজধানী দিল্লির বাতাসের গুণমান রবিবার আরও উদ্বেগজনক রূপ নিয়েছে। দিল্লির বিস্তীর্ণ এলাকায় বিষাক্ত ধোঁয়াশার চাদর ঢেকে ফেলায় দৃশ্যমানতা কমার পাশাপাশি বায়ুর গুণমান সূচক (একিউআই) নেমে এসেছে 'খুব খারাপ' পর্যায়ে। কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের (সিপিসিবি) সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, রাজধানীর একাধিক গুরুত্বপূর্ণ জনবহুল এলাকা এবং স্মৃতিসৌধ চত্বরে বায়ুদূষণের মাত্রা বিপজ্জনক সীমার কাছাকাছি পৌঁছেছে।

সিপিসিবির পরিসংখ্যান অনুযায়ী, দিল্লির অন্যতম প্রধান ঐতিহাসিক স্থল ইন্ডিয়া গেট সংলগ্ন এলাকায় একিউআই রেকর্ড করা হয়েছে ৩৯৮, যা 'খুব খারাপ' বিভাগের একেবারে শেষ সীমায় এবং প্রায় 'গুরুতর' পর্যায়ের কাছাকাছি। পূর্ব দিল্লির ব্যস্ততম পরিবহণ কেন্দ্র আনন্দ বিহার চত্বরে বাতাসের একিউআই দাঁড়িয়েছে ৩২৮-এ।

একই ভাবে, বিখ্যাত অক্ষরধাম মন্দির সংলগ্ন এলাকায় দূষণের মাত্রা যথেষ্ট উদ্বেগজনক। সেখানে একিউআই ৩৩৬ থেকে ৩৪৪-এর মধ্যে ঘোরাফেরা করছে, যা সরকারি মানদণ্ড অনুযায়ী 'খুব খারাপ' শ্রেণিভুক্ত। বাতাসে ভাসমান সূক্ষ্ম ধূলিকণার (পিএম ২.৫ এবং পিএম ১০) মাত্রা অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পাওয়ায় সাধারণ পথচারী ও নিত্যযাত্রীদের মধ্যে চোখ জ্বালা, শ্বাসকষ্ট ও গলায় অস্বস্তির অভিযোগ বাড়ছে। আবহাওয়া বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, বাতাসে আর্দ্রতার আধিক্য এবং ধীরগতির বাতাসের কারণে দূষিত কণা বায়ুমণ্ডলের নিচের স্তরেই আটকে থাকছে। বায়ুর গুণমান আরও অবনতি হওয়ার আশঙ্কায় শিশু, প্রবীণ ও শ্বাসকষ্টজনিত রোগীদের ক্ষেত্রে সকালের দিকে বাইরে কম বেরনো এবং প্রয়োজনীয় সতর্কতামূলক ব্যবস্থা মেনে চলার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

মধ্য জাপানে ৫.৭ মাত্রার ভূমিকম্প, আহত অন্তত ১২

টোকিও, ৮ নভেম্বর (হি.স.): শক্তিশালী ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল মধ্য জাপান। রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ছিল ৫.৭। এই ভূমিকম্পে অন্তত ১২ জন আহত হয়েছেন। জাপান মেটিওরোলজিক্যাল এজেন্সি (জেএমএ) জানিয়েছে, স্থানীয় সময় শনিবার রাত ১টা ০৪ মিনিট নাগাদ প্রবল এই কম্পন অনুভূত হয়। ভূমিকম্পটির উৎপত্তিস্থল ছিল মধ্য জাপানের শিজুওকা প্রিফেকচারের পশ্চিমাঞ্চলে, ভূগর্ভের প্রায় ৪০ কিলোমিটার গভীরে।

ভূমিকম্পের তীব্রতা জাপানের নিজস্ব সিসমিক স্কেলে আইচি প্রিফেকচারের চিতা শহরে সর্বোচ্চ 'আপার ৫' পর্যন্ত রেকর্ড করা হয়েছে। এছাড়া আইচি, নাগানো এবং গিফু প্রিফেকচারের বিস্তীর্ণ অংশে কম্পনের তীব্রতা ছিল 'লোয়ার ৫'। এর ফলে মধ্য জাপানের একটি বিশাল এলাকাজুড়ে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে এবং মানুষজন ঘরবাড়ি ছেড়ে রাস্তায় নেমে আসেন। মূল কম্পনের পর বেশ কয়েকটি মৃদু আফটারশক অনুভূত হয়েছে।

এদিকে ভূমিকম্পের পরপরই পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে দেশের জনগণকে আশ্বস্ত করেছেন জাপানের প্রধানমন্ত্রী সানায়ে তাকাইচি। তিনি জানান, চিতা শহরে তীব্র কম্পন অনুভূত হলেও এতে বড় ধরনের কোনও সুনামি সতর্কতা জারি করা হয়নি। সামাজিক মাধ্যম এক্সে প্রধানমন্ত্রী তাকাইচি লেখেন, যে কোনও অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে প্রশাসনকে প্রস্তুত রাখা হয়েছে।

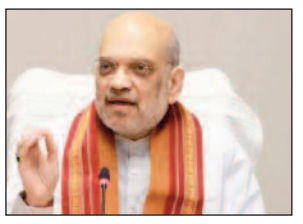
দীপাবলিতে দলিত ও নিষাদ জনপদে যোগী

অযোধ্যা, , ৮ নভেম্বর: অযোধ্যায় রামমন্দির প্রতিষ্ঠার পর শহরের ঐতিহাসিক রূপান্তর এবং বাসিন্দাদের আত্মমর্যাদা বৃদ্ধির কথা তুলে ধরে বিরোধীদের পূর্বতন শাসনকে কড়া বার্তা দিলেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। রবিবার আলোর মহোৎসব দীপাবলির সকালে অযোধ্যার মলিন বস্তিতে পৌঁছে দলিত ও নিষাদ সম্প্রদায়ের মানুষের সঙ্গে উৎসবের আনন্দ ভাগ করে নেন তিনি। সেখানে শিশুদের সঙ্গে আলাপচারিতা ও শুভেচ্ছা বিনিময়ের পাশাপাশি দলিত ও নিষাদ পরিবারের সদস্যদের হাতে দীপাবলির মিষ্টি ও উপহার তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রী।

অযোধ্যায় আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'অযোধ্যার প্রতিটি বাসিন্দা এক অনন্য আত্মগৌরব ও মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর প্রেরণা পাচ্ছেন। দশ বছর আগেও পরিস্থিতি এমন ছিল যে অযোধ্যার নাম শুনলেই মানুষ মুখ ফিরিয়ে নিতেন। আর এখন আপনি দেশের যে কোনও প্রান্তে গিয়ে যদি বলেন 'আমি অযোধ্যা থেকে এসেছি', তবে মানুষ আপনাকে দুই হাত বাড়িয়ে উষ্ণ আলিঙ্গনে বরণ করে নেবেন।'

সুশাসনের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করে যোগী আদিত্যনাথ বলেন, 'একটি সৎ ও দায়িত্বশীল সরকার ক্ষমতায় থাকলে কেবল জনকল্যাণমূলক প্রকল্পই সাধারণ মানুষের ঘরে পৌঁছয় না, সেই সঙ্গে প্রতিটি উৎসবের আনন্দও পূর্ণ মর্যাদা পায়। আমি নিজে প্রতি বছর এখান থেকেই আমার দীপাবলি উদ্যাপন শুরু করি, যাতে হাজার বছর আগে প্রভু শ্রীরামচন্দ্র অযোধ্যায় ফিরে আসার পর যে আদি 'দীপোৎসব' শুরু হয়েছিল, সেই স্মৃতি প্রজন্মান্তরে চিরস্মরণীয় ও অনুপ্রেরণাদায়ী হয়ে থাকে।' রামচন্দ্রপুরীতে দীপোৎসবের ঐতিহাসিক সাফল্যের খতিয়ান তুলে ধরে মুখ্যমন্ত্রী আবেগঘন কণ্ঠে উল্লেখ করেন, 'অযোধ্যায় আসলে মন এক অদ্ভুত ভাবাবেগে আপ্লুত হয়ে ওঠে। গতকালের দীপোৎসবে ৩০ লক্ষেরও বেশি মাটির প্রদীপ প্রজ্বলিত হয়েছে। ভারতের উপ-রাষ্ট্রপতি, উত্তরপ্রদেশের রাজ্যপাল এবং কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের বহু মন্ত্রী সহ লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থী অযোধ্যার এই বর্ণাঢ্য ঐশ্বর্য চাক্ষুষ করতে এবং অযোধ্যাবাসীকে অভিনন্দন জানাতে সমবেত হয়েছিলেন।'

আদবানি দেশসেবার মূর্ত প্রতীক ও বিজেপির স্থপতি: অমিত শাহ



নয়াদিল্লি, ৮ নভেম্বর: ভারতীয় জনতা পার্টির প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, বর্ষীয়ান রাজনীতিবিদ তথা দেশের প্রাক্তন উপ-প্রধানমন্ত্রী লালকৃষ্ণ আডবাণী শততম বর্ষে পদার্পণ করায় তাঁকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা ও শ্রদ্ধা জানালেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। আডবাণীকে দেশসেবার মূর্ত প্রতীক ও বিজেপির স্থপতি আখ্যা দিয়ে তাঁর সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করেছেন তিনি।

রবিবার সামাজিক মাধ্যম এক্সে এক আবেগঘন বার্তায় অমিত শাহ লেখেন, 'দেশসেবার জীবন্ত প্রতীক, ভারতীয় জনতা পার্টির প্রধান স্থপতি এবং নীতিনিষ্ঠ রাষ্ট্রনায়ক শ্রদ্ধেয় লালকৃষ্ণ আদবানিজি আজ জীবনের ৯৯ বছর পূর্ণ করে ১০০তম বর্ষে পদার্পণ করলেন। বিজেপির কোটি কোটি দলীয় কার্যকর্তার পক্ষ থেকে তাঁকে জন্মদিনের হৃদয়স্পর্শী শুভকামনা জানাই।'

আদবানির দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবন ও সংগ্রামের স্মৃতিচারণা করে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী উল্লেখ করেন, 'একটি অত্যন্ত সাধারণ পরিবার থেকে উঠে এসে বিজেপির প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, সর্বভারতীয় সভাপতি এবং দেশের উপ-প্রধানমন্ত্রী হওয়া পর্যন্ত প্রতিটি পদে আডবাণীজির জীবন গণসেবা ও 'নেশন ফার্স্ট' বা সবার আগে দেশের আদর্শের এক অনন্য জীবন্ত উদাহরণ। আজীবন নিরন্তর সংগ্রাম, অসীম ত্যাগ এবং কঠোর আত্মশাসনের মধ্য দিয়ে তিনি প্রমাণ করেছেন, মাতৃভূমির প্রতি একাগ্র নিষ্ঠা ও আদর্শের প্রতি অবিচল থাকাই বিজেপির একজন কর্মীর আসল পরিচয়।'

দেশের এই প্রবীণতম রাষ্ট্রনায়কের সুস্থ ও নিরোগ জীবনের জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। আদবানির শতবর্ষে পদার্পণকে কেন্দ্র করে এদিন রাজনৈতিক মহলজুড়ে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন ও শুভকামনার জোয়ার লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

ময়দান

যুব অলিম্পিকে প্রথম পদকজয়ী কুস্তিগীর তানিয়া

নিজস্ব প্রতিবেদন: সোনার পদক জেতা হল না। তবে রুপো জিতেই ইতিহাসের পাতায় নিজের নাম তুলে রাখল ভারতীয় কুস্তিগির তানিয়া। যুব অলিম্পিকের বিচ রেসলিংয়ে প্রথম ভারতীয় হিসাবে পদক জয়ের নজির গড়ল সে। শনিবার মহিলাদের ৭৫ কেজি বিভাগের ফাইনালে চিনের মিন ঝাওয়ের কাছে ১-২ ব্যবধানে পরাজিত হয় তানিয়া। ফলে সোনা হাতছাড়া হলেও রুপোর পদক নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হল ভারতীয় কুস্তিগিরকে। তবে এই হার তার কৃতিত্বকে কোনওভাবেই ছোট করছে না। বরং আন্তর্জাতিক মঞ্চে ভারতের বিচ রেসলিংয়ের ভবিষ্যৎ নিয়ে নতুন করে আশার আলো দেখাল তানিয়ার এই সাফল্য।

চলতি ডাকার যুব অলিম্পিকে প্রথমবারের জন্য অন্তর্ভুক্ত হয়েছে বিচ রেসলিং। আর প্রতিযোগিতার প্রথম সংস্করণেই পদক জিতে নজির গড়ল ভারত। শুরু থেকেই দুর্দান্ত ছন্দে ছিল তানিয়া। গ্রুপ পর্বের তিনটি ম্যাচেই দাপট দেখিয়েছে সে। প্রথম ম্যাচে জার্মানির মিয়া বাউয়ারকে ৩-১ ব্যবধানে হারিয়ে অভিযান শুরু করে ভারতীয় কুস্তিগির। এরপর গ্রিসের ভাসিলিকি কারাভানুর বিরুদ্ধে আরও আত্মবিশ্বাসী দেখায় তাকে। সেই ম্যাচে ৩-০ ব্যবধানে জয় পায় তানিয়া। গ্রুপ পর্বের শেষ লড়াইয়ে এস্তোনিয়ার মেরিলি ভেস্টারকে ৪-১ ব্যবধানে হারিয়ে নিজের আধিপত্য আরও একবার প্রতিষ্ঠা করে সে।

পরপর তিনটি ম্যাচ জিতে গ্রুপের শীর্ষস্থান নিশ্চিত করে সেমিফাইনালে পৌঁছে যায় তানিয়া। তবে শেষ চারের লড়াইটা মোটেও সহজ ছিল না। প্রতিপক্ষ হিসেবে সামনে ছিলেন আমেরিকার মাতিল্ডা অ্যান হুবি। চলতি বছরের আগস্টে আজারবাইজানের বাকুতে আয়োজিত অনূর্ধ্ব-১৭ বিচ রেসলিং বিশ্ব প্রতিযোগিতায় মহিলাদের ৭৫ কেজি বিভাগে সোনা জিতেছিলেন তিনি। ফলে ফাইনালে ওঠার পথে তানিয়ার সামনে বড় চ্যালেঞ্জ ছিল আমেরিকার এই কুস্তিগির।

কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে নিজের সেরাটা উজাড় করে দেয় ভারতীয় তরুণী। প্রতিপক্ষের অভিজ্ঞতা কিংবা অতীতের সাফল্য কোনও কিছুই তাকে চাপে ফেলতে পারেনি। বরং শুরু থেকেই লড়াইয়ের রাশ নিজের হাতে রাখে তানিয়া। শেষ পর্যন্ত ৩-১ ব্যবধানে হুবিকে হারিয়ে ফাইনালের টিকিট নিশ্চিত করে সে। এর ফলে যুব অলিম্পিকের বিচ রেসলিংয়ে ভারতের প্রথম পদকের পাশাপাশি সোনার লড়াইয়ে নামার সুযোগও তৈরি হয়।

তবে ফাইনালে অপেক্ষা করছিল আরও কঠিন পরীক্ষা। চিনের মিন ঝাও শুধু প্রতিভাবানই নন, আন্তর্জাতিক মঞ্চে ইতিমধ্যেই নিজের দক্ষতার প্রমাণ দিয়েছেন। ২০২৫ সালে এথেন্সে আয়োজিত অনূর্ধ্ব-১৭ বিশ্ব কুস্তি প্রতিযোগিতায় মহিলাদের ৬৯ কেজি বিভাগে সোনা জিতেছিলেন তিনি। ফাইনালে জার্মানির আয়লা সাহিনকে ১৩-২ ব্যবধানে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন ঝাও। ফলে যুব অলিম্পিকের ফাইনালে নামার আগে তাঁর আত্মবিশ্বাস ছিল তুঙ্গে।

এদিনও সেই অভিজ্ঞতার প্রতিফলন দেখা যায় চিনা কুস্তিগিরের পারফরম্যান্সে। হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের পর শেষ পর্যন্ত ২-১ ব্যবধানে তানিয়াকে হারিয়ে সোনার পদক জিতে নেন ঝাও। অন্যদিকে, অল্পের জন্য সোনা হাতছাড়া হলেও রুপো নিয়েই ইতিহাস গড়ে ফেলেছে ভারতীয় কুস্তিগির। তানিয়ার এই সাফল্য নিঃসন্দেহে ভারতীয় ক্রীড়ামহলের কাছে বড় প্রাপ্তি। বিশেষ করে যে প্রতিযোগিতায় প্রথমবার বিচ রেসলিং অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, সেখানেই প্রথম ভারতীয় হিসাবে পদক জেতা সহজ কথা নয়। গ্রুপ পর্ব থেকে সেমিফাইনাল পর্যন্ত অপরাজিত থেকে ফাইনালে ওঠার পথে যে মানসিক দৃঢ়তা এবং লড়াকু মনোভাব দেখিয়েছে সে, তা প্রশংসার দাবি রাখে। সোনার পদক না এলেও তানিয়ার রুপো ভারতের যুব ক্রীড়ার ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

রানের পাহাড়ের চাপে নিউজিল্যান্ড-এ

চোট কাটিয়ে ফিরেই জোড়া আঘাত প্রসিদ্ধের

নিজস্ব প্রতিবেদন: ব্যাট হাতে প্রতিপক্ষের সামনে রানের পাহাড় খাড়া করেছিল ভারত এ। এবার বল হাতে সেই পাহাড়ের চাপে নিউজিল্যান্ড এ-কে আরও কোণঠাসা করে দিলেন প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ। দীর্ঘ দিন চোটের কারণে মাঠের বাইরে থাকার পর প্রত্যাবর্তনেই বুঝিয়ে দিলেন, বল হাতে তিনি কতটা কার্যকর। বাঁ পায়ের হ্যামস্ট্রিংয়ের চোট সারিয়ে ফিরেই নিউজিল্যান্ডের দুই ওপেনারকে সাজঘরে ফেরালেন ভারতীয় পেসার। ফলে লিঙ্কনে তৃতীয় ও শেষ বেসরকারি টেস্টের দ্বিতীয় দিনের শেষে ম্যাচের রাশ কার্যত ভারতের হাতে। ভারত এ-র প্রথম ইনিংসের ৪৬৪ রানের জবাবে ২ উইকেট হারিয়ে মাত্র ৩৬ রান তুলেছে নিউজিল্যান্ড এ। এখনও ৪২৮ রানে পিছিয়ে স্বাগতিকরা।

দিনের শুরুতে ২ উইকেটে ২২৭ রান ছিল ভারতের। আগের দিনের ৭৭ রানের সঙ্গে মাত্র ১১ রান যোগ করেই ফিরে যান বি সাই সুদর্শন। জাক গিবসনের বলে বোল্ড হয়ে ৮৮ রানে থামে তাঁর ইনিংস। তবে সেই ধাক্কা সামলে দলের ইনিংসকে এগিয়ে নিয়ে যান অধিনায়ক ধ্রুব জুরেল। আগের দিন ১২ রানে অপরাজিত থাকা জুরেল এ দিন করেন ৭১ রান। ৯৫ বলের ইনিংসে মারেন ৯টি চার ও ২টি ছক্কা। ৭৫ বলে অর্ধশতরান পূর্ণ করার পর ক্যামেরন পলের বলে আউট হন তিনি। তিলক বর্মার সঙ্গে তাঁর জুটিতে ওঠে ৩১ রান।

এর পর রবীন্দ্র জাদেজার সঙ্গে ৪৪ রানের জুটি গড়েন তিলক। জাদেজা ২৫ রান করে ফিরলেও নিজের কাজটা করে যান তরুণ ব্যাটার। ঋষভ পন্থের পরিবর্তে দলে সুযোগ পাওয়া তিলক শেষ পর্যন্ত ৮১ রানে অপরাজিত থাকেন। ৫টি চার ও ২টি ছক্কায় সাজানো তাঁর ইনিংস। অন্য দিকে, ব্যাট হাতে নিজের দক্ষতার পরিচয় দেন ওয়াশিংটন সুন্দরও। অর্ধশতরান করে ৫০ রানে অপরাজিত থাকেন তিনি। তাঁর ইনিংসে ছিল ২টি চার। তিলক ও ওয়াশিংটনের অবিচ্ছিন্ন জুটিতে আসে ১১৪ রান। শেষ পর্যন্ত ৫ উইকেটে ৪৬৪ রান তুলে ইনিংস ঘোষণা করে ভারত এ।



এমবাপের গোলের ধারা অব্যাহত, বার্সেলোনার ঘাড়ে নিঃশ্বাস রিয়ালের

নিজস্ব প্রতিবেদন: স্পেনের ফুটবল যখন টেনেরিফের স্ট্রাইকার হেসুস দে মিগেলের অকালমৃত্যুতে শোকস্তব্ধ, তখন মাঠে নেমে জয় তুলে নিল রিয়াল মাদ্রিদ। ভ্যালেন্সিয়াকে তাদেরই মাঠে ৩-০ গোলে হারিয়ে লা লিগার শীর্ষে থাকা বার্সেলোনার সঙ্গে সমান পয়েন্টে পৌঁছে গেল জোসে মোরিনহোর দল। রিয়ালের জয়ের রাতে ফের গোলের আলোয় কিলিয়ান এমবাপে। টানা সাতটি ম্যাচে গোল করে নিজের দুরন্ত ছন্দ বজায় রাখলেন ফরাসি তারকা। সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে এই মরশুমে তাঁর গোলসংখ্যা দাঁড়াল ১৭, মাত্র ১৬টি ম্যাচে।

তবে শনিবারের ম্যাচের আগে স্পেনের ফুটবলজুড়ে ছিল শোকের আবহ। সোমবার স্পেনের দ্বিতীয় ডিভিশনের ম্যাচে আন্দোরার গোলরক্ষকের সঙ্গে সংঘর্ষে গুরুতর আহত হন টেনেরিফের স্ট্রাইকার হেসুস দে মিগেল। মঙ্গলবার তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ম্যাচের নবম মিনিটে খেলা থামিয়ে এক মিনিট হাততালি দিয়ে শ্রদ্ধা জানান ফুটবলার ও সমর্থকেরা। কারণ, দে মিগেলের জার্সি নম্বর ছিল ৯। ম্যাচ শুরুর আগেও পালন করা হয় এক মিনিট নীরবতা। টেনেরিফের মাঠে সমর্থক ও ফুটবলাররা একত্রিত হয়ে প্রয়াত স্ট্রাইকারকে শেষ শ্রদ্ধা জানান। বৃহস্পতিবার তাঁর শেষকৃত্যে প্রায় ৪০০ জন উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন স্পেনের কোচ লুইস দে লা ফুয়েন্তে এবং রিয়াল সভাপতি ফ্লোরেন্তিনো পেরেজ।

ভারতকে হারাল পাকিস্তান

নিজস্ব প্রতিবেদন: পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ব্যাট হাতে নজর কাড়তে পারলেন না সেহওয়াগ-পুত্র আর্যবীর। অন্য দিকে, ভারতের বিরুদ্ধে একার হাতে ম্যাচের রং বদলে দিলেন পাকিস্তানের হামজা জাহুর। তাঁর দুরন্ত অপরাজিত শতরানে অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপে ভারতকে ৩ উইকেটে হারাল পাকিস্তান। প্রথমে ব্যাট করে ৪৬.৩ ওভারে ২০৮ রানে শেষ হয়ে যায় ভারতের ইনিংস। জবাবে ৪৮.১ ওভারে ৭ উইকেট হারিয়ে ২০৯ রান তুলে নেয় পাকিস্তান।

টস জিতে প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন ভারত অধিনায়ক লক্ষ্ম্য রাজেশ রাইচন্দানি। কিন্তু শুরু থেকেই পাকিস্তানের বোলারদের সামনে বিপাকে পড়ে ভারতীয় ব্যাটিং। মাত্র ২২ রানে ৩ উইকেট হারিয়ে বসে দল। অধিনায়ক লক্ষ্ম্য রাইচন্দানি খাতা না-খুলেই আলি রাজার শিকার হন। ভিকে বিনীত করেন ৮ রান। যশবর্ধন চৌহান ফেরেন ১ রানে। চতুর্থ উইকেট পড়ে ৪২ রানে। ৪৪ বলে ২২ রান করে আউট হন আর্যবীর সেহওয়াগ। তাঁর ইনিংসে ছিল ২টি চার ও ১টি ছয়। অন্বয় দ্রাবিড়ের অবদান ১০ রান।

SARATCHANDRA GRAM PANCHAYAT
Bagnan-II Development Block
Mellock, Bagnan, Howrah
Notice Inviting e-Tender
NIT No. WB/HZP/SARATCHANDRA GP/NIET-08/2026-27(3rd Call), Sl. 1 & WB/HZP/SARATCHANDRA GP/NIET-09/2026-27(2nd Call), Sl. 1, Date-06.11.2026. Bid Submission Start Date : **08.11.2026 from 12:00 Noon.** Bid Submission End Date : **17.11.2026 up to 11:00 AM.** Technical Bid Opening Date : **19.11.2026 at 11:00 AM.** For details information visit website: **https://tenders.wb.gov.in**
Sd/-
Pradhan
Saratchandra Gram Panchayat

e-TENDER NOTICE PUBLISHED
N.I.e-T. No. : 06/2026-27/ VB-G RAM G vide Memo No. 418/Bh-I P.S., Dated 06/11/2026. Details: https://tenders.wb.gov.in
Sd/- Executive Officer, Bharatpur -I, Murshidabad.

Office of the Block Development Office
Sagardighi :: Murshidabad.
NOTICE INVITING e-Tender
e-tender are invited through online bid system under following tender(NIeT) No:- 06/EN/SPS/2026-2027, (FUND-15th CFC) (SI No 01 to 28) Dated:-05/11/2026.
The last date of online submission of tender is 19/11/2026 upto 18.00 Hrs.For details please visit website: http://wbtenders.gov.in
SD/-
Block Development Officer
Sagardighi, Murshidabad

SURI MUNICIPALITY
SURI :: BIRBHUM
Abridged Notice Inviting Tender
Tender Notice No WBMAD/ULB/SURI/e-NIT-3-2nd CALL/2026-27 Dt.07/11/2026
Memo No – 2382/SM/e-Tender Dt.07/11/2026
Tender ID 2026_MAD_1049013_1 to 6
Excecitive Officer Suri Municipality invites Tenders for 6(Six) nos of work Tender Submission closing Date : 21.11.2026 at 06.59 PM. Detailed information including downloading and uploading time are available from the website wbtenders.gov.in
Sd/-Executive Officer
Suri Municipality

SURI MUNICIPALITY
SURI::BIRBHUM
CORRIGENDUM NOTICE 3
A. Ref: Corrigendum Notice is hereby e-NIT No: WBMAD/ULB/Suri/e-NIT-03/2026-27, dt.05.09.2026 published vide Tender ID: 2026_MAD_5022367_1to15 for Repairing of Road Potholes Applicable on Existing C.C, Bituminous & Paved Road at Various Locations within Suri Municipality. it is hereby notified to all concerned that the Below mentioned tender is cancelled due to receiving less than the minimum required number of three (03) valid Bidders
1. Tender Id: 2026_MAD_5022367_3
2. Tender Id: 2026_MAD_5022367_4
3. Tender Id: 2026_MAD_5022367_14
B. Ref: Corrigendum Notice is hereby e-NIT No: WBMAD/ULB/Suri/e-NIT-03/2026-27,dt. 05.09.2026 published vide Tender ID: 2026 MAD_5022367_1 to 15 for Repairing of Road Potholes Applicable on Existing C.C Bituminous & Paved Road at Various Locations within Suri Municipality. it is hereby notified to all concerned that the said tender stands cancelled due to bank solvency isn't Verified by bank submitted by the bidders & resulting number of bidder is less than three (03).
1. Tender Id: 2026 MAD 5022367_5
2. Tender Id: 2026 MAD 5022367_6
3. Tender Id: 2026_MAD_5022367_9
Sd/-Executive Officer
Suri Municipality

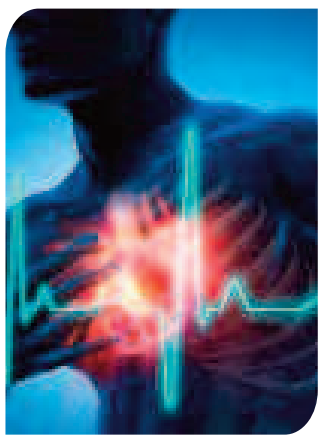
হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন
৪, মহাত্মা গান্ধি রোড, হাওড়া - ৭১১১০১
সংবাদপত্র প্রকাশনার জন্য সংক্ষিপ্ত দরপত্র বিজ্ঞপ্তি
এইচ.এম.সি. এলাকার পি অ্যান্ড ডি বিভাগের কাজের জন্য হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার কর্তৃক নির্ধারিত ফর্মে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে স্বনামধন্য, সম্পদশালী এবং প্রকৃত ঠিকাদারদের কাছ থেকে যাদের সম্পর্কিত কাজের প্রকৃতিতে পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতা রয়েছে। বিস্তারিত সম্পর্কিত তথ্য ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের বিভাগ https://www.wbtender.gov.in থেকে পাওয়া যাবে বিড জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ১৮.১১.২০২৬ বিকেল ৬.০০ টা পর্যন্ত। এইচএমসি কর্তৃপক্ষ কোনো কারণ দর্শানো ছাড়াই যেকোনো আবেদন গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার অধিকার সংরক্ষণ করে।
টেন্ডার নোটিশ নং 02-TN/EE/P&D/26-27 03-TN/EE/P&D/26-27 তারিখ ০৭-১১-২০২৬
১১২(১) / ২৬-২৭ সেক্রেটারি
০৭.১১.২৬ হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন

BHATPARA MUNICIPALITY
Kankinara, 24 pgs. (North)
NIeT No.MAD/ULB/BHATPARA/DR-2/671, Dated: 06/11/2026
NIeT is invited in two parts for 2 Nos. of developmental works in different Wards of Bhatpara Municipality.
Last Date of Submission of tender is **16/11/2026 at 16:00 Hrs.**
Details may be seen in **"wbtenders.gov.in"** and **"bhatparamunicipalitygov.co.in"**
Sd/- Executive Officer & Administrator
Bhatpara Municipality

MADHYAMGRAM MUNICIPALITY
TENDER NOTICE
Online Tender are invited from the bonafied and resourceful agencies by the Executive Officer, Madhyamgram Municipality through the following eN.I.T. bearing no. **WBMAD/MM/WS/NIT-02e/2026-27, WBMAD/MM/WS/NIT-03e/2026-27, WBMAD/MM/WS/NIT-04e/2026-27, WBMAD/MM/WS/NIT-05e/2026-27, WBMAD/MM/WS/NIT-06e/2026-27, WBMAD/MM/WS/NIT-07e/2026-27, WBMAD/MM/WS/NIT-08e/2026-27, dated. 07.11.2026.** Details of Tender will be available from the **website https://wbtenders.gov.in** Municipal website **www.madhyamgrammunicipality.org.** Municipal Authority has every right to accept or reject any Tender without assigning any reason.
Sd/- **Executive Officer**
Madhyamgram Municipality

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০



আরোগ্য

সোমবার • ৯ নভেম্বর ২০২৬ • পেজ ৮



দীর্ঘস্থায়ী চাপ এবং প্রদাহ নীরবে হৃৎপিণ্ডের কাঠামোগত ক্ষতি করে

পুলকরঞ্জন চক্রবর্তী



আধুনিক জীবনযাত্রার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে সুযোগ-সুবিধা যেমন বেড়েছে, তেমনই পাল্লা দিয়ে বেড়েছে মানসিক চাপ বা স্ট্রেস। অফিস বা ব্যবসার কাজের তাড়া, পারিবারিক দায়িত্ব, আর্থিক দুশ্চিন্তা এবং প্রতিনিয়ত ছুটে চলার এই প্রতিযোগিতায় আমরা অনেকেই দীর্ঘস্থায়ী মানসিক চাপের মধ্য দিয়ে যাই। কিন্তু আমরা কি জানি, এই অদৃশ্য মানসিক চাপ কীভাবে আমাদের শরীরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ; হৃৎপিণ্ড বা হার্টকে ভেতরে ভেতরে ক্ষতিগ্রস্ত করে তোলে? চিকিৎসা বিজ্ঞানের সাম্প্রতিক গবেষণাগুলো একটি উদ্বেগজনক সত্য সামনে এনেছে। দীর্ঘস্থায়ী চাপ এবং শরীরের ভেতরের দীর্ঘস্থায়ী প্রদাহ কোনো বড় ধরনের জানান না দিয়েই নীরবে হৃৎপিণ্ডের কাঠামোগত মারাত্মক ক্ষতি করে চলেছে।

চাপ বা স্ট্রেস মানুষের বেঁচে থাকার একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার অংশ। কোনো বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে পড়লে আমাদের শরীর তাৎক্ষণিকভাবে সাড়া দেয়, যাকে বলা হয় 'ফ্লাইট অর ফাইট' রেসপন্স। এই সময়ে শরীর অ্যাড্রেনালিন এবং কর্টিসলের মতো স্ট্রেস হরমোন নিঃসরণ করে। এর ফলে সাময়িকভাবে হৃদস্পন্দন বৃদ্ধি পায় এবং রক্তচাপ বাড়ে, যা আমাদের বিপদ মোকাবিলা করতে সাহায্য করে। বিপদ কেটে গেলে শরীর আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে।

সমস্যা তখনই তৈরি হয়, যখন এই চাপ সাময়িক না হয়ে দীর্ঘস্থায়ী রূপ নেয়। যখন একজন মানুষ দিনের পর দিন, মাসের পর মাস মানসিক দুশ্চিন্তা বা চাপের মধ্যে থাকেন, তখন তার শরীরে স্ট্রেস হরমোনের মাত্রা সবসময়ই উচ্চ থাকে। এই হরমোনগুলোর অবিরাম উপস্থিতি রক্তের ধমনীগুলোকে সংকুচিত করে রাখে এবং রক্তচাপকে স্থায়ীভাবে বাড়িয়ে দেয়। দীর্ঘদিন ধরে উচ্চ রক্তচাপের এই ধকল সহ্য করতে গিয়ে হৃৎপিণ্ডের পেশিগুলো ক্লান্ত ও দুর্বল হয়ে পড়তে শুরু করে।

প্রদাহ বা ইনফ্লামেশন মূলত আমাদের শরীরের একটি সুরক্ষা কবচ। শরীরে কোথাও কেটে গেলে বা কোনো ব্যাকটেরিয়া-ভাইরাস আক্রমণ করলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বা ইমিউন সিস্টেম সেখানে শ্বেতকণিকা পাঠায়। এর ফলে সেই জায়গাটি লাল হয়ে ফুলে যায় এবং ব্যথা হয়। একে বলে তীব্র প্রদাহ , যা শরীরকে নিরাময় করতে সাহায্য করে।

কিন্তু যখন এই ইমিউন সিস্টেম কোনো সুনির্দিষ্ট কারণ ছাড়াই দীর্ঘ সময় ধরে উত্তেজিত থাকে, তখন তাকে দীর্ঘস্থায়ী প্রদাহ বলা হয়। এটি কোনো বাহ্যিক লক্ষণ ছাড়াই শরীরের ভেতরে অলক্ষ্যে চলতে থাকে। দীর্ঘস্থায়ী মানসিক চাপ, অস্বাস্থ্যকর খাবার, ঘুমের অভাব এবং শারীরিক নিষ্ক্রিয়তা শরীরকে এই নীরব প্রদাহের দিকে ঠেলে দেয়। আর এই প্রদাহের সবচেয়ে বড় শিকার হয় আমাদের রক্তনালী এবং হৃৎপিণ্ড।

চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের মতে, দীর্ঘস্থায়ী চাপ সরাসরি শরীরে প্রদাহের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়। যখন কেউ লাগাতার মানসিক চাপে থাকেন, তখন তার ইমিউন সিস্টেম কর্টিসল হরমোনের প্রতি সংবেদনশীলতা হারিয়ে ফেলে। এর ফলে শরীরে প্রদাহ সৃষ্টিকারী উপাদান, যেমন; সাইটোকাইনস-এর উৎপাদন বহুগুণ বেড়ে যায়। এই অতিরিক্ত প্রদাহ উপাদানগুলো রক্তনালীর ভেতরের দেওয়ালে আক্রমণ করে।

সহজ কথায়, মানসিক চাপ যদি একটি দেশলাইয়ের কাঠি হয়, তবে প্রদাহ হলো সেই আগুন যা পুরো হৃৎপিণ্ডের রক্ত সঞ্চালন ব্যবস্থাকে পুড়িয়ে ছারখার করে দিতে পারে। এই দুটি উপাদান মিলে হৃৎপিণ্ডের গঠনে স্থায়ী পরিবর্তন ও ক্ষতি সাধন করে।

দীর্ঘস্থায়ী চাপ ও প্রদাহের কারণে হৃৎপিণ্ডের ভেতরে মূলত তিনটি বড় ধরনের কাঠামোগত রূপান্তর বা ক্ষতি ঘটে

১. ধমনীর দেওয়ালে চর্বি জমা (Atherosclerosis) প্রদাহের কারণে রক্তনালীর ভেতরের পাতলা স্তর বা এন্ডোথেলিয়াম ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই ক্ষতিগ্রস্ত অংশে রক্তের কোলেস্টেরল, চর্বি এবং অন্যান্য বর্জ্য পদার্থ খুব সহজে জমা হতে শুরু করে, যাকে চিকিৎসাবিজ্ঞানের ভাষায় 'প্লাক' (Plaque) বলা হয়। সময়ের সাথে সাথে এই প্লাক শক্ত হয়ে যায় এবং ধমনীগুলোকে সরু করে তোলে। ফলে হৃৎপিণ্ডে রক্ত চলাচল বাধাগ্রস্ত হয়।ঙ

২. প্লাক ফেটে যাওয়া ও হার্ট অ্যাটাক প্রদাহ কেবল প্লাক তৈরিই করে না, বরং সেই প্লাককে নরম ও অস্থির করে তোলে। হঠাৎ কোনো তীব্র মানসিক চাপের কারণে বা প্রদাহের মাত্রা অতিরিক্ত বেড়ে গেলে এই প্লাক ফেটে যেতে পারে। প্লাক ফেটে গেলে সেখানে দ্রুত রক্ত জমাট বেঁধে যায় এবং ধমনী সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। এর ফলেই ঘটে আকস্মিক হার্ট অ্যাটাক।

৩. হৃৎপেশির পুরু হয়ে যাওয়া দীর্ঘস্থায়ী চাপের কারণে হৃৎপিণ্ডকে সবসময় স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি শক্তিতে রক্ত পাম্প করতে হয়। অতিরিক্ত কাজ করার ফলে হৃৎপিণ্ডের বাম পাশের প্রকোষ্ঠের পেশিগুলো (Left Ventricle) শক্ত ও পুরু হয়ে যায়। একে চিকিৎসকরা বলেন লেফট ভেন্ট্রিকুলার হাইপারট্রফি। পেশি পুরু হয়ে গেলে হৃৎপিণ্ড তার স্বাভাবিক নমনীয়তা হারায় এবং সঠিকভাবে রক্তে পূর্ণ হতে পারে না, যা পরবর্তীতে হার্ট ফেইলিওরের কারণ হতে পারে। এই পুরো প্রক্রিয়াটির সবচেয়ে বিপজ্জনক দিক হলো এর নীরবতা। ধমনীগুলো যতক্ষণ না পর্যন্ত ৭০ থেকে ৮০ শতাংশ ব্লক হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত মানুষ সাধারণত কোনো বুকে ব্যথা বা শ্বাসকষ্টের মতো উপসর্গ টের পান না। অনেকেই ভাবেন, তারা সম্পূর্ণ সুস্থ আছেন কারণ তাদের কোনো বাহ্যিক লক্ষণ নেই। কিন্তু শরীরের ভেতরে দীর্ঘস্থায়ী চাপ এবং প্রদাহ প্রতিনিয়ত হৃৎপিণ্ডের দেওয়ালে ফাটল ধরাচ্ছে। কোনো একদিন হঠাৎ করে হার্ট অ্যাটাক বা স্ট্রোকের মাধ্যমে এই ক্ষতি প্রকাশ্যে আসে, যার ফলাফল হতে পারে মারাত্মক বা প্রাণঘাতী।

হৃৎপিণ্ডের এই নীরব ক্ষতি থেকে বাঁচতে হলে আমাদের কেবল ওষুধের ওপর নির্ভর করলে চলবে না। মূল সমস্যার শিকড় অর্থাৎ মানসিক চাপ ও প্রদাহকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। এর জন্য কিছু কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরি

■ **নিয়মিত শরীর চর্চা** — প্রতিদিন অন্তত ৩০ মিনিট হাঁটাহাঁটি, সাইকেল চালানো বা সাঁতার কাটার মতো হালকা ব্যায়াম করলে শরীর থেকে 'এন্ডোরফিন' বা ফিল-গুড হরমোন নিঃসৃত হয়। এটি মানসিক চাপ কমায় এবং রক্তনালীর প্রদাহ হ্রাস করতে সরাসরি সাহায্য করে।

■ **মানসিক চাপ ব্যবস্থাপনা — (Stress Management)** — (কাজের ফাঁকে নিজেকে সময় দিন। প্রতিদিন অন্তত ১০-১৫ মিনিট গভীর শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যায়াম (Deep Breathing), ধ্যান বা ইয়োগা করুন। শখের কাজ, গান শোনা বা প্রকৃতির মাঝে সময় কাটানো মানসিক চাপ অনেকটাই কমিয়ে দেয়।

■ **পর্যাপ্ত ঘুম ও বিশ্রাম** — দৈনিক ৭-৮ ঘণ্টার ভালো ঘুম শরীরের কোষগুলোকে মেরামত করে এবং কর্টিসলের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখে। ঘুমের অভাব শরীরে প্রদাহের মাত্রা দ্রুত বাড়িয়ে দেয়।

■ **সামাজিক যোগাযোগ ও ইতিবাচকতা** — একাকীত্ব ও বিষণ্ণতা হৃৎরোগের ঝুঁকি বাড়ায়। পরিবার ও বন্ধুদের সাথে গুণগত সময় কাটিয়ে মনের কথা শেয়ার করুন।

হৃৎপিণ্ড আমাদের শরীরের ইঞ্জিন। এই ইঞ্জিনকে সচল রাখতে হলে মানসিক চাপ মুক্ত থাকা খুবই প্রয়োজন। দীর্ঘস্থায়ী চাপ ও প্রদাহ আমাদের অলক্ষ্যেই হৃৎপিণ্ডের কাঠামোকে দুর্বল করে দেয়। তাই সময় থাকতেই সচেতন হতে হবে। জীবনের ব্যস্ততাকে মেনে নিয়েও কীভাবে মনকে শান্ত রাখা যায় এবং শরীরকে প্রদাহমুক্ত রাখা যায়, সেই অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। মনে রাখবেন, একটি শান্ত মন এবং প্রদাহহীন শরীরই সুস্থ হৃৎপিণ্ডের আসল চাবিকাঠি।

নিউমোনিয়ার ভেষজ দাওয়াই

ডাঃ শামসুল হক



নিউমোনিয়া হল এমনই নাছোড়বান্দা একটা রোগ যেটা যেকোনো বয়েসের একজন মানুষের কাছে ভীষণ অস্বস্তিকর তো বটেই, অনেক সময় আবার দুর্বিষহ করে তোলে সমগ্ জীবনটাকেই। একজন মানুষের শরীরের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা অঙ্গ ফুসফুস যখন কোন ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হয় তখন সেই মানুষটি যেকোনো সময় পড়তে পারেন নিউমোনিয়ার মারণ ছোবলে।

নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হওয়ার কারণ

আমাদের ফুসফুসের ভিতরে থাকে ছোট ছোট অনেকগুলো বায়ু থলি। অ্যালোভিওলাই , এই নামেই পরিচিত সেইসব বায়ু থলি। বায়ু বাহিত ব্যাকটেরিয়া এবং ভাইরাসের অতর্কিত আক্রমণ হেতু সেগুলো প্রদাহযুক্ত হয়ে উঠলে তার কুফলে সেখানে জমা হতে থাকে এক ধরণের তরল পদার্থ। পরে সেটাই পুঁজে রূপান্তরিত হয়। আর তার ই ফলাফল স্বরূপ আক্রান্ত ব্যক্তির শ্বাস নিতে কষ্ট হয়। সেইসময় আবার শরীরে পর্যাপ্ত পৌঁছাতেও বিশেষ বাধার সৃষ্টি হয়। আর ঠিক সেই সুযোগেই নিউমোনিয়া রোগ বাসা বাঁধে শরীরের মধ্যে।

আক্রান্ত মানুষটি যদি দুর্বল হন তাহলে এই রোগের সম্ভাবনা দেখা দেয় একটু বেশি বেশিই। তাছাড়াও এই রোগের কবলে পড়ার অন্য কারণ হল অনবরত সর্দি কাশি রোগে ভোগাও। আবার কেউ যদি ফ্লু রোগে আক্রান্ত হন তাহলেও এই জাতের ব্যাকটেরিয়া তাঁর শরীরে বাসা বাঁধতে পারে এবং তিনিও নিউমোনিয়ার রোগী হয়ে উঠতে পারেন। আবার ডায়াবেটিসে আক্রান্ত রোগী সহ হৃদযন্ত্রের সমস্যায় ভোগা মানুষজন ও আক্রান্ত হতে পারেন এই রোগে।

নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হওয়ার লক্ষণসমূহ

মাত্রাতিরিক্ত কাশি এবং সেইসঙ্গে কফ নির্গমন হলেই সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। তখন দেখা দিতে পারে কফের রঙের পরিবর্তন ও। একটা সময় গাঢ় হলুদ রঙের কফ ও নির্গত হয়। অনেক সময় কফের সঙ্গে রক্ত ও বের হতে পারে। বাড়তে থাকে দৈহিক তাপমাত্রা। সেটা একশো তিন ডিগ্রী ফারেনহাইট ও ছুঁতে পারে।

সেইসময় দেখা দিতে পারে অতিরিক্ত ঘামের লক্ষণ ও। সঙ্গে শ্বাসকষ্ট। তখন যদি দ্রুত শ্বাস নিতে ইচ্ছে করে তাতেও বিশেষ কষ্ট অনুভূত হয়। বুকে ব্যথা ব্যথা ভাবের সঙ্গে অস্বস্তিও। আবার শ্বাস নেওয়ার সময় বুকের ভিতর এক ধরণের আওয়াজ বের হতে পারে। তারপর দেখা দেয় শারীরিক দুর্বলতাও।

নিউমোনিয়া রোগের সংক্রমণের ফলাফল হিসেবে দেখা গেছে , ব্যাকটেরিয়া সর্বপ্রথম বাসা বাঁধে উচ্চ শ্বাসনালীতে। তার সেই অংশের কাজ হল শ্বাসনালী এবং ফুসফুসকে অতি সযত্নে রক্ষা করা। সংক্রমণ একটা সময় যদি সেই পর্যায়েই পৌছায় তাহলে উচ্চ শ্বাসনালীর প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়। আর তার ই ফলস্বরূপ সেটা ছড়িয়ে পড়ে শ্বাসনালীর নিম্নাংশে এবং ডেকে আনে বিপদের সংকেত ও।নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হ ওয়ার অন্য আর এক কারণ হল যদি কোন ব্যক্তি এই রোগে ভোগা কোন রোগীর কাছাকাছি থাকেন তাহলে তাঁর কাশি, হাঁচি ইত্যাদির মাধ্যমেই ছড়িয়ে পড়া রোগের জীবাণু নিঃশ্বাসের মাধ্য দিয়ে নিজের শরীরে শুষে নেন এবং একটা সময় তিনি সেই রোগের শিকার হন। তাই কার ও সঙ্গে মেলামেশা করার আগে সেইদিকে খেয়াল রাখা গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় হয়ে ওঠে বৈ কি ।

নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হতে পারেন দীর্ঘদিন ধরে কেউ যদি অতিরিক্ত মদ্যপানে অভ্যস্ত হন তাঁরাও। সেই সমস্যা দেখা দিতে পারে অতিরিক্ত ধূমপায়ীদের ক্ষেত্রেও। শুধু তাই নয়, রাইনো ভাইরাস, করোনা ভাইরাস, ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস, রেসপিরেটরি সিনসিশিয়াল ভাইরাস ইত্যাদির কারণেও একজন মানুষ আক্রান্ত হতে পারেন এই রোগে।

নিউমোনিয়ার আয়ুর্বেদিক ওষুধ

নিউমোনিয়ার নামে ভীত যে অনেকেই সেটা একশো শতাংশ সঠিক হলেও একটু সতর্ক থাকলে অর্থাৎ রোগ জটিল আকার ধারণ করার আগে কোন আয়ুর্বেদিক চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ওষুধ সেবন করলে নিশ্চয়ই মিলবে ভালো ফলাফল।

চিকিৎসার ক্ষেত্রে প্রথমেই মনে আসে শ্বাসকুঠার রসের কথা। প্রতিদিন এক থেকে দুটি বটিকা যদি মধু কিংবা গরম জলের সঙ্গে দিনে দুবার খাওয়া হয় তাহলে ভালো ফলাফল পাওয়া যায়।

খাওয়া যেতে পারে সিতোপলাদি চূর্ণ ও। এক থেকে তিন গ্ াম পর্যন্ত চূর্ণ নিয়ে দিনে দুইবার করে মধুর সঙ্গে খেলে মিলবে রোগ থেকে মুক্তিও। মনে করা যেতে পারে বাসারিষ্টের কথাও। প্রতিদিন দুবার করে ঔষধ পনের থেকে ত্রিশ মিলি লিটার পরিমাণ নিয়ে আধ কাপ জলের সঙ্গে মিশিয়ে নিয়মিত খাওয়ার অভ্যাস থাকলে ভালো ফলাফল পাওয়া যায়। ব্যবহার করা যেতে পারে তুলসী পাতার রস। এর আছে অ্যান্টি ব্যাকটেরিয়াল , অ্যান্টি অক্সিডেন্ট গুণাগুণ । নিয়মিতভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে বাসক পাতার রস , মুক্তা ঝুরি , যষ্টিমধু , পিপুল , তালিশপত্র ইত্যাদিও। নিউমোনিয়া সহ ফুসফুস সংক্রান্ত নানান রোগ থেকে নিজেকে রক্ষা করা এবং অতি অবশ্যই রোগের আগমন বার্তার বিষয়ে সচেতন থাকার তাগিদেই প্রতিবছর নভেম্বর মাসের ২৮ তারিখে এই বিষয়ের উপর ভিত্তি করে একটা দিবস পালনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ওইদিন ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য সচেতনতা গড়ার উদ্যোগকে সামনে রেখেই চেষ্টা করা হয়েছে যাতে সামাজিক স্বাস্থ্য সুদৃঢ় থাকে সেই বিষয় ও। সেই প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে সমগ্ বিশ্ব ব্যাপীই । আর সেই দিবস পালনের নাম দেওয়া হয়েছে বিশ্ব সি.ও.পি.ডি অর্থাৎ chronic obstructive pulmonary disease. সেই দিবস পালনের মধ্য দিয়েই সকলকে সতর্ক থাকার পরামর্শ দেওয়ার পাশাপাশি পরিবেশ দূষণের বিষয়েও তীক্ষ্ম নজর রাখতে বলা হয়েছে। বিশেষভাবে সতর্ক করা হয়েছে ধূমপায়ীদের ও। বলা হয়েছে ধূমপান করা এবং ধূমপায়ীদের পাশে বসা ব্যক্তিদের উপর ও পড়তে পারে তার প্রভাব। দিবস পালনের মাধ্যমে সকলকে জানিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়েছে যে এই অভ্যাস কেবলমাত্র ব্যক্তিগত ই নয়। সেটা একটা সামাজিক সমস্যাও বটে। তাই সকলকেই সচেতন থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে নিজেকে এবং নিজেদের পরিবার সহ চর্তুদিকের ওই নির্মল প্রকৃতিকে রক্ষা করার তাগিদ অনুভব করেই।